"লহ এই উপহার।
তুল্য কিছু নাহি আর॥
মূল্য হয় অতি সস্তা।
রুচিকর ভারি খাস্তা॥"

—রসরাজ—

—উ
প
হা
র—

মুখপত্র

বিলাতের সাংবাদিক সংসদের সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও সাংবাদিকতার প্রবীণ অধ্যাপক, এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান সাংবাদিক ও পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত। যথা ঃ—

রসরাজ রাসবিহারী মল্লিক মহাশয়ের নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা সংগ্রহের আকারে প্রকাশিত হইল। ইংরাজ লেখক লুস্ লিখিয়াছেন ঃ—

"Wit may be regarded as a play of fancy addressed to the intellect; whereas humour is a play of imagination addressed to the emotions."

(বাঙ্গলা অনুবাদ—"রঙ্গরস, কল্পনার খেলা বলা হয় এবং ইহা জ্ঞান আনয়ন করে; পক্ষান্তরে রসিকতা, অনুমানের খেলা, ভাবকে বা অনুভূতিকে আকর্ষণ করে।")

এই wit অর্থাৎ রঙ্গ বাঙ্গালীর সমাজে প্রচুর পরিমাণে ছিল। এখন তাহার অভাব ঘটিতেছে। রসিকতা ও রসজ্ঞতার উৎস যেন শুকাইয়া যাইতেছে। ইহার কারণ একাধিক। কিন্তু তবুও কথার উত্তরে কথা, রঙ্গব্যঙ্গের প্রবাহ এসব মানুষের উপভোগ্য সম্পদ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, এবং বাঙ্গালীর এই বিভাগে রাজা ছিলেন—ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। মল্লিক মহাশয় ঈশ্বর চন্দ্রের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। ইঁহার কবিতায়, শব্দের ঝঙ্কার, ছন্দের টঙ্কার, উপমার অলঙ্কার সহজেই মানুষকে মুগ্ধ করে। মুগ্ধ হইয়াই উড়িষ্যার পণ্ডিত সমাজ ইঁহাকে উপাধি দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালায় মল্লিক মহাশয়ের গুণমুগ্ধের অভাব নাই। ইনি প্রায় সকল সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। সে সব ফুলবনের প্রজাপতির মত ঘুরিয়া বেড়ায়—অন্তর্হিত হয়। সেগুলি একসঙ্গে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। কারণ, ইহা বাঙ্গালার আনন্দের সম্পদ॥

ইহা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আদর লাভ করিবে।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

১০ই জানুয়ারী, ১৯৫৮।

ভূমিকা। (বিশেষ দ্রষ্টব্য)

এই কবিতা মঞ্জুষা আধুনিক পরিস্থিতি ও সাময়িক প্রসঙ্গ বিষয়ক সমালোচনা-মূলক নীতিগর্ভ কবিতাগুচ্ছ। ইহা কেবলই আকাশকুসুম বা নিছক কাল্পনিক কবিত্বভাবযুক্ত কবিতা সমূহ নহে। এই কবিতা পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা, দেশের আধুনিক পরিস্থিতি ও সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিকরূপে রচিত হইয়াছে। ইহাকে “কাব্য ইতিহাস” বলা যাইতে পারে। প্রায় কবিতাতেই, পূর্ব্ব পরিস্থিতি ও পরের পরিণাম বা ফলাফল (অভিমত পত্র) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা একাধারে ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য। আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িলে কাব্য ও কাহিনী (রসরাজ সাহিত্য) পড়ার রস কতকটা পাইবেন।

কবিতা সমূহ সাধারণতঃ কবির নিজ কল্পনাকেই অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী উপরোধও উপলক্ষণে অধ্যায়ে প্রায় সমস্ত কবিতাই অপরের উপরোধে, অনুরোধে বা স্ব ইচ্ছায় সদ্য সদ্য রচিত হইয়াছে। কতগুলি, অতি নগন্য ও সামান্য বিষয়ে রচিত হইয়াছে ; অথচ, নিম্নস্তর হইতে উচ্চ স্তরে সুন্দরভাবে সরল ও সহজ ভাষায় নীতিগর্ভ করা হইয়াছে। ইহাই রচনার বিশেষত্ব ও নূতনত্ব, এবং বাগ্‌দেবীর অসাধারণ দয়া ও দান। যিনি যখন যাহা অনুরোধ করেন সঙ্গে সঙ্গে তাহা এক কলমেই একটানে রচিত হইয়াছে। সরল ও সহজ ভাষায় সকলের বোধগম্য— তাইত এত রম্য, ইত্যাদি বলিয়া অনেকে অভিমত দিয়াছেন।

(৪। পরিশিষ্ট অধ্যায়ে “নিজ কাব্য কথা” পৃঃ ১২৩ এবং ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্রাবলী ৭১ দ্রষ্টব্য)

প্রায় সকল প্রসঙ্গের এবং সকল পরিস্থিতি বিষয়ে যেইরূপ ন্যায় ও সরল ভাবে কাব্য রচিত হইয়াছে, কিছুই গোপন রাখা হয় নাই ; সেইরূপ কবির নিজের সম্বন্ধে কিছুই গোপন রাখা হয় নাই। উপসংহার অধ্যায়ে আত্মকাহিনী কাব্যে (auto-biography) সপ্রকাশিত হইয়াছে আত্মগোপন করা হয় নাই ; ভবিষ্যতের গবেষক ও সমালোচকের কষ্ট লাঘব ও সুবিধার জন্যও বটে।

কতকগুলি কবিতা কোন উপলক্ষ্য ও ঘটনার সময়েই, পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই সমুদয়ের প্রশংসা পত্রাবলী পাঠকবর্গের সহজসাধ্য অবগতির জন্য, ক্রোড়পত্রে সারাংশ মাত্র লিপিবদ্ধ আছে। কবিতাগুলি রচনার পর পর তারিখ অনুযায়ী রোজ নাম্‌চা (ডায়রী) পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—তবে অধ্যায় ভাগ করিবার জন্য পৃথক হইয়া গিয়াছে, তথাপি যতদূর সম্ভব তারিখ অনুযায়ী

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে যাহা হউক "যত শেষ, তত বেশ" তাহা মনে রাখিবেন। কারণ রস ক্রমেই গাঢ় হয়।

ইহা কেবলই কাল্পনিক রাজ্যে বিরাজমান এবং ব্যাকরণ শোধিত সাধারণ কবিতার মত নহে। জিমূতেন্দ্র বাবুর ও আসর পত্রিকার পত্র, ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্র নং ৫০ ও ৭৫ দ্রষ্টব্য। ইহা সাধারণ পার্থিব সকলের সমস্ত ন্যায়, অন্যায় এবং শোধনের ইঙ্গিত, অতি সহজ ও মধুর ভাষায় রসময় নীতিপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক এবং সমালোচনামূলক কবিতাপুঞ্জ। কবিতাগুলি পার্থিব লালসামুক্ত ও প্রেমবিবর্জ্জিত অথচ ভাগবৎ, স্বদেশ ও জনগণ প্রেমপূর্ণ। রসরাজ ছন্দের ইহাই বিশেষত্ব ও নূতনত্ব এবং কবির একান্ত নিজস্ব। (মাইকেলের ছন্দ, দ্বিজেন্দ্র লালের সুর, রবীন্দ্র সঙ্গীত অনুরূপ)। তাহা পরিশিষ্ট এবং ক্রোড়পত্র অধ্যায়ের প্রশংসা পত্রাবলী বিশেষতঃ রায় বাহাদুর খগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রভৃতির পত্র নং—

২, ৪, ৬, ১৩, ১৮, ২০, ২১, ৩২, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৪, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৬, দ্রষ্টব্য। এইগুলি পড়িলে সম্যকরূপে এবং অন্যান্য বহু বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

কাব্য ও সাহিত্যের দিক ছাড়াও দৈনিক জীবন যাত্রায় এবং নৈতিক, সামাজিক ও কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা বিশেষ আবশ্যকীয় ও ফলপ্রদ হইবে আশা করা যায়। আধুনিক দেশ এবং পাত্র হিসাবে ইহা অপরিহার্য্য। মুখপত্র দ্রষ্টব্য।

আমাদের দেশের এই নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনে কাব্য পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে জনমণ্ডলীর ন্যায় ও ধর্ম্মপথ দৃঢ় অবলম্বন করার প্রচেষ্টাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা কাব্য ও সাহিত্যের মাধ্যমে করাই বিধেয় ও শ্রেয়; কেবলই সভা ও বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব নহে। সরস ও নীতিগর্ভ কাব্য দ্বারা হৃদয় না ক্ষেত্র তৈয়ারী না করিলে কোন বিশেষ ফল ফলিবে না। কারণ সভায় বক্তৃতা অনেকেই অনেক সময় এক কান দিয়া শুনিয়া অপর কান দিয়া বাহির করিয়া দেন বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখেন না। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে দেশের সামাজিক এ রাজনৈতিক গতিবিধি ন্যায়ও ধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিকল্পনা নিস্ফল হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য্য এবং বিফল মনোরথ হইতে হইতেছে। উদাহরণ দর্শাইয়া বলি যে, ফরাসী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডের সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এইরূপ নীচগামী হইয়াছিল; সেই সময়ে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার লণ্ডন ১৮০২ খৃঃ নামক কবিতায় কবি মিলটনকে কাব্য দ্বারা ইংলণ্ডের লোককে উন্নয়ন করিবার জন্য কবিতায় আহ্বান করেন।

যথা ঃ—

Milton ! Thou shoulds't be Living at this hour ; England hath need of the : she is a fen of a stagnant water etc, etc……

অতএব আমার এ আশা কেবলই কাল্পনিক ও দুরাশা নহে, এবং আমার এই প্রকাশনী ও চেষ্টা যদি দেশের ও দশের হিতসাধনা ও উন্নয়ন কার্য্যে একটুকুও ফলদায়ক হয়, তবেই আমার সফল পরিশ্রম ও কর্ম্ম সার্থক ও সফল হইবে। তাই বলি হে, ভগবান !

তবে যা ইচ্ছা, হয় যেন পূর্ণ, মোর এই কাজে।
আমি তাই কভু, দম্ভ নাহি করি, মিছে ওহে বাজে।
জয় কাব্যরাজ !
নমে রসরাজ !!!

ভনিতা।

১। ইহা নয় কেবল ঃ—
কাব্য ইতিহাস কিংবা
সে নিছক পদ্য।

২। ইহা হয় যে ঃ—
মর্ম্মবাণী, নীতিপূর্ণ
হৃদয়ের খাদ্য॥

৩। তাইত হে ঃ—
এর নাম, দিয়াছি যে,
"কবিতা মঞ্জুষা"।

৪। জানিব হে ঃ—
আমার এ, হয় ওগো
প্রাণের পিয়াসা॥

——০——

যাহা নাহি এ কবিতা মঞ্জুষায়।
তাহা নাহি যে ভারতে এ ভাষায়॥—**রসরাজ**

গ্রন্থকর্ত্তা

গ্রন্থকর্ত্তা ও কবি

রসরাজ

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

কবিচন্দ্র, কবিরত্ন।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

আশীর্ব্বাণী (চন্দ্রশেখরের বিবাহে) পৃঃ ১২৯ দ্রষ্টব্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা
৩। গীতিকাব্য—	

* গ্রন্থ মধ্যে তারকা চিহ্নে নির্দ্দেশ আছে।

রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক
কবিচন্দ্র, কবিরত্ন।

১। সাধারণ ও সাময়িকী।

তিন সত্য।

(১)

আমার যে পদ্য।
লেখা হয় সত্য॥

(২)

যখন যা দেখি।
তখন তা লিখি॥

(৩)

বিধাতাই দক্ষ।
আমি উপলক্ষ্য॥

উপহার।

শ্রদ্ধাভরে এই কাব্য, দিনু উপহার।
দয়া করে শুন হবে চির উপকার॥
নাহি জানি উপহার, এ ক্ষুদ্র আমার।
হবে কিগো সমতুল্য, কভু আপনার॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানী, বেশী নাহি জানি।
দোষ হলে মেনে নেব, করি জোড় পাণি॥

বিজয়া দশমী কাব্যের মূর্চ্ছনা।

(১)

আনন্দময়ীর আগমনে দেখ,
সারা দেশ যায়, আনন্দেতে ছেয়ে।
দশমীর দিনে, সবাকার মন,
মধুর করুণ, রসে যায় ধেয়ে॥
হিংসা, দ্বেষ, রাগ, অভিমান আদি,
মায়ের সঙ্গেই, দিয়ে বিসর্জ্জন।
চায় সবে হায়, মিলিতে একত্রে,
তাই ধায় সবে, দিতে আলিঙ্গন॥

(২)

এমন মধুর, দিন কখন হে,
তোমরা পাবে না, খুঁজে কোনদিন।
তাই বলি আমি, বিজয়া দশমী,
তোমরা ভেবনা, কখন সে হীন॥
আমরা মায়ের, অবোধ সন্তান,
অন্যায় করিয়া, থাকি তাঁকে ভুলে।
তবু মা যে কভু, হয়না বিমুখ,
রক্ষা করে সদা, নিয়ে কোলে তুলে॥

(৩)

তাইত দেশকে, জাগাইতে আর,
উন্নত করিতে, মানবেরে ত্বরা।
কাব্য ও সাহিত্য, আমি করিয়াছি
তাই জীবনের, মোর ধ্রুবতারা॥
বাগ্দেবীর পদে, কায়মনোবাক্যে,
করি নিবেদন, এই ভিক্ষা চাই।
সাধিতে কামনা, অনায়াসে সদা
আমি যেন ওহে, তাঁর কৃপা পাই॥

শুভ বিজয়া দশমী।

১২ আশ্বিন '৫৯ ; ২৮ সেপ্টেম্বর '৫২

নববর্ষের গান ও মান।

(১)

নব এ বৎসর।
নাহি অবসর ॥
আজি জয়গান।
রচে তব মান ॥
নব অবদান।
মুক্ত মন প্রাণ ॥
দান উপাধির।
মানে কর্ম্মবীর ॥
যায় যাক্ প্রাণ।
তবু থাক্ মান ॥

ওহে ভগবান।
এও তব দান ॥
তুমি মোর প্রাণ।
হও যে মহান্ ॥
তাই গাই গান।
স্পর্শে তব কান ॥

(২)

ধন আছে যার।
মন নাই তার ॥
মন আছে যার।
দীন সে অপার ॥
তুমি মোর ধন।
ওহে সনাতন ॥
এই মোর পণ।
করি অনুক্ষণ ॥
পথ কোথা আজ।
কহে রসরাজ ॥

১৭ পৌষ '৬০;
১ জানুয়ারী '৫৪

আসল স্বরাজ।

(১)

চলে গেছে আজ, ওহে অটোক্রেসী।
এখন এসেছে, দেখ ডিমোক্রেসী ॥
আমরা যে ভাই, চেয়েছি স্বরাজ।
কিন্তু হে এখন, পেয়েছি অরাজ ॥
পুলিশকে দেখ, অবজ্ঞা ও মার।
জোর আছে যার, মুলুক যে তার ॥
তুমি আমি হই, সবাই কি বোকা।
সবার লেগেছে, যে সমান ধোঁকা ॥
লয়েল্‌টী আর, এখনত নাই।
আইন অমান্য করাই যে চাই ॥

স্বরাজ আমরা, পেয়েছি বলিয়া।
দায়িত্ব জ্ঞান কি, গিয়াছে চলিয়া॥
তাই হইতেছে, এত বিল পাশ,
অর্ডিন্যান্স করে, নাহি মিটে আশ॥

(২)

স্বরাজ মোদের, সত্য যদি হয়।
নিজের দায়িত্ব, নিজে যে হে লয়॥
তা হলে থাকে না, অর্ডিন্যান্স ভয়।
"রামরাজ্য" ভাই, ইহাকেই কয়॥
জানকী বনেতে, গেল প্রজাতরে।
উদ্বাস্তু পালনে, বঙ্গমাতা মরে॥
ঐ পাকিস্থানের, পাল্লায় যে পড়ে।
বঙ্গ সরকার, বাঁচে কিংবা মরে॥
এই ভাবনায়, আমার হে ভাই।
প্রাণ খালি করে, সদা আইঢাই॥
আমরা সবাই, হই ভাই ভাই।
তাই কি সদাই, মোরা ঠাঁই ঠাঁই॥
আসলে কিন্তু হে, সবে জেনো ভাই।
কখন মোদের, কোন ভেদ নাই॥

(৩)

আগে ছিল যারা ডিপ্রেসড্ ক্লাস।
এখন হয়েছে, হরিজন ক্লাস॥
আগে ছিল যারা, এরিষ্টোর ক্লাস।
এখন তারাই, অপ্রেসড্ ক্লাস॥
বড় ছোট আজ, সব একাকার।
কেহ কাহাকেও, মানে না যে আর॥
বড়কে অমান্য, যে করাই চাই।
না হলে স্বরাজ, পেনু কোথা ভাই॥

তখনই হ'বে, আসল স্বরাজ।
আইনের কোন, থাকিবে না কাজ ॥
দেশের পবন বইবে তখন।
বিদেশীরও যে, হইবে পতন ॥
সকলে গাইবে, বঙ্গেরই জয়।
এই দিন যেন, অচিরেতে হয় ॥
আসল স্বরাজ, ইহাকেই কয়।
তবেইত হবে, সকলের জয় ॥

সাধারণ তন্ত্র-দিবস।
১২ মাঘ '৭০ ; ২৬ জানুয়ারী '৫৪

সংসার সমস্যা।

(১)

এখন উঠেছে, যে হাওয়া ভাই।
প্রাণ করে খালি, আই আব চাই ॥
ভাই ভাই যেহে. সদা ঠাঁই ঠাঁই।
অবশ্য যেন হে, হওয়াই চাই ॥
পত্নী পুত্র আদি, আত্মীয়রা আর।
যে যার কেবল, সেই যেহে তার ॥
নিজ স্বার্থ সিদ্ধি, লয়েই যে ছাব।
সদাই কেবল, করে হাহাকার ॥
বুঝেনা সন্তোষ, আর ত্যাগ বিনা।
সুখ যে কখন, কোথাও মিলে না ॥

*
* *

(২)

সহ্যগুণ হয়, যে হে বড় গুণ।
যুগ যুগান্তর, গায় তার গুণ ॥
বড় বা ছোটর, নামেতে কাহার।
নাহি কিছুমাত্র, ভেদাভেদ আর ॥

সত্য বড় যদি, হতে ওহে চাও।
মান তার রক্ষা, সদা করে যাও॥
উঁচু যদি তুমি, হতে ভাই চাও।
সকলের কাছে, নত হয়ে যাও॥
জ্ঞানী, বড়দের, কর যদি হেলা।
সভ্যতা যে তাহা, যায় না হে বলা॥

(৩)

দেখ্ছি যে ডালে বস হে তোমরা।
সেই ডালই যে, কাট হে তোমরা॥
যে জন হয় হে, অতি হীন বুদ্ধি।
সবে করি হেলা, করে এ কুসিদ্ধি॥
সে যে ডেকে আনে, কেবল অশান্তি।
তাহাতে নাহি যে, ওহে কোন ভ্রান্তি॥
শান্তির তরে যে, আমি বলি ভাই।
আমার জানিবে, কোন স্বার্থ নাই॥
সবার হিত যে, আমারও হিত।
যে বুঝে কেবল, তার হয় জিত॥

※
※
※

আধুনিক কর্ম্মপদ্ধতি।

(১)

এক্ষণে কর্ম্মেতে, দক্ষতা যাহার।
বল্তে হবে যে, কৃতিত্ব তাহার॥
কোন কিছু গোলে, পড়্লে হে ভাই।
অমনি অন্যের, দিই যে দোহাই॥
চেষ্টা বা দায়িত্ব, ওহে যাকে বলে।
একেবারে মোরা, গেছি তাহা ভুলে॥
অফিসে যখন, কোন কিছু চাই।
তখনি সেখানে, শুনি তাহা নাই॥

※
※
※

এইত হচ্ছে যে, কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ।
বল্‌তে কইতে, মুখে লাগে লাজ॥
কর যদি কড়া, হুকুমটি জারি।
হয় ধর্ম্মঘট, নয় মারামারি॥
আমি এই সব, দেখে আর শুনে।
সঠিক বিহিত, খুঁজে যে পাইনে॥

(২)

রেলের সময়, ঘড়িরও বাড়া।
আবহ চলেছে, এই সেই ছড়া॥
যায়না এখন, কিছুই হে ধরা।
তাদেরই লেট, যে সবার বাড়া॥
ধর্ম্মঘটেরও, রেহাই যে নাই।
কলিশনেরও, ছড়াছড়ি তাই॥
ডাকের সততা ও উপকারিতা।
তাহাও যে আজি, দেখি অপহৃতা॥
সর্ব্ববাদী যাহা, ছিল হে সম্মত।
উল্টে গিয়ে এবে, সবাই বিব্রত॥
তৎপরতা তরে, টেলিফোন সৃষ্টি।
টেলিফোনে এবে, ভুলেরই বৃষ্টি॥*
আমরা কেবল, যে মুখ ভারতী।
কাজের বেলায়, কিন্তু ক্ষুণ্ণ অতি॥
এই আমাদের, কাজের যে গতি।
তাই আমাদের, এত অবনতি॥
আর বেশী বলে, ওহে কাজ নাই।
যে যা বুঝিবার, বুঝে লও তাই॥

* * *

* টেলিফোন অটোমেটিক্ হইবার ঠিক পূর্ব্বের অবস্থা।

ফটোগ্রাফির সততা।
বা
ক্যামেরার আত্মকথা।

সূচনা

তুমি যা দেখাবে, দেখাব তোমারে, আমি তাই।
পিছনে করিলে, কাজের সুফল, কিছু নাই॥
সম্মুখে আমার, করিবে যখন, তুমি যাহা।
আমি তখনই, পলকেতে নিব, এঁকে তাহা॥
শঠতা বা মিথ্যা, আর যদি বল, প্রবঞ্চনা।
আমার নিকটে, কখনও তুমি তা পাবে না॥
ভাল বা মন্দের, বিচার কিছুই, হেথা নাই।
সত্য যাহা আমি, করিব তাহাই, যে হে ভাই॥
আমার কাছেতে, সদাই রহে যে, ওহে বাঁধা।
মরণের পরে, আবার তাহাই, হয় সাধা॥
সত্যকে সদাই, করে আছি আমি যে নির্ভর।
তাইত আমাকে, মানে এই বিশ্ব চরাচর॥
জানিতে হইলে, আসল সততা, কাকে বলে।
সবই তোমরা জানিতে পারিবে, ফটো তুলে॥
ছলনা বা মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা, যে হে ভাই।
আমার কুষ্ঠীতে, একেবারেই যে, লেখা নাই॥
ঠক্ জুয়াচুরি, আমার শাস্ত্রে ত, কোথা নাই।
চুরি করিয়াও, মোর কাছে নাহি যে রেহাই॥

বর্ণনা

ছদ্মবেশী আর আসামী ধরিতে।
আমি ছাড়া নাহি, কেহ এ মহীতে॥
এই সত্য মিথ্যা, ফটোর প্রমাণে।
তুলনা ইহার, নাহি ত্রিভুবনে॥
ওহে এই কথা, খালি রাখি মনে।
ফটো তুলে রেখে, দিন নিজ মনে॥

কারো স্মৃতি রক্ষা, করিতে যে ভাই।
আমি অদ্বিতীয়, জানে যে সবাই ॥
আলোক চিত্র যে, নাম মোর তাই।
মরণেও জ্বালি, আলোক সদাই ॥
জন্মাইলেই যে, মরিতেও হবে।
পরে কেহ কভু, দেখা নাহি পাবে ॥
ফটো তাহা তোমা, নিশ্চয় দেখাবে।
অমর করিয়া, রাখিবে এ ভবে ॥
তাই বলি আমি, ওহে মহাশয়।
নাহি করিবেন, মনেতে সংশয় ॥
ফটো তুলে তাই, অতি যত্ন করে।
রেখে দিন সবে, নিজ নিজ ঘরে ॥

কামনা

নাহি করো ভাই, ক্যামেরাকে হেলা।
ইহার সততা, নহে ছেলে খেলা ॥

৬ কার্ত্তিক '৬১ ; ২০ অক্টোবর '৫৪

মৃত্যুকর বিল। ——→

(১)

শুনেছি মরার বাড়া গাল নাই।
মরার বিষয়ে, ট্যাক্স হবে ভাই ॥
মরার উপরে, খাঁড়ার এ যে ঘা।
সবাই এ দেশ, ছেড়েই চলে যা ॥
একি এ রাজত্ব, হল যে হে ভাই।
মরেও নিস্তার, বুঝি আর নাই ॥
জীবন্তে ট্যাক্সতে, চারিদিক ঘেরা।
মৃত্যুতেও আজ, নাহি পাই ছাড়া ॥
মরণের পর, দেয় যে ও তাড়া।
এরা হয় কিহে, যমেরও বাড়া ॥

মৃত্যুকর বিল, হইল যে জারি।
ক্রমেই সবাই, হইবে ভিখারী।
চলিবেনা কোন, জারি আর জুরি।
যতই চেঁচাও, গলা যে বিদারি।

* *
*

(২)

এ নিজের পেট শুধু নিজে ভরা।
আর সবাইকে খালি ফাঁকি মারা॥
এযে সকলকে, নিঃস্ব শুধু করা।
ইহা ছাড়া কিছু, যায় না যে ধরা॥
ওহে যায় না যে, আর চুপ করা।
আমি নহি যেহে, কারো ধামা ধরা॥ *

৬ কার্ত্তিক '৬০ ; ২৩ অক্টোবর '৫৩
পরিবর্দ্ধিত রচনা : ৩০-১০-৫৪

হিন্দু কোড্ বিল।

(১)

এখানে হাওয়া চলেছে যে হায়।
গেঁয়ো যোগী কভু, নাহি ভিখ্ পায়॥
দেশের লোকের, নাহি কোন স্থান।
বিদেশীর এ যে, চলেছে উত্থান॥
কোড্ বিল হলে, একবার পাশ।
দেশেরও যে গো, হবে সর্ব্বনাশ॥
বিবাহ বিচ্ছেদ, বিল হলে পাশ।
অহিন্দুদের ত, মিটে তায় আশ॥
আমাদের সব, হচ্ছে বুদ্ধি হাল্কি।
বুঝিনা এদের, কি যে আছে ভেল্কি॥

(২)

মেয়েরা বিষয়, এতে সব পাবে।
পুরুষেরা সব, পিছিয়ে যে যাবে॥
দেশের হয়েছে, কিযে একি গতি।
দেখি সকলের, হয় অবনতি॥
লক্ষ্মীর কৃপা যে, নাহি দেখি তাই।
ষষ্ঠীর কৃপার, অভাব যে নাই॥

* পরবর্ত্তী "করধার্য্যের ঘানি" কবিতা, সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।

বিয়ে যে হলেই, পুত্র আর কন্যা।
আসে যে তখনি, যেন ওহে বন্যা ॥
বোঝার উপর, শাকের যে আঁটি।
এই রেশনের যুগে মারে লাঠি ॥
তুমি আমি যেন, সকলেই বোকা।
সবার এখন, লেগেছে যে ধোঁকা ॥

(৩)

হিন্দু কোড্ বিল, হলেই প্রচার।
মা ষষ্ঠীর হবে, জয় জয়কার ॥
লক্ষ্মী দেবী হয়ে যে আউট-ভোট।
একেবারে যাবে, চলে চড়ে বোট ॥
হবে লক্ষ্মী আর, ষষ্ঠীর লড়াই।
বেকার সমস্যা, করবে বড়াই ॥
হিন্দুর ধর্ম্মের 'পরে হবে রিষ্টি।
দুর্ভিক্ষের হবে, তখনই সৃষ্টি ॥

জমিদারী উচ্ছেদ ও রেন্ট বিল এবং ব্যবসা।

(১)

পুরুষানুক্রমে এই জমিদারী, নিবে দিয়ে এক তুড়ি।
চলবে না আর, কোন জারি জুরি, যত কর লড়ালড়ি ॥
আগে যে স্থাবর, সম্পত্তিতে ছিল, ওহে নাহি কোন ভয়।
এখন যে এক অর্ডিন্যান্সেতেই, ওহে কেল্লা ফতে হয় ॥
অস্থাবর যাহা এতে কোন কিছু, প্রয়োজন নাহি হয় ॥
আইন হয়েছে স্বাধীন এখন, নাহি কোন তান লয় ॥
কোথাকার জল, কোথায় গড়ায়, দেখা যাক এইবার।
চন্দ্র আর সূর্য্য, এখন আকাশে, উঠে নাকি ওহে আর ॥
কবীন্দ্র রবীন্দ্র, অস্তমিত আজ, শূন্য দেখি এই ধরা।
সুভাষ হয়েছে, অন্তরিত প্রায়, শোকে হয়ে আছি ভরা ॥
মহাত্মা গান্ধীজি, সশরীরে আর, নাহি আজ আসে হেথা।
নৌকাডুবি বিনা, বাঙ্গালার আর, গতি নাহি হবে কোথা ॥

আমি নাহি হই, অতিশয় জ্ঞানী, দলাদলি নাহি জানি।
কোন ত্রুটি যদি, করে থাকি আমি, ক্ষমা চাহি জুড়ে পাণি ॥
এই জমিদারী উচ্ছেদের বিল, এখন যে হল পাশ।
জমিদারেরই হল সর্ব্বনাশ, প্রজাদের পৌষ মাস ॥
সুজলা সুফলা শস্যেতে শ্যামলা পুণ্যভূমি বঙ্গদেশ।
আহার বিহীন রেশনের হায়, সবাই দিয়েছে ঠেস্ ॥
অন্ন বস্ত্র চিন্তা, তাহা ছাড়া মোর, আর কোন চিন্তা নাই।
স্বরাজ অথবা অরাজ হয়েছে, তাহা বুঝিয়া না পাই ॥
নীচ আজি দেখ, হয় উচ্চগামী, উচ্চ যে হইল নত।
আমি কি করিতে পারি তাহা বল, কহিবই আর কত ॥

(২)

দ্রব্যের দামের বেলায় দেখি যে, কেবলই উর্দ্ধ দিকে।
বাড়ীর ভাড়ার কিন্তু হে কেবল, দেখি অধোমুখ দিকে ॥
মাল মজুরীর দাম যেহে তাই, বড়ই হয়েছে চড়া।
বাড়ীওয়ালারা কেবল এবার, কেমন পড়েছে ধরা ॥
রেণ্ট এক্টের ও আদালতেরও, হয়েছে যে সব উক্তি।
হালেতে পায়না পানি কেহ আজ, টেঁকেনা কোনই যুক্তি ॥
জানিনা ইহার প্রতাপ হইতে, কবে যেহে হবে মুক্তি।
তবে প্রজাদের মনেতে তখন, আবার আসিবে ভক্তি ॥
বাড়ীওয়ালারা সহসা সদয়, তবেত আবার হবে।
উভয়ের মধ্যে, নিশ্চয়ই দেখ সদাই প্রণয় রবে ॥

(৩)

ছোটখাটদের ওলট পালট, হয়েছে ব্যবসা সব।
তাবড় তাবড়, ব্যবসায়ীদের, কি দাপট কলরব ॥
হাজারের পতি লক্ষপতিরা হে, যায় গড়া আর গড়ি।
ক্রোড়পতিদের সব যে কেবল, হয় শুধু বাড়াবাড়ি ॥
ইন্কাম ট্যাক্স আর সেল ট্যাক্স, দেয় যেহে মহা ঠেলা।
পরে যে কি হবে, সে কথাত যেহে, আর নাহি যায় বলা ॥
অর্ডিন্যান্সেরও কথা শুনলেই, ভয়ে মরি যেহে হায়।
বুকের সকল রক্ত একেবারে, শুকাইয়া যেহে যায়।

স্পষ্ট বক্তা আমি ভেদাভেদ জ্ঞান, আমার যে নাই ভাই।
সত্য যাহা তাহা, বলিব সদাই, নাহি সহি যা তা তাই ॥
ভয় ভার কিছু, নাহি জানি আমি, সবে এক হয়ে থাক।
যে যতই করে, হাক আর ডাক, ভেতর তাহার ফাঁক ॥
হিন্দুদের আর মুসলমানের, মিটে গেছে দলাদলি।
লেগেছে আবার, পূবব পশ্চিমে, দেখ চেয়ে ঠেলাঠেলি ॥

* * *

জমিদার রহিত করণ।

কালে কালে একি হল।
উল্টে পাল্টে সব গেল ॥
জমিদার হবে প্রজা।
প্রজা হতে চায় রাজা ॥
বামপন্থী ঠেলা ভারি।
চলবে না জাবিজুরি ॥
যত কর লড়ালড়ি।
চেঁচাও বা গলা ছাড়ি ॥
কে চালাবে জমিদারী।
জমিদার গড়াগড়ি ॥
জমিদারী নিয়ে তাড়া।
করে সবে বাটোয়ারা ॥
জমিদার সব দেখে।
সারা মুখে কালি মেখে ॥
বসে সব দিশে হারা।
আমি ভাবে মাতোয়ারা ॥

(২)

স্থাবর বা অস্থাবর।
নাহি ছিল কোন ডর ॥
এখন যে তাহা যায়।
হয়ে আছি নিরুপায় ॥
এ পুকুরে চুরি কয়।
স্বত্ব নাহি রক্ষা হয় ॥
আইন বা আদালত।
তুচ্ছ করে জনমত ॥
জমিদার নাহি রবে।
রক্ষাতরে প্রজা সবে ॥
সরকার নিল হায়।
প্রজাদের সব দায় ॥
বাকী কথা, আজ থাক্
এ যে নব দুর্বিপাক্ ॥

(৩)

তামাদিতে আগে কত।
অভাগা যে তরে যেত ॥
সার্টিফেক্ট হবে এবে।
কেহ নাহি ছাড়া পাবে ॥
নায়েবকে হাত করে।
পূর্ণস্বত্ব প্রজা মারে ॥
সে সবের মজা আর।
থাক্‌বে না কারো আর ॥
কোন কিছু স্বত্ব পেতে।
অনুমতি হবে নিতে ॥
সরকারী অফিসের।
হেলা ফেলা সময়ের ॥
জানে শুধু সেইজন।
ভুগিয়াছে যেই জন ॥
ফলাফল কি যে হবে।
লাভ নেই আগে ভেবে
এ যে হয় দিল্লী লাড্ডু।
খাও বসে শুধু গাড্ডু ॥
আমার যে এ ভাবনা।
আর কিছু বলিব না ॥

—০—

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও পারমিট।

(১)

এ যুগের যাহা, ধর্ম্ম ও আচার,
সোজা পথে ওহে চলা ভার।
নিজের আয়ত্বে খাওয়া ও পরা
আইনে করেছে তা সাবার ॥
কাপড়, খাবার রেশনের ফলে
হয়েছে যাহার যা বরাদ্দ।
সকলকে খেতে আর পরতে যে
ভাগের করিতে হবে অৰ্দ্ধ ॥
হয় পূরা খাও কিংবা পর পূরা
গোপনেতে বাজে কার্ড করে।
নয় সোজ যাও চুপে চুপে চলে
শীঘ্র তুমি কালা ঐ বাজারে ॥

(২)

অতিথি দেবতা নিয়ন্ত্রণের যে
করেছে আইনে সব ধারা।

প্রীতি ভোজনের কোন আয়োজন
আরত যায়না যে হে করা ॥
হয় বন্ধ কর সামাজিক ভোজ
অথবা গোপন পথ ধর।
কালা বাজারের কালা পাহাড়ের
দয়ায় সুনাম রক্ষা কর ॥
শুধু পাপ করে এযে ধর্ম্ম রক্ষা
নাহি হয় এতে নাম করা।
ইহা ছাড়া আর কিছুই আমার
বুদ্ধিতে পড়েনা যে হে ধরা ॥
অতিথি সৎকার আগে আমাদের
ছিল ধর্ম্মগত পুণ্য কর্ম্ম।
এখন পালিতে সেই সেরা কার্য্য
মানিতে হইবে কালধর্ম্ম ॥
এযে পাপ করে ধর্ম্মের নামেতে
হতেছে মোদের পুণ্য করা।
এই কিহে হায় এত আত্মদানে
লব্ধ নিয়ন্ত্রণ নব ধারা ॥

(৩)

রেশনে যেমন মিলিবে যখন
তখনই তাই নিতে হবে।
খোঁজ যদি সিদ্ধ লইবে আতপ
না হলে চাউল কোথা পাবে ॥
যখন খুঁজিবে, সরু চাল ভাই
তখন পাইবে তাহা মোটা ॥
যখন খুঁজিবে, মোটা চাল হায়।
পাইবে তখন লাল আটা ॥
সবাইকে আজ তাই খেতে হবে
হয়ে গোয়ালের গরু।
ধুতি শাড়ী যদি পরিবারে চাও
মোটার স্থানেতে কেন সরু ॥

যখন চাইবে সাদা ধুতি তুমি
হয়ত তখন পাবে পেড়ে।
তাই খুঁজে খুঁজে সবার আবার
পায়ের জুতা যে যায় ছিঁড়ে॥

(৪)

দিল্লীর ঐ লাড্ডু, পারমিট পত্র
পেয়ে সে বুঝেছে হাড়ে হাড়ে।
এগোতে না পারে পেছুতে না পারে
ছাড়িতে চাহিলে নাহি ছাড়ে॥
এযে হরে করে, হাটু ভরা জল,
আমি কি করব ওহে বল।
যে দিকে তাকাই কুল নাহি পাই
আইনের শুধু দেখি কল॥
স্বরাজ অরাজ কি লভেছি মোরা
বলিতে কি পার তাহা ভাই।
দিশেহারা আমি হয়েছি এখন
কিছুই যে ভেবে নাহি পাই॥

শিক্ষার উপাখ্যান।

(বিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্র)

প্রথম পর্ব্ব (বর্ণনা)

ম্যাট্রিকুলেশন ইনিভারসিটি
হতে মুক্ত হয়ে, গেল চলে।
দেখাই যাউক ছাত্রদের পক্ষে
কিরূপ সুফল, পরে ফলে॥
বিশ্ববিদ্যালয় ছাপ তাহাদের
কপালেতে বুঝি আর নাই।
আমরা এখন ভেবে কি করিব
তোমরাই বল দেখি ভাই॥

স্কুল, পাঠশালা ইনিভারসিটি
ছাত্ররা তাদের কলকাটি।
কিছু ব্যতিক্রম হলেই তখন
ধর্ম্মঘট ভিটে মাটি চাটি॥
অল্প বিদ্যা যেহে হয় ভয়ঙ্করী,
তাদের চলেছে জারিজুরি।
হলে কিছু ত্রুটী নিয়ে খুঁটিনাটি
অকারণে হয় মারামারি॥
গুরুস্থানীয় বা শাসন কর্ত্তারা
বসিয়া রয়েছে, হয়ে "ফুল"।
যুবকেরা সবে তাদের এখন
কথায় কথায়, ধরে ভুল॥
বুঝেনা তাহারা এই নহে রঙ্গ
ঘাড়েতে পড়লে যে যোয়াল।
চাপেতে তাহার হয়ে নাজেহাল
এইরূপে হবে যে বেহাল॥

(২)

পরীক্ষার কালে দেখি যেহে চুরি।
তাও হয় ওয়ে, ঝুড়ি ঝুড়ি।
ধরা যদি পড়ে রাগেতে তখন
শিক্ষকের বুকে, মারে ছুরি॥
বিদ্যার ঘরেও হয় দলাদলি
তাই সবে দেয় গালাগালি।
ছাত্রদের সংখ্যা হুহু করে বাড়ে
গুণিতে ফেলের সংখ্যা খালি॥

(৩)

দোষ যে হে কার বুঝা তাহা ভার
শিখিবার নয় শেখাবার।

কি মজার হয় এই যে ব্যাপার
আমি খালি বলি বারবার ॥
শিক্ষকদের যা মাহিয়ানা তাতে
তাদের পেট না কভু ভরে।
পেটে খিদে আর মুখে নিয়ে লাজ
কেমনে যে ভাল কাজ করে।

(৪)

পাশ কিংবা ফেল প্রমোশন তবু
যেমন করেই যে হে চাই।
তাহা নাহি হলে শিক্ষক মশাই
কভু ত পাবে না যে রেহাই ॥
বোমা মেরে তবে সকলেরই ত
একেবারে যে হে নেবে প্রাণ।
কিছুতেই কেহ ছাত্রদের হাতে
লাঞ্ছনার নাহি পাবে ত্রাণ ॥

(৫)

যাহাদের পেটে বোমা মারিলেও
বেরয় নাক যে কোন বিদ্যা।
তারাই শিখেছে বোমা মারা বিদ্যে
এই কথা হয় খাঁটি আদ্যা ॥
ফাঁকি দিয়ে পাশ করিতে যে চায়
দিয়ে তারা শুধু, এক তুড়ি।
তাই শেষ রক্ষা করিতে গিয়া যে
দেয় তারা হায়, গড়াগড়ি ॥
তাহার উপর . হরতাল আদি
পালিবার তরে, এই যুগ।
যখন যেমন জনমত হয়
আর কিছু নাইবা শিখুক ॥

এই সবেরই জন্যই দেখিবে
বিদ্যার ঘরেতে শীঘ্র হায়।
এখন প্রাচীর নাহি পরে আর
ফলাফল যায় হে কোথায়॥

(৬)

কতক মাষ্টার হায় ছাত্রদের
দেখ চেয়ে করে যে তোয়াজ।
হুজুক লাগান এই যেন হচ্ছে
তাহাদের আজ, বড় কাজ॥
তারপর আছে জয়ন্তী উৎসব
ও সম্মিলনের যে উদ্ভব;
সকল বজায় রেখে তবে কভু
পাশ করা নহে যে সম্ভব॥
খেলা, মৃত্যু আর জন্ম উৎসবের
কথাই ত নাই, আজ ভাই।
কত বড় ইহা প্রতিবন্ধক যে
তাহারত কোন ভ্রম নাই॥

(৭)

ছাত্র মাষ্টারের উপরে চলেছে
তার'পর কেহ আর নাই।
ব্যতিক্রম হলে ষ্ট্রাইক্ কবিবে
আটক রাখিবে, যে হে ভাই॥
বিদ্যার ঘরেতে চুরি ধরিলেই
আক্রোশেতে মেরে, দেবে ছুরি।
বিদ্যা শিক্ষার যে এই বাহাদুরী
হয় গুরুমারা বিদ্যাধরী॥
এইরূপ করে লেজা আর মুড়া
কেটে বাদ দিয়ে, কি উপায়ে।
ছাত্রদের আজ বিদ্যা শিক্ষা হবে
বল দেখি কোন্ পথ দিয়ে॥

বড় আর ছোট হয়ে পথ ভ্রষ্ট
ব্যস্ত সবে নিয়ে, নিজ সর্ত্ত।
তুচ্ছ কারণেতে সবাই এখন
যেমন হয়েছে, হে উন্মত্ত ॥
এই সমস্যার, শুভ সমাধানে
সবাই কেবল, হয়ে বোকা।
দেখ সকলেই বসিয়া কেমন
খেতেছে এখন শুধু ধোঁকা ॥
অসৎ লোকেদের ঠেলায় পড়িয়া,
পথে ঘাটে যেহে, চলা ভার।
সজ্জন যাহারা এখন তাহারা
হয় না ঘরের, আর বার ॥
তুমি আমি ওহে, সবাই এখন
হয়েছি যে দেখে, শুনে বোকা।
দুর্জ্জনেরা খালি সবাই মিলে যে
চিরকালই যে, দিবে ধোঁকা ॥

মধ্য পর্ব্ব ; (পরিশিষ্ট)

মুস্কিল যে, হল ভাই।
প্রাণ করে, আইঢাই ॥
কোথা যাব, যে হে ভাই।
খুঁজে নাহি, আমি পাই ॥
ভুল ভ্রান্তি, যদি হয়।
নির্ভুলত, কেহ নয় ॥
সত্যে করে, যে আশ্রয়।
অপ্রিয়ও, হতে হয় ॥
এই কথা, রেখে মনে।
হেসে তবে, যান শুনে ॥
ভ্রাতৃভাব, সবা সনে ॥
মেনে নিন্, এক মনে ॥

শেষ পৰ্ব্ব ; (উপসংহার)

এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ, তবু যে হে রঙ্গ ভরা।
আমার যে কাজ শুধু, সাবধান সবে করা॥
আপনারা কেউ দোষ, ধরবেন না আমার।
আপনি যে হে আমার, আমি হই আপনার॥
সবাই যে সমতুল্য, ভুলে গিয়ে সেই সত্য।
মূল্যহীন প্রভুত্বের, তরে সবে যে উন্মত্ত॥
এই কথা শেষ বলে, আমি আজ তবে আসি।
বিদায়ের বাণী বলে, যান নিয়ে মুখে হাসি॥

১৮ কাৰ্ত্তিক '৫৯ ; ৪ নভেম্বর '৫২
পরিবর্দ্ধিত রচনা :—২-১১-৫৪

আদালত ও উকিল।

বেআইনেরই দিন যে এখন, দেখ হায়।
যে যার সে তার, কেহ মানিতে না কাকে চায়॥
কোর্টে যাওয়া হে, কি যে এক মহা ঝকমারি।
বুঝেছে তাহারা, হয়েছে যাহারা, দিক্‌দারী॥
তোমায় আমায়, কেবলই দোষী, তারা কয়।
ল্যাংটার নাইক, বাটপাড়্‌দের, কোন ভয়॥
আইনের বলে, আইনকেই যে করে ফাঁক।
বেআইনেই যে, তারা দেখ করে, ডাক হাঁক॥
তাহাই প্রশ্রয়, দিতে যে গো হবে, তা না হলে।
হইবে নিশ্চয়, হরতাল দেখ, তার ফলে॥
জনমতেরই, এখন পড়েছে, বড় বাড়।
ধৰ্ম্ম অবতার, পগাঢ় হয়েছে, সব পার॥

(২)

আদালতে দেখ, বিচারের ভান, চমৎকার।
হাইকোর্টে হচ্ছে, আবার ধর্মের, অবতার॥
তাদের ছিলনা, কোন কালে কোন, অবিচার।
ছোঁয়াচ্‌ লেগেছে, তার আজ নাহি পাবে পার॥

কোথায় বিচার, জনগণ করে আপ্‌শোষ।
কোথায় মন্মথ, আজ আর স্যার আশুতোষ॥
সবাইত নয়, শান্ত বিচারক, সে প্রশান্ত।
সেইরূপ হবে, তাদের মনও, যে প্রশান্ত॥
কে আর করিবে, শাসনে সবারে সুসংযত।
নামাইবে শির, বলদর্পী আর, যে উদ্ধত॥
আমি যে উদ্ভ্রান্ত, বলছি হয়ত, কিছু ভ্রান্ত।
আপনারা কিন্তু, শুন্‌বেন হয়ে যে প্রশান্ত॥
বিচারকদের কিছুত আর না, যায় বলা।
তবে মন্ত্রণার এই সব হতে পারে খেলা॥
ছন্দকে কখন, যদি কেহ করে, অবহেলা।
সঠিক তা হলে, কিছুই যায় না, যে হে বলা॥
কোর্টের দেয়ালে, লেখা আছে ঘুস দেয়া বন্ধ।
আসলে দেখিতে পাইনা তবে কি আমি অন্ধ॥

(৩)

ইংরাজীতে যাকে, আমরা বলি হে, এটর্‌নী।
বাংলা বিশ্লেষণে "আয় তোরনি" যে, তাহা মানি॥
আয় তোরনির পদ শুনিতেছি, উঠে যাবে।
জানিনা তাদের ভাগ্যেতে আবার, কি যে হবে॥
যে যেত কেবল, তাহারাই নিত যে নেহাত।
এর পরে এরা, পাতিবে সবার কাছে হাত॥
তেমন উকিল হাতেতে পড়লে, ওহে ভাই।
প্রাণ করে যে হে, কেবলই সদা, আইঢাই॥
কি যে হবে শেষে, পাইনা কিছুই, যে হে ভেবে।
তাদের পাল্লায়, তবে ডুবে মারা, যেতে হবে॥
আমার কথাটি, পড়ল হাটের, ঠিক মাঝে।
যার কথা হায়, হয়ত তাহার গায়ে বাজে॥
আবোল তাবোল, হয়ত বলছি, যে হে ভাই।
জোড় হাতে তাই, সবা কাছে আমি, ক্ষমা চাই॥

আধুনিক চিকিৎসা ।

হোমিও ও কবিরাজী চিকিৎসার সব ধারা ।
তাহাদের নাহি কিন্তু, হয় কোন নাড়া চাড়া ॥
ইহাদের উপরেতে, কলমটি যে চালান ।
একা কারো বিদ্যায় হে, যায় না ত যে কুলান ॥
এলোপ্যাথি চিকিৎসার, নিত্য নব অনুরাগ ।
সবায়ের তাই এত, হয়েছে যে বীতরাগ ॥
আগে ছিল সালফার আদি সব এম্বি (M. B.) বড়ি ।
এখন যে আবার তা, যাচ্ছে দেখি গড়াগড়ি ॥
পেন্সিলিন্ মাইসিন্ ইত্যাদির বাড়াবাড়ি ।
যাও কালা বাজারেতে, কেন করে মারামারি ॥
এর মধ্যে দেখ্‌ছি যে, ভেজালও রহিয়াছে ।
জানিনা যে কখন হে, কার ভাগ্যে কিবা আছে ॥

(২)

যদি কভু রোগ হয়, ধরিলেই মাত্র সারে ।
অন্য রোগ আবার যে, তৎপরেই এসে ধরে ॥
বুঝেনা এ সামরিক চিকিৎসার চেষ্টা ভাই ।
করিতে যে, সহ্য তাহা, সবাই না পারে ছাই ॥
একে বলে রোগ সারা, কিংবা ভাই রোগ ধরা ।
ভেবে চিন্তে কিছু এবে, যায় না যে ধরা করা ॥
জোর করে কিল মেরে, কাঁঠালকে যে পাকান ।
এক রোগ চেপে আর, অন্য রোগ যে আনান ॥
যদি এতে কখনও, রোগ নাহি কারো সারে ।
ধনে প্রাণে একেবারে, সকলকে দেয় মেরে ॥
তুমি আমি সবে মিলি, হয়ে গেছি যেন বোকা ।
সবায়ের লেগেছে যে, সমভাবে এই ধোঁকা ॥

(৩)

আধুনিক চিকিৎসার, চলেছে যে আজ গতি ।
অনেকের কুলাবে না, রাখিতে তা যে সঙ্গতি ॥

রোগ হলে, তুই ফাঁদে, মারা যায় সবে পড়ে।
কিংবা আর হাঁক পাঁক শুধু শুধু যে হে করে॥
এই হল এলোপ্যাথি, চিকিৎসার নব ধারা।
সমাধান কিছু যে হে, যায় নাক কভু করা॥
এগোব কি পেছুবো বা, তুমি তাই মোরে বল।
ভেবে ভেবে সবাইত, ওযে ভাই হদ্দ হল॥
এলোপ্যাথি চিকিৎসা যে, দেখ চেয়ে এলোমেলো।
এই ছাড়া আমি আজ, বলব কি, আর বল॥
পেন্সিলিন হইয়াছে, আজি দেখ, নাতি পুতি।
তাহাদের দৌলতেই, তুয়ারেতে বাঁধা হাতী॥
সকলের হিত তবে, ইহাতেই যদি হয়।
রসরাজ আজি ঠিক, সে কথাটি যেন কয়॥

"ঔষধ ও খাবারের, যে ভেজাল। বিহিতে যে ঘুচিবে হে, সে জঞ্জাল॥"

খাঁটি ঔষধ ও খাবারের বিনে, একি হল।
দেশের লোক যে, একেবারে হায়, মরে গেল॥
ভেজাল জিনিস, আগুন তাহারও যে দাম।
ধনে প্রাণে মরে, সবাই হয়েছে, আজি বাম॥
রোজগারের কি, আর কোন পথ, হায় নাই।
মহাজাতিকেই মেরে কি করতে, হবে তাই॥

(২)

তাই হে কোম্পানী, আর কারো কথা, নাহি শুনি।
ভেজাল যাহারা, দেয় ধরে দাও জুড়ে ঘানি॥
যদি পার ওহে, নর হত্যারই দায়ী করে।
তুলে দাও তারে, ফাঁসির কাঠেতে, একেবারে॥
অসহ্য হয়েছে, তাই যে অপ্রিয়, ফেলি বলে।
এমন অপ্রিয়, সত্য শুনিবে না কোন কালে॥

এই যুগের লড়াই।

আগে সাম্‌নে সাম্‌নে হত হে লড়াই।
নিরীহদেরত সব, ছিল যে রেহাই॥
এখন আকাশ থেকে, বম্বিং করা চাই।
অসামরিকদেরও, নাহি যে রেহাই॥
লাঠি আর হাতাহাতি, এবে তত নাই।
বক্সিং ও বোমা এখন, চলেছে যে ভাই॥
ইহাতেও বীরত্বের, কিছুই হে নাই।
শুধু নিরীহকে মেরে, করে যে বড়াই॥*

(২)

এ যুগের হে যা সব, ধর্ম্মতত্ত্ব ভাই।
লিখে আর বলে কিছু, কোন কাজ নাই॥
পড়্‌লে কোন কিছুর, গোলে ওহে ভাই।
মোরা কমিউনিষ্টের, দিই যে দোহাই॥
হাডুডু বা কিৎ কিৎ খেলা, আজ আর নাই।
এখন ফুটবলের, যুগ হল ভাই॥
মেড়া ও বুলবুলের, কোথা সে লড়াই।
সেই সবের এখন দেখাইত নাই॥
রাজনৈতিক দলের, মাঝেতে লড়াই।
মোরা এখন সদাই, দেখিতে যে পাই॥
এরা যে যেমন সব, ভাই আর ভাই।
তারা হে তাই সদাই, হয় ঠাঁই ঠাঁই॥
হিন্দু মুসলমানের, আর কথা নাই।
পূর্ব্ব ও পশ্চিম পুনঃ, হয়েছে হে ভাই॥
যখন যেই দলেই, যাবে ওহে ভাই।
দেখিবে যে দলাদলি, ছাড়া কিছু নাই॥
দেশের লোকের আর, কোন স্থান নাই।
বিদেশীকে কিন্তু স্থান, দেওয়াই চাই॥

* ফুলু জ্বর ও এটম্ বোমা কবিতা সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।

গেঁয়ো যোগীরত ভিক্ষা, কোথা কভু নাই।
আগন্তুকের ভিক্ষা যে, সহজেই পাই॥

(৩)

যাহা আছি তাহারও, বড় হতে চাই।
আসলেতে বড় কিন্তু, কেহ নহে ছাই॥
সকলে দেখাতে চায়, আপন বড়াই।
আসলে কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাই॥
মুখে মোরা যত করি, হুম্‌কি হে ছাই।
ভিতরে, সবই দেখি, ফাঁকা যেহে ভাই॥
এই যুগের হাওয়া, চলেছে যে তাই।
আর বেশী বলে কয়ে, ওহে কাজ নাই॥
অপ্রিয় হলেও সত্য, বলি আমি ভাই।
তোমরা তাহাতে কিছু, ভাবিও না তাই॥

দেশের হাওয়া ও নীতি।

(মস্‌করা)

পশ্চিম বঙ্গের, সরকার যেন, বলি অবতার।
উদ্বাস্তুর জন্য সর্ব্বস্ব দিতে যে, সদাই স্বীকার॥
তাহাতেও যেহে নাহি পার কোথা, শুধু হাহাকার।
কি যে হবে হায়, বুঝা তাহা ভার, একি এ ব্যাপার॥
সোনার পাথর, বাটির কথা যে, শুনা সদা যায়।
এখন সিভিল, ট্রেস্‌পাস্‌ তাহা, দেখিতে ত পায়॥
বারটি বৎসর থাকিলে বসতি, স্বত্ব যে অর্শায়।
তেরাত্র কাটিলে, সিভিল রাইট, এখন জন্মায়॥
এতকাল ছিল, ইহা ক্রিমিন্যাল কোর্টের ব্যাপার।
নহে ক্রিমিন্যাল, এখন হয়েছে, সে পগার পার॥
কেবল দেখিহে পরের ধনেতে পোদ্দারী যে করা।
মালিকে বঞ্চিত করিয়া অন্যকে, শুধু স্থিতি করা॥
অন্য যুগে কেহ, দেখেনি এরূপ, স্বাধীনতা ধারা।
স্বেচ্ছাচার ছাড়া, আর কিছু ওহে, যায়না যে ধরা॥

(২)

বাস্তহারাদের কোনরূপে কেহ, পেলে এক ছাপ।
সাত খুন তার, সদাই যেহে, হয়ে থাকে মাপ ॥
বাস্তহারাদের দোহায়ে অথবা, নাম নিয়ে হায়।
চতুর যাহারা, কেমন তাহারা, সবে ত্রাণ পায় ॥
যাহারা আসল বাস্তহারা ওহে, যায় গড়াগড়ি।
নকলেরা ওই আসলে হঠাতে, করে লড়ালড়ি ॥
আবেগেতে আমি, দুর্ম্মুখের মত, যা তা বলি তাই।
তা বলে তোমরা, সে জন্যে করনা, মনে কিছু ভাই ॥
জোর আছে যার, লড়িয়া করিছে, মুলুকও তার।
এইত হয়েছে, চারিদিকে দেখি, দেশের আচার ॥

(৩)

পাকিস্থানেরত পাশ পোর্ট হচ্ছে, দেখিবে এবার।
পাকিস্থান হতে, হিন্দুরা সকলে, আস্‌ছে দেদার ॥
বোঝার উপর, আবার শাকের, হবে এযে আঁটি।
শুধু সবাইকে, জড়াবার এযে, হচ্ছে কলকাটি ॥
পাকিস্থান ঠিক, স্বরাজ পেয়েছে, বুঝে দেখ ভাই।
আমাদের খালি, কোথাও কোনও, নাহি দেখি ঠাঁই ॥
ভাগাভাগি করে, সমূলে আমরা, সবে ওহে তাই।
নিম্মূ‌র্ল হবার পথে যে চলেছি, নিজেরা হে ভাই ॥
খাল কেটে আনা, এখন হয়েছে, ঘরেতে কুমীর।
এখন দেখতে হবে যে অগাধ, জলেতে তিমির ॥
তাই বলি ওহে, বার বার আমি, হই যে দুর্ম্মুখ।
সে জন্য হে মোরে, ক্ষমা দে করিতে, হয়োনা বিমুখ ॥

(৪)

পোষণ তোষণ নীতির যে সব, দেখিতেছি ঠেলা।
আর কোনরূপ কথাইত ভাই, যায় না যে বলা ॥
সত্য নিষ্ঠা দান, ধর্ম্ম আর পুণ্য, ছেড়েছে যে কর্ম্ম।
স্বার্থ ও শঠতা, আর অনাচার, হয় যুগধর্ম্ম ॥

দায়ীত্ব কাহাকে বলে তা অনেকে, গেছে ওহে ভুলে।
স্বরাজ বলিয়া, হাসে যদি কেহ, বলে জোর গলে॥
অরাজকতার কেবলই সৃষ্টি, চারিদিকে শুনি।
আইন, পুলিশ, কোর্ট বা কিছুই, নাহি আজ মানি॥
এইত এখন সময়ের বহে, নূতন হাওয়া।
এখন আর যে, কিছুই যায়না, বলা বা কওয়া॥
নীচ অভিলাষে, হতে উচ্চ, আর উচ্চ হয় নত।
এই জন্যইত আমাদের মাথা, হয়েছে যে নত॥
রাজভক্ত আর, দেশভক্ত আছে, শান্ত শিষ্ট যত।
এখন মানের, ভয়ে সবে দেখ, হয়েছে যে নত॥
কূটনীতি-ধারী, আছে যে চতুর, যেখানে হে যত।
তাহাদেরইত, দেখি যে এখন, প্রভাব হে কত॥

(৫)

আমরাত শুধু, হুমকির বেলা, যে হে খুব শক্ত।
আসলের বেলা, আমাদের কিন্তু, বস্ত্র হয় সিক্ত॥
স্বার্থপরতার ও কূটনীতির, ঠেলায় হে ভাই।
শীঘ্রই দেখিবে, দেশের লোকের, নাহি আর ঠাঁই॥
এখন যে হচ্ছে, উড়ে এসে জুড়ে, বসিবার যুগ।
বুকে বসে দেখ, দাড়ি ছিঁড়িবার, কেমন হুজুগ।
মুখেতে আমরা, যতই করি হে, হাক্কা আর ডাক্কা।
ভেতর আসলে, আমাদের হয়, যে কেবল ফক্কা॥
এইরূপ ভাবে, বলহে চলবে, আর কত দিন।
ক্রমেই আমরা, হইতেছি সবে, দিন দিন ক্ষীণ॥

(৬)

স্বাধীন জাতির সহিত যুঝ্তে, তাই যে হে গেলে।
আসল হইতে হবে সকলকে, নকলটি ফেলে॥
এত ধাপ্পাবাজি, বলহে ক'দিন, আর ভবে চলে।
আসলের যে হে, আবির্ভাব হবে, ধর্ম্মেরই ফলে॥
তোমাদের বলি, আসলটি ছেড়ে, নকলটি নিয়ে।
বৃথাই হয়োনা যেন বিড়ম্বিত, কূটনীতি নিয়ে॥

ধর্ম্মের কলে যে, জানিবে বাতাসে, অলক্ষ্যেতে নড়ে।
সব ধাপ্পাবাজি, আর কূটনীতি, কোথা যাবে উড়ে॥
পরের মাথায়, কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, থলে ভর্ত্তি করা।
জানিনা কোনও স্বাধীন দেশের, আছে কিনা ধারা॥
মান প্রাণ নিতে, সব জিনিসেতে, দিতেছে ভেজাল।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করা, সবার জীবনে, হল যে বেহাল॥
আসল নিতেছে, নকল দিয়ে যে, করে জুয়াচুরি।
ধনে এবং প্রাণে, মারবে সবায়, হল ঝক্‌মারি॥
কেবল মিটিংএ, দেয় বোল চাল, কাজে কিছু নয়।
এরূপ ধাপ্পায়, আসল কাজটি, কভু নাহি হয়॥
এই অবস্থায় তুমি আমি হায়, কি করিব বল।
কিছু যদি কর, ভোটেতে আউট, করিলেই হল।

(৭)

আর কতকাল, কাটাব বলগো, ধামা চাপা দিয়ে।
বের হবে যেহে, সোনার টোপর, মাথে দিয়ে টিয়ে॥
তখন আমরা, করব কি তাই, ভেবে নাহি পাই।
মরম বেদনা, আমাদের হায়, কাহারে জানাই॥
দেখে শুনে সব, হয়েছি এখন, আমি দিশেহারা।
এ যেহে আমার, আবেগেতে ভরা, ভাবের ফোয়ারা॥
পাঠক তোমরা, নিজগুণে ক্ষমা, কর মোর দোষ।
জেন উচিৎ বলা, আমার স্বভাব, নহে কোন রোষ॥
সৎপথ যদিও, প্রথমে হয় যে, তা কণ্টকযুক্ত।
চলিতে চলিতে, নিশ্চয় হইবে, তা কণ্টকমুক্ত॥
এই কথা শেষে, ক্ষমা চেয়ে বলি, আমি তবে আসি।
বিদায়ের বাণী, দাও সবে মোরে, নিয়ে মুখে হাসি॥

❋ ❋ ❋

গীত বাদ্যাদির কাব্য অভিধান।

প্রস্তাবনা।

নাহি জানি সুরতান, আবেগেতে গাই গান।
আমার ভজনা যেন, পরশে হে তব কান॥
এ যে নহে শুধু গান, তব করুণানিদান।
চরণে আশ্রিত আমি, করি তব গুণ গান॥
রাসবিহারীর ইহা, বিনে নাহি পরিত্রাণ।
শ্রীহরিচরণে আমি, এই খালি করি ধ্যান॥
মোহের তিমির ঘোর, যখন ভাঙ্গিবে মোর।
তখন জানিব মোর, ভাঙ্গিল বাসনা ঘোর॥
আমি জানিব কেবল, তুমি ত্রাণকর্ত্তা মোর।
তখন ঘুচিবে মোর, এই সংসারের ডোর॥

(২)

নাদব্রহ্ম তব নাম, শব্দ স্পর্শ তব দাস।
তাই নিয়ে তাল গান, আমাদের রাখে মান॥
সরস্বতী নটরাজ, হেথা হয় যে মিলন।
এই নিয়ে মোরা খালি, মিছে করি আস্ফালন॥
তুমি ওহে দর্পহারী, কর সব সম্বরণ।
আমরাও ইহা যেন, মনে রাখি আমরণ॥
বাগ্‌দেবী শ্রীচরণে, এই মোর নিবেদন।
এই বলে প্রস্তাবনা, করি আমি সমাপন॥

অবতরণিকা।

চণ্ডীদাস, জয়দেব, রামপ্রসাদ ও মীরা।
লভিয়া তব প্রসাদ, ভজনে যে রত তারা॥
লভিলেন অমরত্ব, করে তারা এই ব্রত।
জানিনা আরো যে কত, সিদ্ধ হবে এর **মত**॥
গানের মূর্চ্ছনা হায়, কখন কি ভোলা যায়?
শিবের ওঁঙ্কার ধ্বনি, তুলনা নাহি ধরায়॥

(২)

মৃদঙ্গের ঘন ঘোষ, ও তানপুরার তান।
পাথরের ভাঙ্গে রোষ, হরে সকলের প্রাণ॥

কীর্ত্তনের প্রভা ত্বরা, প্রাণ করে মাতোয়ারা।
প্রেমের ঠাকুর তাই, লভিল সমগ্র ধরা॥
করতালের তরঙ্গে, প্রাণে বাজে রিণি ঝিনি।
শ্রীখোলের বোলে বহে, প্রাণে ভক্তি হরিধ্বনি॥
রামশিঙ্গের যে হাঁক, তুল্য যে মেঘের ডাক।
বাজানর লোক নাই, সবে শিঙ্গে ফুঁকে ফাঁক॥
ভজনের সুর শুনে, পাষাণও যায় গলে।
ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী, লভে সাধনার বলে॥
আধুনিক সম সিদ্ধ, অল্পায়াসে নাহি হয়।
সেই জন্য উচ্চগীত, সবে ইহাকেই কয়॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানী, বিশদ যে নাহি জানি।
ভুল ভ্রান্তি যদি থাকে, ক্ষমা চাহি জুড়ে পাণি॥

(৩)

শ্যামের বাঁশীর তান, বাঁশের বাঁশীতে মান।
হারমোনিয়ম শুধু, রিডের খেলা দেখান॥
গজল অথবা টপ্পা, সবই হয় যে ফক্কা।
এখন কমেছে বেশ, আর তত নাই ধাক্কা॥
কথাকলি মণিপুরী, আদি যত সব নৃত্য।
সকলেই স্বপ্রধান, কেহ কারো নহে ভৃত্য॥
সকলে দেখাতে চাহে, শুধু আপন প্রভুত্ব।
সবারে মিলাতে গেলে, হতে হবে যে উন্মত্ত॥
ভাটিয়ালী সাঁওতালী, ও পল্লীগানের রোল।
প্রাণে নাচে চঞ্চলতা, আর ঢোলে দেয় বোল॥
বাউল ও গোপীযন্ত্র, নহে এ যুগের মন্ত্র।
ম্যাণ্ডলিন্ ও গীটার, এ যুগের হয় তন্ত্র॥
তবলা লহরা তুলে, তালের নাচন হায়।
সেতার আদির তারে, ঘুম যে পাড়িয়ে যায়॥
নৃত্য গীতের ফোয়ারা, করে সবে মাতোয়ারা।
ভুলায়ে দেয় পৃথিবী, দুঃখ জ্বালা হয় হারা॥
তাই বলি পৃথিবীর, ভুলিতে তোমরা জ্বালা।
সঙ্গীত সুধার রসে, প্রাণে জ্বেলে রাখ আলা॥

(৪)

কাঁসর, ঘড়ি অথবা, ঘণ্টা বাদ্যের তরঙ্গ।
শঙ্খধ্বনি থাকা চাই, অবশ্য পূজার অঙ্গ ॥
সব বাজনাই দেখি, যে বাজে কল টিপিলে।
শাঁখের বাজনা কিন্তু, বাজে হে গায়ের বলে
পূজার যে জয়ঢাক, আগমনির হে ডাক।
মঙ্গল কর্ম্মে সানাই, না হলে হয়না জাঁক ॥

(৫)

থিয়েটারের পতনে, বায়স্কোপের প্রসাব।
নাই যাত্রা, পাঁচালী ও হাপ্‌আখড়া প্রচার ॥
বাই, খ্যামটা গিয়াছে, নাই কবির লড়াই।
আধুনিক আজ করে, উচ্চ গানের বড়াই ॥
নাহি দেখি কোথা আজ, রামায়ণ ও তরজা।
হাল্কা গানের আসরে, বন্ধ তাদের দরজা ॥

(৬)

গায়ক শ্রদ্ধার পাত্র, এ মোর কবিতা ভাণ্ড।
রসভরে পূর্ণ ঘট, রচি নাই 'ভাতখণ্ড' ॥
তাই বলি বার বার, ধরো না ত্রুটী আমার।
সামান্য লেখক আমি, অযশ গাহিনা কার ॥
রেডিও মাইকে দেখ, স্বরের হয় পতন।
সিনেমায় অর্থ হরে, ষ্টুডিও করে শোষণ ॥
এ সকল কথা মোর, অপ্রিয় বা যদি হয়।
সত্য তবুও বলিতে, দ্বিধা করা উচিৎ নয় ॥

উপসংহার।

ভজনা গানে স্বর্গের, সিঁড়ি রচিত হয়েছে।
ভক্ত জয়দেব আর তুলসী মোক্ষ লভেছে ॥
তাই বলি ভজনেরে, ওহে করিও না হেলা।
আসল ভজনা যাহা, নহে তাহা ছেলে খেলা ॥

ইহাতেই ধুয়ে যায়, মনের ময়লা যত।
ভজনায় সনাতন, মিলে কেটে মোহ যত ॥
ইহাই নির্ম্মলানন্দ, তাতে নাহি কোন দ্বন্দ্ব।
এই ভাবে রচি ছন্দ, কবির শুধু আনন্দ ॥
পাঠক, গায়ক, শ্রোতা, আর যদি কেহ হন।
ছন্দে গাঁথা বাণী মোর, শুনে দোষ নাহি লন

২০ কার্ত্তিক '৬১ ; ৬ নভেম্বর '৫৪

* * *

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যঙ্গ কবিতা।

(গায়কের ভাব ও ভঙ্গিমাব মস্‌করা)

১। স্থায়ী।

কালোয়াতি গান, ধ্রুপদ খেয়াল।
ওদের অনেক, রকম খেয়াল ॥
দেখে শুনে আমি, হয়েছি বেহাল।
আওয়াজে ভেঙ্গে, দেয় দেওয়াল ॥
ধ্রুপদ খেয়াল, নহে বেশী শক্ত।
জ্যামিতির চিত্র ভাবেতে যে ব্যক্ত ॥

২। অন্তরা।

ধ্রুপদ খেয়ালে, কিছু দেখিনিরে।
প্রথম ইঞ্জিন, চালনার বিড়ে ॥
দ্বিতীয়তঃ সূতা, কাটে হাতে ধরে।
চরকা ও টেকো, সন্তর্পণে যেরে ॥
তৃতীয় কাপড়, আছাড়ে সে তোড়ে।
চতুর্থ, কাপড়, ইস্ত্রি করে জোরে ॥

৩। সঞ্চারী।

শেষে বিগারেতে, মাথা চালে তেড়ে।
সব কথা শুনে, গায়ক দে' মেরে ॥
আমার যে মোটা, এ কুবুদ্ধি ওরে।
কেমনে যে শুদ্ধি, হবে বল মোরে ॥

৪। আভোগ।

গায়ক মশাই, নাহি এসো তেড়ে।
ইহা হয় মোর, রঙ্গ রহস্য রে ॥
আনন্দ দিতে ও হাসাবার তরে।
রসরাজ রচে, রসিকতা করে ॥

২৮ কার্ত্তিক ৬১ ; ১৪ নভেম্বর '৫৪

কালোয়াতি গানের টিপ্পনী

আমি হতে পারি, যে হে মস্ত কবি।
ঐ অমানিশার, আঁকি ম্লান ছবি ॥
কবিতা যে হয়, বড়ই হে ভারী।
যাহা দেখি তাহা, লিখে দিতে পারি ॥
সা-রে-গা-মা-পা-ধা, নাহি হ'ল ঘটে।
সুরটি কঠিন, যেন কিছু বটে ॥
কালোয়াতি সুর, যেন নিম সুক্ত।
সুর টান্‌তেই, প্রাণ হয় মুক্ত ॥
মুখে চোখে যেন, উঠে বেগে রক্ত।
জ্যামিতির মত, ফিগারেতে ব্যক্ত ॥
মুখ দিয়ে প্রায়, বেরোয় যে প্রাণ।
আমি হব নাহে, কভু তান্‌সান্ ॥
গলা আছে তাই, গাই আমি গান।
শিখি নাই ওহে, সুর আর তান্ ॥
তবে বোঝ্‌দার, এ কথাটি মানি।
নহে কেউ কেটা, তাও আমি জানি ॥*

শেয়ার ও ফট্‌কা বাজার।

শেয়ারের ছিল, বাজার যে ভালো।
ফট্‌কাবাজেরা, নিশ্চিন্ত যে ছিল ॥
শেয়ার বাজার, যে হে কমে গেল।
সকল বাজারে, ফট্‌কা যে এলো ॥
দেখে শুনে আমি, ভাবি একি হ'ল।
সাধারণ লোক, মরে যে হে গেল ॥
যে বাজারে যাই, সেখানে ফট্‌কা।
আমাদের মনে, লেগেছে খট্‌কা ॥
কোথায় যে যাই, খুঁজে নাহি পাই।
একি হে বালাই, বল দেখি ভাই ॥

※ ※

মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স।

ছোটদের ট্যাক্স, কিছু যে কমেছে, ধারার যে ফলে তাহা খাঁটি।
বড়দের ট্যাক্স, তেমনি বেড়েছে, বোঝার উপরে শাক আটি ॥
সময়েতে দিলে, ট্যাক্সের যেমন, রিবেট পাওয়া কিছু যায়।
মেয়াদের অন্তে, তেমনি যে দিলে, সুদের আরেক হয় দায় ॥
এ যেন কেবল, দু' ফাঁদের মধ্যে, মোদের যে ঘরে পুরে মারা।
ইহা ছাড়া আর, কোন কিছুই যে, নাহি যায় বুঝা আর ধরা ॥
মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারা, নিঃস্বকে যে আরো, শেষ করা।
একেই কি বলে, স্বায়ত্তশাসন, স্বদেশ সেবার নব ধারা ॥

---

*মৎ প্রণীত গীতবাদ্যাদির কাব্য অভিধান কবিতা সূচিপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।

(২)

যে শুধু ট্যাক্সই দিতে নাহি পারে, বোঝার উপর রেখে আটি।
স্থদ চাপাইয়া, তাহার উপর, শোষণের এ যে কলকাঠি॥
দেবোত্তরেরও ট্যাক্স হবে ত্বরা, দেবোত্তরও যে চড়ে শিকা।
দেবোত্তর গৃহে ট্যাক্স চড়াইলে, দেবতা সেবাও হবে ফাঁকা॥
দান ধর্ম্ম সব, যাবে যে হে চলি, ট্যাক্সেরই খালি ভরে থলি।
খাগু নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে, অতিথি সেবাও গেছে চলি।

কর্পোরেশনের ট্যাক্স আদায়।

(১)

কর্পোরেশনের ট্যাক্স আদায়ের, কি যে ঠেলা।
মুখ ফুটে তাহা কেবল যায়না, এ যে বলা॥
বেলিফ্‌দের যা, জোর তাগাদার হয় ঠেলা।
কোথা লাগে বল, কাবুলিওয়ালা, কিস্তিওলা॥
কোয়াটার অন্তে, ভরে উঠে মন, ভাবনায়।
ট্যাক্স দিতে হয়, ভাড়া কিন্তু রয়, অনাদায়॥
ভাড়ার আদায় তাগাদা শুনেনা যেহে কেউ।
ট্যাক্স আদায়ের তাগাদা লেগেছে, যেন ঢেউ॥

(২)

সময়েতে ভাড়া, নাহি দিলে তার স্থদ নাই।
ট্যাক্সের বেলায়, সগু সগু কিন্তু, স্থদ চাই॥
তুমি আমি আদি, সবাই রয়েছি, হয়ে বোকা।
দেখে হাল চাল, সবার লেগেছে, বড় ধোঁকা॥
বেলিফের জ্যেষ্ঠ, হয় "গুঁফ কেষ্ট", অবতার।
কাজেতে তাহার, শাঁখের করাত, মানে হার॥
তার তাগাদার, ভীষণ যাতনা, এড়াবে যে।
এখনও মর্ত্ত্যে, শক্তিধর হয়ে, জন্মেনি সে॥
সে যে এত বড়, কঠিন হতেও, শক্ত ঘানি।
বিচার আচার, মানে না করিতে, মান হানি॥

(৩)

এখনত নেই আর সে মল্লিক, যদুলাল।
আইন চাবুকে, করবে এদের, দেহ লাল॥
হেন্রি হ্যারিসন চেয়ারম্যান যে হয়েছিল।
যদুর কাছে সে, মহান এ শিক্ষা, লভেছিল॥
বস্তি ট্যাক্স আদি, নূতন আইন যবে হল।
যদু মল্লিকও, তখনই তীব্র, বাধা দিল॥
ট্যাক্স বাকী জন্য, তাঁহার যে গাড়ী, সিল হল।
হাইকোর্টেতে যে মামলা তখন রুজু হল॥
মিউনিসিপ্যাল্টি বিচারের রায়ে, হেরে গেল।
যদু মল্লিকও ড্যামেজের ডিক্রী, পেয়ে গেল॥
শমন চাপায়, বেলিফ আদির, কর্ম্ম গেল।
হ্যারিসনেরও চেয়ার ছাড়িয়া, মুক্তি হল॥
স্টেট্স্ম্যানের পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশিল।
যদু মল্লিককে "দেশ মুকুটের" আখ্যা দিল॥
দেশ বিদেশের কাগজে কাগজে, ছেপে দিল।
বিলাত পর্য্যন্ত এ যশের দীপ্তি উদ্ভাসিল॥
জন উপরোধে, কাহিনীর বহি ছাপা হল।
বিলাত অবধি, তাহা বিতরণ, করা হল॥
আমি হই তাঁর, উপযুক্ত নাতি, সবে বলে।
গর্ব্বে তাই মোর, ধন্য না হলে কি, কভু চলে॥

(৪)

চলিত কথায় "বাপের কুপুত্র" বলে যারে।
যদু মল্লিক যে, কথায় তাকেও, টেক্কা মারে॥
চালাকি করিয়া, ধূলাকে উড়িয়ে যেবা মারে।
কর্দ্দম ছড়িয়ে, জব্দ করে তারে তবে ছাড়ে॥
এ বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে তাই, দেখা নাই।
বলে কাজ নাই, এখন তবেহে আমি যাই॥*

* ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের সত্য ঘটনা এবং গ্রন্থকর্ত্তা কর্তৃক সমস্ত কাগজ আদি সংরক্ষিত হইয়াছে।

কর্পোরেশনের ট্যাক্সের যে ভাই অতি ধার।
ভেদাভেদ নাহি, কোনই কোথাও সুবিচার॥
বাড়ীওয়ালার বা ভাড়াটিয়ার নির্বিচার।
যখন যাহার আদায় তখন হবে তার॥
পাইলেই শুধু, কায়দায় তারে, একবার।
আইন অথবা বে-আইন তাহা, বুঝা ভার॥
কান পেতে শুন, চারিদিকে উঠে, হাহাকার।
ইহাতেও নাহি, কর্ত্তাদের কাছে সুবিচার॥
যা কিছু যাহার, ভিটে আর মাটি, করে চাটি।
ফতুর করিবে, পথে বাসাবে যে, কথা খাঁটি॥
এ নয় বিচার, হয় যে কেবল, অনাচার।
কি যেহে ব্যাপার, আইন কানুন, বুঝা ভার॥
অতি চমৎকার, এ কথাটি বল, বার বার।
রসরাজের যে, লেখনী হইতে নাহি পার॥

*　　　*　　　*

কাউন্সিলার।

(রসিকতা)

নূতন আইনে, কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ভায়া।
হয়েছে কেবল, সাজানো পুতুল, অথবা ঢাকের বাঁয়া
ঘরের খেয়ে হে যেমন, কেবল, বনের তাড়ান মোষ।
কিছু গোল হলে, গাঁট গচ্ছা হবে, করিতে সবারে তোষ॥
বঙ্গের সম্পদ ও পূর্ব্ব গৌরব, সমস্তই যেহে সুপ্ত।
সবাই এখন ক্রমে ক্রমে প্রায়, বুঝি হয় যেহে লুপ্ত॥
পরশ্রীকাতর, আর জোর যার, তাদের মুলুক রয়।
সবাইত দেখে, তাহাদেরই যে, জয় জয়কার হয়॥

মন্ত্রী সংসদ্।

(প্রহসন)

ভনিতা

আগে অল্প মন্ত্রীতেও চল্‌ত যে কাজ।
খুঁটি নাটির নাহি যে ছিল রেওয়াজ॥
এখন মন্ত্রীর সংখ্যা, বাড়িতেছে যত।
ঝঞ্ঝাট তেমন এসে, জুটিতেছে তত॥

টিপ্পনী

পুরাকালে পত্নী ও উপপত্নীর, কথা অভিধানে পাই।
একালেতে মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর, সৃষ্টি দেখিতে যে পাই॥
অধুনা রচিত মন্ত্রী সংসদের, হায় হল দেখি ভ্রষ্ট।
যেমন অধিক সন্ন্যাসীতে হয়, শুধুই গাজন নষ্ট॥

* * *

ইন্‌কাম ট্যাক্স ও সেল্‌ট্যাক্স।

ইন্‌কাম ট্যাক্স, তাব বড় ঠেলা।
মুখে কিছু তাহা, যায়না যে বলা॥
ইহাদের যাহা, শোষণের হুল।
পেষণের চাপে, হারা করে কূল॥
ছোটদের তবু আছে কিছু মূল।
বড়দের শুষে, করে নিরমূল॥
ট্যাক্স তারপর, "সুপারের" ধার্য্য।
শেষ হেথা নয়, আছে "সার চার্জ্জ"॥
জনসেবা দয়া, দান যাকে বলে।
ইন্‌কাম ট্যাক্স, সব যাবে চলে॥

ট্যাক্স আদি সব, এত দিতে হলে।
দান ধর্ম্ম পুণ্য, করে কোন বলে॥
চুরি করে তবে, দান ধর্ম্ম চলে।
দেশনীতি আজ, একি কর্ম্ম ফলে॥
ইন্‌কাম ট্যাক্স, দিয়ে সবে ভগ্ন।
মান রক্ষা তরে, দুঃখে রবে মগ্ন॥
সেল ট্যাক্স হয়, আরো ধার হুল্।
তবে খরিদ্দার, বধে এই শূল॥
দোকানদাররা, করে নাড়া চাড়া।
খরিদ্দাররা, মাঝে যায় মারা॥

("করধার্য্যের ঘানি" কবিতা সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।)

বিজয়া দশমীর সাদর সম্ভাষণ।

আশা পথ চেয়ে ছিলাম বসিয়া, বিজয়া দশমী আসে কবে।
বিজয়ার প্রেম প্রীতি-শতদল, মানস কাননে ফুটি রবে ॥
এ নহে বিফল বৃথা কোলাকুলি, ইহাই দরদী বন্ধু চায়।
এরই পরশে পূর্ণিমা হাসে যে, মনের কালিমা মুছে যায় ॥
আত্মপর জ্ঞান, যশ অপযশ, ভেদাভেদ রাগ অভিমান।
খসে পড়ে ঝরা পাতার সমান, কণ্ঠে বিজয়ার বাজে গান ॥
বঙ্গভূমিব এ বড় শুভদিন, নহে শুধু কাব্য এ কাহিনী।
এ নহে অহেতু, গানের মহড়া, নৃত্যের অরূপ রিণিঝিনি ॥

(বাণী মন্দির সাহিত্য সভার বিজয়া সম্মিলন উপলক্ষে ভাষণদান জন্য বিরচিত।)

বিজয়া দশমী। ২০ আশ্বিন '৬১ ; ৭ অক্টোবর '৫৪

সাহিত্য সংহিতা কাব্য।

(১)

তোমরাই বল, সাহিত্য হয় যে, কত মিষ্টি।
তাহার চেয়েও, কাব্যের হয়েছে সেরা সৃষ্টি ॥
কাব্য ও সাহিত্য হয় যে জেন, পাকা সোনা।
ইহাতে কখন, কোন খাদই যে মিশিবে না ॥
অনাদি অনন্ত সাগরের সম, সাহিত্যকে।
জীবন ব্যাপিয়া সহজেই পার, হইবে কে ॥
তাই বলি আমি, জনগণ মাঝে, নাই কেউ।
সহসা সাহিত্যে, পারিবে তরিতে সেই ঢেউ ॥
যতক্ষণ নাহি, তোমরা সম্পূর্ণ, যাবে মজে।
কূল ও কিনারা, কখন পাবেনা, ওহে খুঁজে ॥
সাহিত্যকে কর, জীবনের ধ্রুব তারা সার।
অকাতরে ওহে, তখনই হয়ে, যাবে পার ॥

(২)

আমার কথাটি, তোমরা সকলে, জেন সার।
কাব্য ও সাহিত্য, গলায় করিয়া, পর হার ॥

আসল কাব্যকে, যদিবা কেহই, পাও খুঁজে।
ভব সিন্ধু পার, হবে তাতে ওহে, চোখ বুঁজে॥
সাহিত্যিক আর, কবি সবে হয়, ভাই ভাই।
তাই আমি বলি, নাহি কভু হয়ো, ঠাঁই ঠাঁই॥
রসরাজের এ, সহজ সঠিক, বাণী ভাই।
তোমরা সহসা, ভুলিয়া যেওনা, কভু তাই॥
কাব্য ও সাহিত্য, জীবনে করেছি, তাই সার।
ইহজীবনের, ধ্রুবতারা হয়, সে আমার॥

(৩)

সবাকার চিন্তা, করিতে উন্নত, অকাতরে।
কাব্য ও সাহিত্য, হয়েছে সৃষ্ট যে, এ সংসারে॥
তোমরা ক'রনা, কখন এ সবে, অবহেলা।
কাব্য ও সাহিত্য, নয়ত যে ওহে, ছেলে খেলা॥
মুছে যায় ভাই, ইহাতে মনের, যে ময়লা।
নিশ্চিত জানিবে, ওহে সকলের, এ পয়লা॥
ভাবিবে তোমরা, নয় কভু কাল যে কয়লা।
পোড়ায়ে বাহির, করিতে হয় যে সে ময়লা॥
কাব্য ও সাহিত্য, মধুরতা ভরা, যা মূর্চ্ছনা।
একবার তাহে, মজিলে তা ভোলা, যে যায় না॥
ভুলায়ে সে দেয়, পৃথিবীর সব, দুঃখ জ্বালা।
স্বর্গসুখ শান্তি, পাইতে না হয় হেলাফেলা॥

(৪)

সত্য শিক্ষা যারা, করেছে তারাই যে মজেছে।
অবহেলা যারা, করেছে তারাই, হে ভুগেছে॥
কাব্য ও সাহিত্য, হয় যে হে ভাই, মহাধন।
এ অনুশীলন, করহ সবাই, প্রাণপণ।
এই ধন যেহে, কেহ নাহি পারে, নিতে কেড়ে।
যতই করিবে, যে দান ততই, যাবে বেড়ে॥

৯ আষাঢ় '৬৩; ২৩ জুন '৫৬

"বেয়াই ও বেয়ান" রস কাব্য।

বেয়াই।

আমাদের এ বেয়াই মহাশয়, অতি সদাশয়।
আচার ও ব্যবহারে কোনরূপ, ত্রুটী নাহি হয়॥
যশে মানে, সমতুল্য, ইহাতে যে নাহিক সংশয়!
নাম ধন্য রামশীল বংশধর, অতি সুখোদয়॥
বংশখ্যাতি, আছে তবু, এতই যে বিনয়ীও হয়।
অত্যাদর্শ পুরুষও ইনি যেহে, এ কথা নিশ্চয়॥
তাইত হে পিতা তাঁর, গোষ্ঠ চন্দ্র, শীল মহামন।
রাখিল যে ভুবনের সেরা নাম, শীল বৃন্দাবন।

বেয়ান্।

হাস্যমুখী সুবদনা কুলবধূ, ধর্ম্মিনী তাঁহার।
লক্ষ্মীরূপী সদাসুখী, দেখে হাসি, বেয়ান আমার॥
স্বর্গ হতে অপ্সরাযে, "মেনকাহে" মর্ত্ত্যেতে নামিল।
হেথা আসি, গৃহবাসী "বৃন্দাবন" সঙ্গেতে মিলিল॥
আকাশের চাঁদ যেহে, হাতে মিলা, হয় যে অমূল্য।
আমি খালি, দেখি গাই "রূপে গুণে হয় সমতুল্য"॥
বিভুপদে সদা মোর, হয় ওহে, এই যে কামনা।
চির সুখে সদানন্দে, থাকে যেন, ইহারা দু'জনা॥

ভণিতা।

বৃন্দাবন বেয়াই হে, শ্রীমেনকা. হয়েছে বেয়ান্।
মেলামিলি হয়ে যেন, কোলাকুলি, সেয়ানে সেয়ান্॥
হে বেয়াই মহাশয়, আমি হই "রসরাজ" তাই।
দোষ কিন্তু এর মধ্যে, ধরিবার, কিছুই যে নাই॥

উপসংহার।

তোমাদের বেয়াই যে রসকবি, এ রাসবিহারী।
আজিকার "রসরাজ" বলে নাহি, থেকো মান করি॥

রসবতী বেয়ানহে তবু তুমি, কর যদি মান।
বৃন্দাবন বেয়াইযে ভাঙ্গিবেহে তোমার সে মান॥

ইতি—

এ রসের কবি যে রাসবিহারী, রসরাজ তাই।
উচিৎ বক্তা আর দুর্ম্মুখ ছাড়া যে, কোন গুণ নাই॥

সংসার।

ভবের সংসার করা ওহে নহে
শুধু ছেলে খেলা।
জেন ওহে আরো এর মধ্যে আছে
অনেক যে জ্বালা॥
অকাতরে সেই জ্বালা সহ্য করে
যেতে যেহে পারে।
নিশ্চয়ই সেই, সব রক্ষা করে
যাবে ভব পারে॥
ধ্রুব সত্য ইহা এই বাক্য তুমি
সদা মনে রেখ।
সংসারেতে কভু বিষফল নাহি
ফলিবে তা দেখ॥
সংসারেতে সুখ কত সেইজন
জানিবে কেমনে।
যে জন জ্বলেনি কভু সংসারেতে
দুঃখের দহনে॥
সংসারকে সবে নাট্যমঞ্চ বলি।
করিবে যে জ্ঞান।
অভিনয় করে চলে যাও সবে
হয়োনা অজ্ঞান॥
রসরাজ বাণী ইহা যেহে হয়
নহে বাজে কথা।
আধ্যাত্মিক তথ্য আছে মধ্যে এর
হবে না অন্যথা॥

১৬ মাঘ '৬৩ ; ৩০ জানুয়ারী '৫৭

১। করধার্য্যের ঘানি।

এক পাক।

স্তরে স্তরে দেখি ভাই।
কর ধার্য্যে, শেষ নাই॥
আয় কর, তার কর।
দিয়ে সবে ধরফর॥
রক্তমাস, সব গেছে।
তবু যে হে টান দিছে॥
হাড়খানি, আছে সার।
ধন করে নাহি পার॥
মৃত্যু কর, নিয়ে চুষে।
জোঁক সম নিবে শুষে॥
রক্ত নাই, তবু রক্ত।
নিতে এরা বড় ভক্ত॥
ব্যয় কব, করে ধার্য্য।
অদ্ভুত এ হয় কার্য্য॥
পৃথিবীতে নাই কোথা।
ভারত যে, খায় মাথা॥
দাতা কর্ণ, রামচন্দ্র।
দান ধর্ম্মে, যথা চন্দ্র॥
সেই দেশে এই কাজ।
দেখে সবে, পায় লাজ॥
স্বাধীনতা মানে হয়?
কর ধার্য্য সর্ব্বে হয়॥
হরি হরি, রাম রাম।
সবে বল এই নাম॥

দুই পাক।

ছি ছি ছি ছি, লজ্জা করে।
জন্ম হলে কর ধরে॥
হিজড়া বা ঢুলি নাকি।
গালি তারা দিবে সেকি॥
বিয়ে হলে তার কব।
কি যে আছে এর পর?
লজ্জা ঘৃণা মান ভয়।
সব ছেড়ে, কর লয়॥
পণ্য দ্রব্যে ছিল কর।
কৃষি কার্য্যে হল কর॥
চিকিৎসার প'রে কর।
তীর্থ করে ধর ফর॥
কোথাকার জল কোথা।
যাবে সব, খেয়ে মাথা॥
বসরাজ তাই আজ।
বলে একে বাজে কাজ॥
রাজ্য লয়ে কর কাজ।
সমাজেতে নাহি কাজ॥
অভাবেতে হয় ভ্রষ্ট।
স্বভাবেতে হয় নষ্ট॥
আমার যে দোষ নাই।
আবেগেতে বলি ভাই॥
জন্ম হতে মৃত্যু পরে।
রাখে খালি ট্যাক্সে ঘিরে॥

তিন পাক।

দুর্ম্মূল্যতে, ঝালাপালা।
কে যে সবে, কর ঠেলা॥
হিসাবের জ্ঞান নাই।
এ কার্য্য কি, করে তাই?
যোগ দিলে সবে সারা।
দেখে শুনে দিশেহারা॥
আয় হতে কর বেশী।
বিচার হে, কোন দেশী॥
মরা লোক জেগে ওঠে।
নিন্দা আসে যে হে ঠোঁটে।
মরণেও ছাড় নাই।
মরা হতে কর চাই॥
এই হয় স্বাধীনতা
হবে আর, কি হীনতা?
সবাইকে করে দীন।
নিজেরাও হবে হীন॥
কি যে আর কব বল।
ভেবে সবে হদ্দ হল॥
তুমি আমি সবে বোকা।
সবে খালি খাবে ধোঁকা।
তিল তিল করে তিল।
লবে যেন, পড়ে চিল॥
সবে খালি হবে ক্ষীণ।
দেশে ভরে যাবে দীন॥

১৯ ভাদ্র '৬৪; ৫ সেপ্টেম্বর '৫৭

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ দ্রষ্টব্য।

২। করাতঙ্ক। Tax Phobia.

চার পাক—বিরাম।

কি নিকৃষ্ট অনাচারি।
ট্যাক্স ধার্য্যে অবিচারি॥
"মোষাসুর" ছিল কবে।
"ট্যাক্সাসুর" হল এবে॥

জোঁক সম রক্ত চুষে।
সর্ব্ব করে, লয় শুষে॥
"ব্যয়" করে, হাড় খায়।
"মৃত্যু" করে, তবু ধায়॥
ফলাফল কি যে হবে।
ভেবে নাহি পাই ভবে॥

ত্রাণ কর্ত্তা, করে ত্রাণ।
আমাদের নাহি জ্ঞান॥
ইহাতেই হবে ত্রাণ।
মোর এই অনুমান॥

২৯ ভাদ্র' ৬৪ ; ১৫ সেপ্টেম্বর' ৫৭

* * *

তরুণদের প্রতি একটি কথা।*

(বৃদ্ধস্য বচনম্ গ্রাহ্যম্)

পুত্রসম যদি, আসিয়াছ হেতা।
আমি হই তব, সমতুল্য পিতা॥
তোমরা ত সদা, শুনিতেছ কথা।
অবনত করে, তোমাদের মাথা॥
আমার রচিত, এই কাব্য গাথা।
কখন ধরায়, হবে না অন্যথা॥
তাই আমি বলি, ওহে বার বার।
অকারণ কথা, শুন না কাহার॥

"তোমরা হও যে, বয়সে নবীন।
মানিবে সবারে, যাহারা প্রবীণ"॥
রসরাজের এ কথা শুধু মেন।
বাজে কথা মোর, ব'লে নাহি জেন॥
আমার ইহাতে, কোন স্বার্থ নাই।
ভালর জন্যই, শুধু বলে যাই॥
কথা মোর যদি, কর অবহেলা।
সামালিতে হবে, পরে তার ঠেলা॥

বিজয়া দশমী। ১৩ আশ্বিন '৬৪ ; ৩ অক্টোবর '৫৭

নবানুরাগের লীলা ও নব পদ্ধতির বিভ্রাট।

ভূমিকা।

"নূতন যে, কিছু কর!
ভাল মন্দ, নাহি ধর!!!"

বর্ণনা।

এ স্বদেশী রাজত্ব যে, দেখি ভাই।
নূতন যা, তাই কিছু, করা চাই॥
আগে ছিল. নিখুঁত হে, যে পয়সা।
তারপর, কাণা হল, সে পয়সা॥
নূতন হে, আইনের, যাহা কল।
প্রাণ নিয়ে চলাচল, যে অচল॥
নূতন যে পয়সার, চলাচল।
সবাই যে, ভেবে সারা, ফলাফল॥
অনেকের মাথায় যে, হাত দিয়ে।
অনেকে যে, নেবে কিছু, ভোগা দিয়ে॥
কোম্পানীর আয় যেহে বেড়ে গেল।
জনগণ ঘাড়ে তাহা চেপে গেল॥

(২)

নূতন হে, বৎসর যে, হল ভাই।
কিযে হবে, ভেবে কিছু, নাই পাই॥
রাজভাষা, নিয়ে ভাই, কি যে হবে।
পাই না যে, কিছুতেই, ভেবে ভেবে॥
বিদ্যাশিক্ষা পদ্ধতির, নূতনত্ব।
করিতে যে, সদাই হে, উন্মত্ত॥
ভালমন্দ বিচারের, যে বহর।
চিন্তিবার নাহি কোন, অবসর॥*
কলিকাতা প্রচলিত, যে সময়।
রহিত যে হয়ে গেছে, সে সময়॥
পঞ্জিকার সময়ের ছিল গোল।
বহুপরে মিটিল যে, সেই গোল॥
নূতন যে, ওজনের হবে হার।
মূল্য বেড়ে, সবাকার খাবে ঘাড়
পয়সাতে, ভাবনা যে, লাভ কষা।
ওজনেতে ভাবনা যে, দাম কষা॥
ডাকহার নূতনের, এ পদ্ধতি।
এনেছে হে, অনেকের, যে দুর্গতি॥
বিজলীর রেলগাড়ী, আমদানি।
ঘটাবে যে, কি বিভ্রাট, নাহি জানি॥

(৩)

বিদেশেতে ভারতের, হবে দেনা।
চিরতরে রবে তার, মাথা কেনা॥
ট্যাক্স দিতে, সবে হয়, ঝালাপালা।
কল্পনার সিদ্ধি তরে, এই জ্বালা॥
এ কোম্পানি নূতন যে ঋণ লবে।
ভবিষ্যতে সদস্যরা, কি যে করবে?
হয়ত হে, করিবে হে বাজেয়াপ্ত।
জমিদারী মত সত্ত্ব, চির ব্যাপ্ত॥
সম যেন ঋণদাতা, আইনের।
লইবে যে ধনপ্রাণ অনেকের॥
বোঝা পরে এযে হয়, শাক আঁটি।
ভিটে মাটি নাহি হয়, যেন চাটি॥

(৪)

উদ্বাস্তুর আগমনে, যে দুর্ভিক্ষ।
বাঁধের যে, ফলে বন্যা, যে প্রত্যক্ষ॥
"এটম্ ও হাইড্রোর" ফলাফল।
সৃষ্টির যে, বিকৃতির হয় কল॥

* "শিক্ষার উপাখ্যান", সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য

"উপচন্দ্র" ছাড়া ফলে, দিনরাত।
উল্টে যাবে, নাহি রবে, কার হাত॥
জলবায়ু নষ্টহল, এ বোমাতে।
উপচন্দ্র নষ্ট কর্ব্বে, আকাশেতে॥
চন্দ্রলোকে "উপচন্দ্র" যাবে ভাই।
স্বর্গ সিঁড়ি তৈরী হবে, এতে তাই॥
খাঁটি কথা, কিযে হবে ভেবে ভাই।
কিছুই যে, খুঁজে আমি, নাহি পাই॥*

(৫)

আগে ছিল, অনেকেই যেহে বড়।
এখন যে, কেহ আর, নহে বড়॥
জমিদার, হল যে হে, যেন প্রজা।
প্রজারাই হতে চাহে, যেন রাজা॥
এখন হে, যদি কেউ, হয় রাজা।
মোহন্তরা, হয় ইহা, কথা সোজা॥†
বয়স্করা হয় খালি, যেন বোকা।
প্রবীণ যে, হতে চায়, যারা খোকা॥
কর্ম্মচারী, নিতে চায়, কর্ত্তা স্থান।
কর্ত্তা আজ করে তাই, যে প্রস্থান॥
নীচ আজ হতে চায়, উচ্চগামী।
উচ্চ তাই, চলে যায় মানে দমি॥

কর্ম্মক্ষেত্র সুষ্ঠুভাবে, চলা ভার।
তাই নাহি কোন কর্ম্মে শান্তি আর॥* *

(৬)

অন্নবস্ত্র, চিন্তা লয়ে, সবাকার।
পড়ে গেছে, চারিধারে হাহাকার॥
তার মাঝে টেনে এনে, নব ধারা।
সবাকার প্রাণ হচ্ছে, খাঁচা ছাড়া॥
এতদিনে হল একি হে স্বরাজ।
মনে তব ছিল কিহে, এই কাজ॥
রাজ্য নিয়ে, পাল, রক্ষ, এই রীতি।
দুঃখ কষ্ট নাহি হয়, এই নীতি॥
কর আর আইনের, পড়ে ফাঁদে।
সবে তাই, দিন রাত, খালি কাঁদে॥: :
দুঃখ কষ্ট ভাবনাকে, টেনে আনা।
ফলোদয়, কিযে আছে, নাহি জানা॥
নিজ মনে, নূতন যে, কিছু করে।
আগে পিছে, ভালমন্দ, নাহি ধরে॥
রসরাজ বলে আজ, পায় লাজ।
নেই কাজ, তাই আজ, বাজে কাজ॥

উপসংহার।

ইহা নয় শুধু বিধান সভার, নব বিধানের বিধান যে ভাই।
ইহা হয় জেন, জহর সভার, জহরের যে হে, জহরগো তাই॥

জহরলাল নেহেরুর জন্মদিবস। ২৮ কার্ত্তিক ৬৪; ১৪ নভেম্বর '৫৭

---

* "ফুলুঝুর ও বোমা" সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।
† "জমিদার রহিত করন" সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।
* * "আধুনিক কর্ম্মপদ্ধতির" সূচিপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।
: : "করধার্য্যের ঘানি" সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।

২। উপরোধ ও উপলক্ষণে।

দুটি কথা।

(১)	(২)
যে যা বলে, যবে যাহা।	ভেদাভেদ করা জ্ঞান।
আমি রচে ফেলি তাহা॥	মোর নাহি, হয় ধ্যান॥

শ্রীমান বিজনবিহারী মল্লিকের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে

স্নেহাশিস্॥*

ভনিতা।

বিজ্ বাবু বর সেজেছে আজিকে টোপর যে দিয়ে।
বিজন বাবুর অন্নপ্রাশন এ, ভেব নাক বিয়ে॥

নামকরণ।

বনবিহারীর পুত্ররূপে তুমি জন্মিলে ধরায়।
'বিজনবিহারী', নাম, সে কারণ দিলাম তোমায়॥
সাদৃশ্য বিধানে, নাম খুঁজিয়া যে, রাখিবারে চাই।
তাইত 'বিজন,' রাখিলাম নাম, তোমার যে তাই॥
পিতার সদৃশ, নাম যদি তুমি, পেলে পৃথিবীতে।
পিতার সকল, সৎগুণ যেন হে বর্ত্তায় তোমাতে॥

* অন্নপ্রাশন সময়ে সদ্য স্বতঃ রচিত। ১৮ আশ্বিন ১৩৫৮; ৫ অক্টোবর '৫১

নাত্নী।

আপনি বলুন, নতুন নাত্নী, হয় কত মিষ্টি।
টাকার উপর সুদের আদর, যথা বেশী ইষ্টি॥
"শান্তিরাণী"র যে গর্ভে হল "প্রীতিরাণী"রই সৃষ্টি।
আমি হই প্রীত, ভগবানের ঐ, দেখে শুভ কৃষ্টি॥
আশিস্ জানাই, নাত্নী লভিবে, বিভুর সু দৃষ্টি।
দয়াতে তাঁহার, কেটে যাবে সব, অমঙ্গল রিষ্টি॥
আমি তাই ওহে, বিভুপদে মাগি, নাত্নীর ইষ্টি।
মহা সমারোহে আনন্দেতে করে, যেঠেরার ষষ্ঠী॥

** শনিবার ২০, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ রাত্রি ২-৩৮ মিঃ ষ্টাণ্ডার্ড সময়ে পৌত্রী ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পরক্ষণেই রচিত এবং আগতা বেয়ান ঠাকুরাণী মারফত বেয়াই মহাশয়কে পরদিন প্রত্যুষে উপহার প্রদত্ত হয়।

২০ অগ্রহায়ণ '৫৯; ৬ ডিসেম্বর '৫২

পোষা পাখী (মদ্‌না) বিহনে গীত।

(নিজ কাহিনী।)

খাঁচা হতে গেল, পোষাপাখী উড়ে, আরত এল না।
বলগো তোমরা, কোথায় রাখ্‌লে আমার মদনা॥
পাখী বিনে ওগো, মন যে উদাস, বল কোথা যাব।
আমি ভেবে সারা, হ'য় দিশে হারা, কোথা পাখী পাব।
পুলিশে খবর দিই কিংবা যদি, জানাইগে থানা।
ধরে এনে দিবে, যেথা আছে মোর পোষা সে মদনা॥
এমন আছে কে সহরে রাখ্‌লে, পাখী তোকে ধরে।
জান্‌তে পারলে, জোর করে কেড়ে, ফিরে লব ঘরে॥
গেলি মুদে আঁখি, দিয়ে মোরে ফাঁকি, রে মদনা পাখী।
আশা পথে চেয়ে, বসে আছি ওরে, খুলে মোর আঁখি॥
গলা মোর পেলে, হরষে তুইরে, গোপীকৃষ্ণ বলে।
নাম করেছিস, ভক্তি ভরে যেরে, তাই গেলি চলে॥
তুই যে আমার, পরাণের প্রিয়, ওরে পোষা পাখী।
বসে আছি আমি, নিয়ে মোর এই জলভরা আঁখি॥
সত্য যদি মুক্তি তরে গিয়েছিস, ছেড়ে মোর বাস।
ক্ষতি নাই তাহে, ফিরে আয় ওরে, মিটাইয়া আশ॥
অজ্ঞ ভৃত্য বুঝি, খাঁচা খুলে রেখে, যেতে দিল তোরে,
হয়ে দিশে হারা, খুঁজে হই সারা, ফিরে আয় ওরে॥

১ ফাল্গুন '৫৯; ১৩ ফেব্রুয়ারী '৫৩

মুনিয়া পাখী প্রাপ্তি।

(সত্য ঘটনা।)

মদনারে হায়, তুই উড়ে গেলি।
মুনিয়া পাখী রে যে, পাঠিয়ে দিলি॥
মায়াটি কাটিয়ে, যদি গেলি তুই।
তবে কেন আর, পাঠাইলি এই॥

ও যেরে হবে বা, কারো পোষা পাখী।
এল হেথা কেন, দিয়ে তারে ফাঁকি॥
আমার মোটরে, এযে ছিল ঢুকে।
তাই "হুঁকুমণি", ধরেছে যে তাকে॥

কাকের পেটেতে, জবন হারায়।
তাইত পাখীরে, রেখেছি খাঁচায়।
মনের সুখেতে, সে যে শিস্ দেয়।
আমাদের ও যে সে মায়া বাড়ায়॥
মনে ভাবি আমি, হায় একি হল।
একের অভাব অন্যেতে পুরল॥
ভেবেছিলুম সে মায়া যে কাটল।
অন্য আর এক এসে রে জুটল॥
মায়ার বাঁধনে, ধরা পড়া ছাই।
তাহা ছাড়া আর অন্য কথা নাই॥
হয়ত বিধির, ইচ্ছা ইহা ভাই।
সবে মিলে দাও, তাঁরই দোহাই॥

১৩ ফাল্গুন ৫৯; ২৫ ফেব্রুয়ারী '৫৩

প্রাপ্তি স্বীকার কাব্য।*

এতদিন এত করে, বলেছেন যাহা।
কল্য নিজেই আপনি, দিয়াছেন তাহা॥
এযে নয় শুধু জাতি, কথা এবং কীর্ত্তি।
এ হয় যে আপনার, চিরোজ্জ্বল কীর্ত্তি॥
আমিও ছিলাম এই, পথের পথিক।
※ তাইত আমার আজি, আনন্দ অধিক॥ ※
আপনি নেবেন ওহে, আমার শুভেচ্ছা।
※ তা হলেই পূর্ণ হবে, আমার বাঞ্ছা॥ ※

※ উপসংহার। ※

আমার যে সব পদ্য, লেখা হয় সদ্য।
যখন যাহাই দেখি, তাতে রচি পদ্য॥
যোগাযোগ ওযে চাই, তা না হলে ভাই।
ছন্দ ও সুরে বাঁধিতে, মিল কোথা পাই॥
হে শুভ মহেন্দ্রক্ষণ, দাও মোরে মন।
বিধির কৃপায় ভ্রমি কাব্য উপবন॥
যেই যেই আমি পাই, লিখে তাই যাই।
বিভু ইচ্ছা পূর্ণ হয়, মোর কিছু নাই॥

* সুবর্ণ বণিক কথা ও কীর্ত্তি পুস্তক প্রাপ্তিতে। ১৫ ফাল্গুন '৫৯, ২৭ ফেব্রুয়ারী '৫৩

কলিকাতার মেয়র কর্ম্মতাপস নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্রের স্বর্গারোহণে * ঃ—

মর্ম্মবাণী।

বাংলার গৌরব, তুমি নর ইন্দ্র।
অস্তমিত হলে, হে "নির্ম্মল চন্দ্র॥
স্বরাজ ও ধর্ম্ম দেশেরই কর্ম্ম।
সবই তোমার, ছিল যে হে বর্ম্ম॥
অনুরাগে ভরে, নীরবেতে কর্ম্ম।
এইত তোমার, ছিল যে হে ধর্ম্ম॥
বাঙ্গালী অনেক কর্ম্মী আছে বটে।
নীরব কর্ম্মী যে, ভাগ্যে নাহি জুটে॥

তোমার আমার, উভয় বংশের।
বন্ধুত্ব আছে গো তিন পুরুষের॥
আমি হে তোমার, পুত্রের স্থানীয়।
কাব্যেতে তর্পণ, দিলাম জানিয়॥
গণেশচন্দ্রের ধন্য বংশধর।
পৌর সভারও হও ধনুর্দ্ধর॥
বিধির বিধান, কি করিব বল।
নির্ম্মলচন্দ্র যে, অস্তমিত হল॥

* মৃত্যুর পরদিবস রচিত ও শোক সভায় প্রেরিত।
১৮ ফাল্গুন '৫৯, ২রা মার্চ্চ '৫৩।

ক্রোড়পত্র অভিমত পত্রাবলী (১) দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের বহুকাল স্থগিত সভাগৃহ
নির্ম্মাণ আরম্ভ হওরায়—

আনন্দের বাণী।

(১)

আজি কি আনন্দ, কি আনন্দ আজি, কি আনন্দ এ ধরায়।
এই সমাজের, সভাগৃহ হল, প্রস্তুত যেগো ত্বরায়॥
দুধের তৃষ্ণা যে, কেবল ঘোলেই, সকলেই মিটাইল।
পাকা এ ছাদের, বদ্‌লি আজি যে, এজবেষ্টো লাগাইল॥
বল যাহা পার, আমি কিন্তু সদা, বলিব তাহাই ভাল।
করি মেলামিশি, চল পাশাপাশি, তবে পাবে ফল ভাল॥

(২)

ইহা সভাপতি, মহাশয়েরই, অমর থাকিবে কীর্ত্তি।
তাই আমাদের, হইতেছে এত, প্রাণ-মন ভরা স্ফুর্ত্তি॥
সমাজ যদিচ, হয়গো উন্নত, তবেই ভাঙ্গবে ভয়।
আমরা সকলে, এস সবে মিলি, আর দলাদলি নয়॥
চল করি সবে, সমাজের কাজ, তাহলে পাবনা লাজ।
এস সবে মোরা, একত্রে মিলিয়া, সমাজেরে সেবি আজ॥

(৩)

দুধের তৃষ্ণাটি, ঘোলে মিটাইল, আসল তৃষ্ণা যে র'ল।
কবে যেগো তাহা, মিটিবে মোদের, পারত তোমরা বল॥
আমার ইচ্ছাটি, যেন দয়াময়, যায় পূর্ণরূপে ফলে।
এই কথা বলে, শেষের কথাটি, আমি যাই ওগো বলে॥

(৪)

নরেন্দ্র বাবুকে, দাও ধন্যবাদ, যাক্ ঘুচে অপবাদ।
কর্ণধার হন, কার্ত্তিক বাবু যে, ক'র নাক প্রতিবাদ॥
ইহাতে তাঁদের, চারিদিকে দেখ, ছড়ায়েছে কত যশ।
তাইত আমিও, হয়েছি কেমন, একান্ত তাদের বশ॥
আমাদের কিছু, নাহি বলিবার, কার্য্য উদ্ধারই সার।
তোমরাও সবে, বল বারবার, ইহা অতি চমৎকার॥

(৫)

আমার আর যে, বলিবার নাই, কিছু হেথা যেহে ভাই।
নব বরষেতে, তাই আমি ভাই, সবার মঙ্গল চাই॥
এ যে হে বিভুর, ইচ্ছা হয় ভাই, করিবার কিছু নাই।
বিভু কাছে ভিক্ষা, সভাগৃহ যেন, অচিরেই মোরা পাই॥*

১ বৈশাখ '৬০ ; ১৪ এপ্রিল '৫৩

* ইহা ২৮শে চৈত্র ১৩৫৯ সমাজের কার্য্যকরী সভার অধিবেশনান্তে সভ্যগণের অনুরোধে সদ্য রচিত ও নববর্ষের উপহার স্বরূপ সুবর্ণবণিক সমাজকে প্রদত্ত হয়। সত্য সত্যই কিছুকাল মধ্যেই পাকা সভাগৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়।

কলিকাতার ডেপুটি মেয়র বন্ধুবর শ্রীনরেশনাথ মুখার্জ্জির মেয়র পদ-প্রাপ্তিতে

আনন্দ উচ্ছ্বাস।

১। এত দিনে ওহে, আমার কথার, ঘটিল যে বর।
তাই নরেশদা, কলিকাতার যে, হয়েছে মেয়র॥
বিগত বৎসর, ডেপুটি মেয়র, হয়েছিলে জানি।
পরের বৎসর, মেয়র হইবে, ছিল মোর বাণী॥
আজ নরেশদা, কলিকাতার যে, হয়েছে মেয়র।
আনন্দ যে তাই, উথলে উঠেছে, মনের ভেতর॥

নরেশ দাদা যে, হয়েছে মেয়র, হলো সুখোদয় ।
প্রাণের একথা, নিশ্চয় জানিও, নাহিক সংশয় ॥
২ । পুরাণ কাহিনী, শুনাইব আমি, হেথায় এখনি ।
আপনারা শুনে, শিহরিবেন যে, পুলকে তখনি ॥
এ পৌর সভার, মেম্বার ছিলাম, তুমি আমি ভাই ।
পুরাতন বন্ধু, রসরাজ কবি, আমি হই তাই ॥
জান নাকি ওহে, ভাই আর ভাই, সদা ঠাঁই ঠাঁই ।
যা হোক এখন, সে কথার হেথা, কোন কাজ নাই ॥
এখন তোমায়, দেখে পুনঃ হেথা, মোর মনে ভাই ।
কি মহা আনন্দে, ভরেছে যে হিয়া, বলে কাজ নাই ॥
কর্ম্মবীর তুমি, আমার তাহাতে, নাহিক সংশয় ।
আমার প্রাণের, এ কথাটি তুমি, জানিও নিশ্চয় ॥
তাই পিতা তব, নরনাথ হন, অতি মহাশয় ।
নরেশনাথ যে, রাখেন হে নাম, ভেবে অতিশয় ॥
৩ । আমার কথাটি, মনে রেখো ভাই, খালি এই চাই ।
জানিও তোমার, বন্ধু আমি হই, শুধু কবি নই ॥
অনেক দিনত, হয়ে যেহে গেল, কি বলিব বল ।
আমি চাই তুমি, উন্নতির দিকে, এগিয়ে হে চল ॥
বিভুর কাছেতে, আমার কামনা, এই সদা ভাই ।
যেন তুমি আমি, দুজনা সদাই, মিলে মিশে যাই ॥
৪ । তোমার আমার, চলার পথটা, হলেও হে প্রভেদ ।
তবুও জানিও, তাহাতে কোনই, হবে না প্রভেদ ॥
তোমার যে পথ, কার্য্যের দ্বারা তা, জনহিত করা ।
মোর হয় তাহা, কাব্য ও সাহিত্যে, সমাহিত করা ॥
আমাদের পণ, হয় যে কেবল, জনহিত কাজ ।
তাই বলি মোরা, জিতি আর হারি, নাহি কোন লাজ
ইহাতে মোদের, মনের আনন্দে, ভরিবে জাহাজ ।
আমার আর যে, বেশী বলে কয়ে. নাহি কোন কাজ ॥
আমি রস কবি, রাসবিহারী যে, রসরাজ তাই ।
উচিত বক্তা ও দুর্ম্মুখ বলিয়া, মহাদোষ ভাই ॥

১৭ বৈশাখ '৬০ ; ৩০ এপ্রিল '৫৩

রামবাগান ডোমপাড়ার বস্তি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিশু বিদ্যালয়ে, রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সভায় সভাপতিরূপে উপস্থিতি উপলক্ষে রচিত।

রাজ্যপাল।

বঙ্গদেশে রাজ্যপাল মান্যবর মুখার্জ্জি ম'শয়।
সদাশয়, তিনি অতি, সর্ব্বজনে এই কথা কয়॥
আচারেতে, ব্যবহারে, তাঁর কোন ত্রুটী নাহি হয়।
সর্ব্ববাদী সম্মত যে এই কথা, জেন হে নিশ্চয়॥
সর্ব্বস্থানে যাইতে হে, কোনরূপ দ্বিধা নাহি হয়।
ইহা অতি, সুখোদয়, তাহাতে যে নাহিক সংশয়॥
হীন বস্তি, ঘৃণ্য নয়, আমন্ত্রণে হাজির যে হয়।
জোভ্ ইন এ থ্যাচেড্ হাউস যে, ইহাকেই কয়॥*
সুবিদ্বান্, জ্ঞানাকর, দয়াবান, সবে তাঁকে কয়।
মহতের আদর্শ যে এইরূপ জেন হে নিশ্চয়॥
যশে মানে রত্নাকর, তবু দেখ যে নিরহঙ্কার।
সাধারণে নাহি কভু সম্ভবে যে, এই অলঙ্কার॥
বাঙ্গালার সুসন্তান, যশে মানে, হন যেন ইন্দ্র।
তাইত হে পিতামাতা নাম দেন, মুখার্জ্জি হরেন্দ্র॥
বঙ্গবালা হন তাঁর, আদর্শের যে সহধর্ম্মিণী।
সদা র'ন হাস্যাননা, তাঁহারই যে অনুগামিনী॥
হয়েছেন আবির্ভাব মর্ত্তে যেন হর ও পার্ব্বতী।
হরিতে যে এ সংসারে সকলের ব্যথা ও দুর্গতি॥
এইরূপ চিরকাল, ইহাদের যেন থাকে মতি।
এই বলে সম্ভাষণ জানাইয়া করিনু প্রণতি॥
কায়মনে বিভু কাছে, সদা আমি করি এ প্রার্থনা।
সুস্থ দেহে চিরানন্দে ওঁরা যেন থাকেন দু'জনা॥

৬ আষাঢ়, '৬০ ; ২০ জুন '৫৩

* **"Jove in a Thatched House."** —*Biblical allusion*

"পানা পুকুরেতে চাঁদের যে আলো।
কুঁড়ে ঘরেতে যে, রাজ্যপাল এলো॥"

—রসরাজ।

বাংলার গৌরবচন্দ্র ও নেতাগ্রগণ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে :—

শোকোচ্ছ্বাস।

শ্যামা মায়ের প্রসাদে তুমি, অবতীর্ণ যে এ ধরায়।
তাইত শ্যামাপ্রসাদ নাম, দিয়েছে সবে যে তোমায়॥
বাংলার বহু, নেতা ও কর্ম্মী, জন্ম লভেছে, হেথা বটে।
তোমার মত, নিঃস্বার্থ আব স্বাধীন চিত্ত, কোথা জুটে॥
বাংলার কর্ম্মী, স্বদেশ প্রেমী, যেথানে ছিল যত হিন্দু।
সবই ছিল, হে মহাপ্রাণ, তোমার যেন রক্তবিন্দু॥
বিদ্যায় হন, সরস্বতী যে, আর যশেতে যে অপার।
শ্রীআশুতোষ যে পূজ্যপাদ পিতা হয়েন, হে তোমার॥
তাহার যোগ্য পুত্র যে তুমি, যশোলাভ ও গরিমায়।
কোনরূপেই হওনি ক্ষুণ্ণ, তুমিত তাঁর তুলনায়॥
কারাগারেতে তব অকস্মাৎ, এই অকাল অন্তর্দ্ধানে।
সারাটি বাংলা, একেবারে যে মরিবে এবে ধনে প্রাণে॥
তোমার হঠাৎ, এ কর্ম্মময়, জীবনযাত্রা, সমাপন।
আকাশ হ'তে, চন্দ্রের যেন, ধরায় হল, হে পতন॥
বাংলার জানি, অনেক কর্ম্মী, মরেছে করে, আত্মদান।
তোমার মত নিঃস্বার্থ কর্ম্মী, দেখিনা হেন মহাপ্রাণ॥
এ মূল্যবান তব জীবন, বাংলার ছিল প্রাণধন।
অস্বাভাবিক মরণে তব, বাংলার হল স'মরণ॥
সেই কথাটি, স্মরণে রেখে, দেশের কার্য্যে হই ব্রতী।
শ্যামাপ্রসাদ নাই যে আজি, দেশের ভাগ্য মন্দ অতি॥

উৎসর্গ

সার্থক হবে, যদি আমার, ওহে সামান্য এই পদ্য।
শ্রাদ্ধ বাসরে অর্ঘ্য বলিয়া, তা উৎসর্গিত, হয় সদ্য॥
উল্লাস পাবে, এযে আমার প্রাণের এই শোকোচ্ছ্বাস।
শ্রাদ্ধবাসরে, যদি হে জানি, সবারে দেয় এ উচ্ছ্বাস॥

১২ আষাঢ় '৬০ ; ২৬ জুন '৫৩। বংশধরগণের নিকট উৎসর্গ জন্য প্রেরিত হয়।

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিভ্রাট।

(১)

কালে কালে, দেখি একি।
উল্টা পাল্টা, আর ফাঁকি॥
কংগ্রেসের, বয়কট।
হল আজ যে সংকট॥
মোরা যেন, শালগ্রাম।
শোয়া বসা প্রোগ্‌গ্রাম।
সরকারী তাড়নায়।
শুধু করি হায় হায়॥
ট্রাম করে বয় কট।
চারিদিকে ধর্ম্মঘট॥
কংগ্রেসের মাথাব্যথা।
কেন হল, একি কথা॥
লঙ্কা যেই হাতে পায়।
রাবণ সে, হয় হায়॥

(২)

কংগ্রেসের নাহি লাজ।
জনমতে নাহি কাজ॥
এনেছিলে যে স্বরাজ।
আজি কেন হেন কাজ॥
খে'ত তাঁতি, তাঁত বুনে।
কাল হল এঁড়ে কিনে॥
হয়েছে যে, এবে হায়।
তব দশা নিরুপায়॥
সবে করে হাহাকার।
চুপ করে থাকা ভার॥

(৩)

কোম্পানী ও সরকারে।
বোঝা পড়া ঘরে ঘরে॥
কংগ্রেসের মাথা নাড়া।
এতে করে দিশে হারা॥
দেশে পড়ে সোরগোল।
মিটাতে এ গণ্ডগোল॥
দেখে শুনে বেগতিক।
জ্ঞানহারা, দিগ্বিদিক্॥
বিধান ত দেশ ছাড়ি।
সমুদ্রেতে দিল পাড়ি॥

(৪)

প্রতিবাদ হলে ভারী।
কে ঠেকাবে মারামারি॥
পুলিশের পোয়া বারো।
মনে নাই জোর কারো॥
পুলিশের লাঠি খেলা।
সবে দেয়, দুঃখ জ্বালা॥
তাদেরও লাগে ধাঁধাঁ।
দিবে কিনা, দিবে বাধা॥
ভেদাভেদ, হেথা করা।
যায়না যে কভু পারা॥
দোষী যারা হয় হারা।
নিরীহরা পড়ে মারা॥
বার্ত্তাবহ প্রতিনিধি।
ত্রাণ নাহি, দেয় বিধি॥
কলিযুগ একে বলে।
বিনা দোষে দুঃখ ভালে॥

(৫)

কাজ কর্ম্ম, চলা ভার।
কারো নাই মন আর॥
চারিদিকে হাই হাই।
হিংসা ছাড়া কিছু নাই॥
সবাই যে ভাই ভাই॥
তবু তারা ঠাঁই ঠাঁই॥
ভেদ নাই, ভেদ নাই॥
রসরাজ বলে তাই॥
এতে মোর স্বার্থ নাই।
জনহিতে বলে যাই॥
ভুল হলে, ক্ষমা কর।
মিনতি এ মোর ধর॥

৭ শ্রাবণ ১৩৬০; ২৩ জুলাই '৫৩

প্রীতিরাণী দিদিমণির শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে—

স্নেহাশিস্ ও নামকরণ।

প্রীত প্রহসন।

প্রীতিরাণী, সেজে গুজে, আজ হচ্ছে যে অন্নপ্রাশন।
আজি এই আনন্দের দিনে আমি, করি প্রহসন॥
ঘুরে ফিরে, মনে হচ্ছে এ নয় হে, আমার নাত্‌নী।
ঐ ছাদনা তলা আলো করে যেহে, ছোট্ট এ গৃহিনী॥
ছেলে বুড়া দু'সমান, অমিলের নাহি কোন স্থান।
ছলা কলা কপটতা মন হতে, করেছে প্রস্থান॥
মনে মুখে এক বুলি, বলে ফেলি, তাই খোলা খুলি।
এস ত্বরা আশার্ব্বাদ কর দান, আর সব ভুলি॥
দাও সবে উলুধ্বনি, ভরে যাক, আনন্দে মেদিনী।
মন প্রাণ, ভরে থাক পুলকেতে দিবস রজনী॥
যত দেখি, তবু আশা মিটে না যে, দেখি নিতি নিতি॥
ভেবে চিন্তে আমি তাই, নাম দিছি আদরের "প্রীতি" ॥*

দাদু রসরাজ।

* সূচীপত্র দৃষ্টে 'নাত্‌নী' ও 'কামনা বাকলি' দ্রষ্টব্য। ২৯ শ্রাবণ ৬০ ; ১৪ আগষ্ট '৫৩

চন্দ্রমোহন শিক্ষামণ্ডলী কর্ত্তৃক স্থাপিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি বালক বিদ্যালয় ও কমল রাসবিহারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা ও নাম করণে—

ভাবের অভিব্যক্তি।

সরস্বতীর যে বরপুত্র হন, চন্দ্র বাবু।
বিদ্যা বিতরণে নাহি তিনি হন, কভু কাবু॥
তাই বিদ্যালয় স্থাপিবার ইচ্ছা করি মনে।
হৃদয়ে পোষণ করেন আকাঙ্ক্ষা, সযতনে॥
বিদ্যোৎসাহী আর জনশ্রেষ্ঠ যেবা সুবিদিত।
তাঁরি নামে ওহে, ছাত্রালয় হয়, অভিহিত॥
শ্যামাপ্রসাদের খ্যাতি জুড়ে আছে, ত্রিভূবনে।
তাইত ঐ নাম, চন্দ্রবাবু রাখে, খুসী মনে॥

ভূস্বামী-দম্পতি, দয়ালু যে অতি ভক্তি মনে।
ছাত্রী বিদ্যালয়, স্থাপন করিল, সযতনে ॥
মনমনোহর রাধাশ্যাম নামে মনস্কাম।
রাখিল কমল রাসবিহারী যে, তার্ নাম ॥
তোমার মনেতে ভক্তির যে সুধা প্রবাহিত।
বিদ্যালয় দুটি, করেছ সেরূপে অভিহিত ॥
বিভুপদে সদা, চিরদিন মোর, এই ভিক্ষা।
বিদ্যালয়ে পায়, ছাত্রছাত্রী যেন, ভাল শিক্ষা ॥
এ হয় তাঁহার, উদার প্রাণের মহাকীর্ত্তি।
তাইত আমার, মনে উপজিল, এত স্ফূর্ত্তি ॥
আপনারা সবে, লইবেন মোর, শুভ ইচ্ছা।
তবেই পূরিবে, আমার মনের সব বাঞ্ছা ॥

২১ অগ্রহায়ণ '৬০ ; ৭ ডিসেম্বর '৫৩

TIT-BIT.

Teachers' Strike in Calcutta.

(A. B. T. A. movement.)

"It is a bit wit ; And a tit bit.
It is to lit ; And not to hit."—*Rasharaj Sermon.*

(1)

All are quiet ; In teachers' front.
All are vain ; But a vaunt.
Yet they are ; The honourable men.
Wish their success ; But not in pen

(2)

They are the preachers ; Of the boys.
Students are not ; Only their toys.
All are Well ; That ends well.
May peace now ; Equally dwell.

(3)

Let us all ; The blunder sink.
Not to put ; Anything in ink.
Let us all all ; Mutually help.
And rely on ; In self-help.

(4)

Teachers as a class ; Are teachers.
They are the ; Poor creatures.
If it is really, To be taunted ;
It's the Association ; To be haunted.

(5)

Individuals are ; Not to be blamed.
The leaders all ; Are to be tamed.
Teachers are ; To be saved.
Mostly are ; Well behaved.

Note :—Teachers' strike was to the fore, at calcutta The poet Rasharaj was requested by many of his friends and admirers to compose a suitable poem on this situation too ; but the poet answered, after the Shakespearean language, "yet teachers are honourable men !" and thereby expressed his indisposition ; because the teachers, as a class might be exposed to and under-esteemed by the students and the public at large. Afterwards, one fine morning, the poet saw in the newspaper that the teachers strike had after all, come to an end. At the very sight of it, the poet Rasharaj took his pen and composed the above poem, at one stroke of pen on the 22nd February 1954.

১০ ফাল্গুন '৬০ , ২২ ফেব্রুয়ারী '৫৪

সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগত শ্রীমন্ত ঘোষ ও
নিরাপদ নিয়োগীদ্বয়কে—

আনন্দাশিস্ ।

দেশ দেশান্তর, সাইকেলে ঘুরে ; ফিরিলে যে তুমি হেথা ।
কি বলে তুষিব, তোমায় আমি হে ; পাইনা যে খুঁজে কথা ॥
জানিহে আসর পত্রিকার তুমি ; সহকারী সম্পাদক ।
তাহা ছাড়া তুমি, হইলে এখন ; সাইক্লিষ্ট পর্য্যটক ॥
তোমায় আমায়, প্রভেদ ত আছে ; যদি হে বলেই যাই ।
আসলে কিন্তু হে, দেখিতে পাইবে ; কোনই প্রভেদ নাই ॥

(২)

তুমি বট ওহে, সহ সম্পাদক ; যে আসর পত্রিকার।
আমিও যে ওহে, লেখক ও কবি ; হই সেই পত্রিকার ॥
তোমার আমার মধ্যে প্রভেদের ; নাই যেহে কোন স্থান।
ইহার করিতে ব্যতিক্রম কভু ; কেহ দিবেনা বিধান ॥
তোমার এ হেন গৌরব হইতে ; কভু না হবে বঞ্চিত।
মোর শুভ ইচ্ছা, করিবে তোমার ; ভাণ্ডার সদা সঞ্চিত ॥
বিভু পদে সদা, তোমা লাগি আমি ; এই ভিক্ষা শুধু চাই।
তোমার সুযশ পত্রিকার খ্যাতি ; শুনি যেন হে সদাই ॥

(৩)

সাইকেলে চড়ে সমগ্র ভারত ; ভ্রমে এলে তুমি ঘুরে।
তাইত তোমায় সম্মান দিচ্ছি হে ; সবাই মিলে যে তুরে ॥
মাঝে মাঝে তুমি, ভাল করে দেখ ; দেশেরও দিকে ফিরে।
তা হলেই আমি, তোমায় জানিও ; সদাই রাখিব ঘিরে ॥
আমি যে লেখক, রসরাজ কবি ; সাইক্লিষ্ট তুমি ভাই।
তুমি আর আমি, বিভুর কৃপার ; ভাগ যেন সদা পাই ॥

(৪)

পর্য্যটক সাথী তোমার হয় যে ; এ "নিয়োগী নিবাপদ"।
যাহার নিয়োগে জানিবে কোনই ; হবে না কভু আপদ ॥
আমার শুভেচ্ছা হতে কখনও ; সেও পাবেনা রেহাই।
দু এর উদ্দেশ্যে আশীর্ব্বাদ বাণী ; আজ রচিলাম তাই ॥
এই কথা বলে, আমি ওহে ভাই , আজিকার তরে আসি।
তোমরা আমায়, বিদায় দাওহে ; মুখে নিয়ে তব হাসি ॥

১৮ বৈশাখ '৬১ ; ২ মে '৫৪

ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্রাবলী ১৭ দ্রষ্টব্য।

মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দের (সুবোধ বাবুর) পঞ্চাশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে—

আনন্দোচ্ছ্বাস।

আজি কি আনন্দ, কি আনন্দ ওরে, এ কি আনন্দ ধরায়।
সুবোধ বাবুর জয়ন্তী পালন, হইতেছে যে হেথায়॥
মৃদঙ্গের ঘন, নির্ঘোষেতে ভাঙ্গে, পাথরের রুদ্রবোষ।
সে মৃদঙ্গাচার্য্য, তুমি হে তাইত, মোরা তোমা করি তোষ॥
মৃদঙ্গের বোল, সারাটী জীবন, সাধিয়া করেছ সারা।
তাইত তোমায়, করেছি আমরা, জীবনের ধ্রুবতারা॥
আজিও তোমায়, ছাত্রেরা সবাই, অভিনন্দন জানায়।
আয়োজনে ক্রটী, যদি কিছু হয়, ধন্য কর হে ক্ষমায়॥

(২)

দেবেন্দ্র নাথ দে, যিনি আমাদের, হন যে সুবোধ বাবু।
বিদ্যা বিতরণে, শিষ্য আদি সবে, কভু হন নাই কাবু॥
তাইত বুঝিবা, অনেক ভাবিয়া, তব পিতা মহাশয়।
স্বভাব দেখিয়া, রাখিল সুবোধ নাম তব যে নিশ্চয়॥
তোমার স্বভাবে, হয়ে গুণ মুগ্ধ, নিজেকে যে ধন্য গণি।
তাইত তুলেছি, আনন্দেতে আজি, এই উল্লাসের ধ্বনি॥
বিভুর চরণে, আমার সদাই, হয় এই যেহে ভিক্ষা।
দীর্ঘজীবি হয়ে, বিদ্যা বিতরিয়ে, দিন্ সকলকে শিক্ষা॥
এই বলে আমি, আজিকার মত, লইব বিদায় ভাই।
সবে মিলে তবে, দিই মোরা এবে, আনন্দেরই তেহাই॥

(৩)

গুণ মুগ্ধ আমি, তুলছি হে তাই, কবিতার এই রোল।
আমার পেটে যে, মৃদঙ্গের হায়, নাহি ওহে কোন বোল॥
মৃদঙ্গাচার্য্য যে, এ সুবোধ বাবু, এই কথাইত জানি।
কবি রসরাজ, উচ্ছ্বাসে অপার, রচে আনন্দের বাণী॥
আপনারা সবে, আনন্দ করুন, গানের সুরে মাতিয়া।
রসিক এ কবি, শুনিবে বসিয়া, নীরবে কাণ পাতিয়া॥

শেষের কথাটী, শেষ করে দিয়ে, আমি আজ তবে আসি।
আপনারা কিন্তু, উঠ্‌বেন নাকো, দিয়েই কেবল হাসি॥
কবি রসরাজ, রসিক রতন, রসের রসিক আমি।
ইহা ছাড়া আর, কোন গুণ মোর, নাহি কিন্তু পাবে তুমি॥

২২ বৈশাখ '৬১; ৫ মে '৫৪

ষ্টুডেণ্টস্‌ ইউনিয়ন কর্ত্তৃক 'উল্কা' অভিনয় দর্শনে ঃ–

ভাবের অভিব্যক্তি।

(১)

থিয়েটার যুগ, যাইতেছে চলে।
বায়স্কোপেরই, কথা সবে বলে॥
ষ্টুডেণ্টস্‌দের, এ ইউনিয়ন।
থিয়েটার করে, কেমন চয়ন॥
নীহার গুপ্তের, ঐ উল্কা নাটক।
অভিনয় করি, দেখাল চটক॥
ইহা দেখে মোর, মনে কিন্তু হয়।
সামান্য ইহারা, কভু যেহে নয়॥
ষ্টুডেণ্টস্‌ হয়ে, কেমনে যে ভাই।
এমন নাটক, করে ভাবি তাই॥
আমি ভাবি আর, দেখে শুধু যাই।
কিনারা তাহার, কিছু নাহি পাই॥
শ্রীবিজয় সেন, হয় সম্পাদক।
নহে ত সে ওহে, সামান্য যৌটক॥
জুটাল এ অতি, সুন্দরের দল।
অভিনয়ও যে, হইল সফল॥
আমার মনেতে, হ'ল কৌতূহল।
তাই দেখে আমি, গেনু অবিরল॥
ভাবি যে এমন, সুন্দর উদ্ভব।
বিনা নারী হয়, কেমনে সম্ভব॥

(২)

যখন শুনিনু, ওহে আমি কাণে।
অভিনেত্রী এরা, ভাড়া করে আনে॥
উল্কাপাত যেন, হল ওহে মনে।
'উল্কা' জন্মাইল, সংশয় এ প্রাণে॥
মনেতে উদিল, ভীষণ যে দ্বিধা।
মন মোর হয়ে, গেল যেন আধা॥
বাঁধিনু তখনি, আমি এই মন।
বলিনু ভেবনা, কখন এমন॥
কখন কর না ওহে এইরূপ।
হইও না আর, কভু হে বিরূপ॥
পানাপুকুরে যে, চাঁদেরই আলো।
নিরাশার মধ্যে যেন আশা এল॥
দূর হল সব, মনেরই গোল।
এল যেন এক, আনন্দের রোল॥
আমরা সকলে, যেহে ভাই ভাই।
তাই হই কি যে, সদা ঠাঁই ঠাঁই॥
সবে মিলি গাব, হাসি গান রাশি।
আমি তাই যেহে, সদা ভালবাসি॥
রসরাজ তাই, বলে যেহে আজ।
নাহি কোন লাজ্‌ সবে কর কাজ॥

(৩)

আমি যে দুর্ম্মুখ, জেন সবে ভাই।
এ ছাড়া যে মোর, আর কাজ নাই।
সকলকে শুধু, সাবধান করা।
এইত আমার, কাজেরই ধারা ॥
তোমাদেরই হে, মঙ্গল যে তরে।
বলি আমি তাই, এমনটি করে ॥
তোমরা কর না, মনে কিছু ভাই।
আমি শুধু বলি, এমনিতেই তাই ॥
দোষ যদি করি, অজান্তে বা কিছু।
মানিব যে ঘাট, মাথা করি নীচু ॥

১১ জ্যৈষ্ঠ '৬১ ; ২৫ মে '৫৪

কলিকাতা স্থবর্ণবণিক সমাজ ভবনে স্বর্গীয় যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের আলোকচিত্র স্থাপনা উপলক্ষে ভোজে অভ্যাগত সেবক শ্রীরাসবিহারী মল্লিক, রসরাজ কর্ত্তৃক অভ্যাগতদের অনুরোধে রচিত :—

মিষ্টি মুখ ; (মনের খোরাক)।

স্বদেশের প্রিয়, নেতা যদুলাল, তুমি দাদু ভাই।
তাইত তোমার, ছবিটি স্থাপিতে সমাজে, যে চাই ॥
এই কথা ভেবে, ছবিটি তোমার, দিনু আমি সেথা।
তা দেখে সবাই, কেবল আনন্দে, বলে কত কথা ॥
সবাকার দাবী, এই উপলক্ষে, ভূরিভোজ চাই।
তথাস্তু বলিয়া, সম্মতি জানাই, তবে মুক্তি পাই ॥
কথা রক্ষা তরে, ভোজ আয়োজন, করিনু সহসা।
সবাই আনন্দে পরিতুষ্ট দেখে, পাইনু ভরসা ॥
কেহবা বলিল, এতদিন গত, কেন হল ভাই।
আমি শুনে বলি, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ছিল বলে তাই ॥
এই মাত্র সবে, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, সমূলে যে ফেল।
দেখা তবে যাক, বেকার সমস্যা, হানে কোন শেল ॥
তাইত আমরা সবে মিলে আজ, বিভু পদে হায়।
চাই অন্নবস্ত্র, আর কষ্ট যেন দেশ ছেড়ে যায় ॥

(২)

আপনাদের এ ভোজে দয়া করে, যোগদান তরে।
সানন্দে জানাই, ধন্যবাদ আমি, কর জোড় করে ॥

আপনারা মোর সহায় বলিয়া, পূর্ণ সাধ আজ।
এ কথাই আজি, কায়মনে বলি, আমি রসরাজ॥
ভোজনেতে বসে, সবাই বলেন, চাই যে কবিতা।
আপনাদের এ, ইচ্ছা কহিলাম, পূরাবে বিধাতা॥
বাড়ী ফিরে আমি, কলম ধরেছি, অবিলম্বে তাই।
বিচারের ভার, আপনাদেরই, উপর যে ভাই॥
এই কবিতায়, যাহা কিছু আজ, হইয়াছে সৃষ্টি।
অন্য কিছু নয়, বিধাতার হয়, ইহা শুভ দৃষ্টি॥
আমি হই শুধু, উপলক্ষ্য মাত্র, আর কিছু নয়।
ইহা জানিবেন, অন্তর্যামিনীর, হইয়াছে জয়॥
কেরাণীর মত, আমরা কেবল, কাজ করে যাই।
আপনারা দিন, ঐ সর্ব্বময়ের, সদাই দোহাই॥

২৮ আষাঢ় '৬১ ; ১৩ জুলাই '৫৪

দ্বিতীয়া পৌত্রী কল্যাণীয়া কামনার নামকরণ প্রসঙ্গে বিরচিত :—

কামনা কাকলি।

ভনিতা

নাত্‌নীলো দেখ্‌লে যে, তোমায় গো ; আমি হারা হই!
তাই আমি খুঁজে যাই, পাইনাকো ; কি নামটি লই॥

রসবাণী

কামনা যে করে আমি, নাম দিনু ; তোমায় "কামনা"।
তোমার যে পয়েতে হে আমাদের, পূরাবে কামনা॥
"কল্পনার" গর্ভজাত তুমি যে হে ; কামনার ফল।
এ নামের সঙ্গে মিল না রাখিয়া কামনা কি বল্॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী সেবি আমি, জানি যে সততা।
মোর এই "কামনাতে" স্ফূর্ত্ত হও, ওহে জগন্মাতা॥
'প্রীতিরাণী' দিদিমণি, বড় যে হে ; "কামনা" যে মেজ।
"ভূয়ো" আর "সুয়ো" তোরা দুই রাণী, দুজনাতে সেজ॥
ভূয়ো, সুয়ো, প্রভেদ যে করা হয় ; কঠিন ব্যাপার।
মাঝে থেকে দাদুর যে, মিটাতে যে ; পাবে নাকো পার॥

রসরাজ দাদু শেষে, ভেবে চিন্তে ; মিটাল যে এই ।
"দাদু মধ্যে ছুটানাতে, থাকিবে যে ; ভূয়ো হবে সেই" ॥
রসরাজ বাণী ইহা, ভাল করে ; ভেবে নাও তাই ।
দেখিবে যে ঠিকভাবে, মীমাংসাও ; হয়ে গেছে ভাই ॥
বাণী যদি তোমরা হে, সত্য "সুয়ো" ; হতে যদি চাও ।
"রসরাজ" কথা মেনে, সোজাভাবে ; মিলে মিশে যাও ।
জেনে রেখ দাদু কাছে সবাই যে ; হয় হে সমান ।
সেইজন্য সবাইকে সমভাবে , করে যে হে জ্ঞান ॥
চিরসুখে, দীর্ঘজীবি হয়ে থাক ; তোমরা দু'জনা ।
উর্ব্বশীর মত মোর, ধ্যানভঙ্গ, তোমরা কর না ॥

উপসংহার

গূঢ় তত্ত্ব এর মধ্যে, আছে যে হে ; অনেক নিহিত ।
ধরনাক, ইহাকে হে, কেবলই , তামাসা বিহিত ॥
তোমাদের পক্ষে ইহা, বোঝা যে হে ; কঠিন ব্যাপার ।
রসরাজ জানে ইহা, ধ্রুব সত্য ; এই কথা সার ॥
মায়াজলে পবে মোরা, করি থালি ; খেলা আর ধূলা ।
এই হয় সংসারের মায়ার যে ; লীলা আর খেলা ॥*

শ্রাবণ '৬১ ; আগষ্ট '৫৪

* "নাতনী" এবং "প্রীতি প্রহসন" ; সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য ।

বাণীমন্দির সাহিত্য সভার পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে গুণ কীর্ত্তন ; "অজানা পথিক" লিখিত "উড়ো চিঠি" প্রবন্ধের ধন্যবাদ উদ্দেশ্যে লিখিত ঃ—

রসরাজের উক্তি ।

আড়াল হইতে, ভাসাও তোমার, লেখার এ তরী,
কে তুমি জাগাও, ছন্দে গেঁথে স্মৃতি, মরমে আমারি ॥
তুমি যদি ওগো, অজানা পথিক, কেন এ অধিক ।
আড়ালেতে লেখা, দেখা দাও তাহা যাহা করে নিক ॥
বলিবার যদি, থাকে কিছু তব, লুকিওনা ভাই !
মুখোমুখি হয়ে, সেই কথাটি যে, শুনিতে গো চাই ॥

তুমি সব জান্তা, সাধক লেখক, সাহিত্যের তাজ।
হই সাহিত্যের, সাধক যে মাত্র, আমি রসরাজ ॥
আজ কিংবা কাল, তোমার কথাটি, হবে যে প্রচার।
সবাকার কাছে, তোমার লেখার, হবে সুবিচার ॥
সেই আশাতেই, রহিলাম বসে, যদি দেখা পাই।
তোমার সজীব সাহিত্যকে ভাল, বাসিতে যে চাই ॥

৩০ শ্রাবণ '৬১ ; ১৫ই আগষ্ট '৫৪

প্রথম শ্রেণী ফুটবল লীগ বিজয়ী মোহন বাগান ক্লাবের খেলোয়াড়-গণের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে রচিত ও প্রদত্ত :—

আনন্দাশিস্।

(সবে বলে) আজি কি আনন্দ, কি আনন্দ ওরে, হইল ধরায়।
মোহন বাগান, ক্লাবের সভ্যরা, এসেছে হেথায় ॥
মহানন্দে তোল তোমরা সকলে, আনন্দের রোল।
আমিও যতনে, ছন্দে বেঁধে দিই, কবিতার বোল ॥
তোমাদের যার, যাহা কিছু আছে, প্রাণ খুলে বল।
আমার প্রাণেতে, এসেছে জোয়ার, আনন্দে সজল ॥
পুরাণ সদস্য আমি হই ভাই, এবে নাহি যাই ॥
তোমরা যে আজ, এসেছ হেথায়, ধন্য মানি তাই ॥
তোমরা আমার, স্নেহের যে পাত্র, তাইত এসেছ।
বিশ্বের দুয়ার, হইতে তোমরা, সম্মান এনেছ ॥
তোমা সবে লাগি, সাজায়েছি মোর, এ বরণ ডালা।
বড় আদরের, তোমরা আমার, পর গলে মালা ॥
তোমরা সবাই হও ভাই ভাই, দলাদলি নাই।
তোমরা বিজয়ী, হইতে পেরেছ, আমি বলি তাই ॥
সুনাম বজায়, রাখিও সদাই, এই বলি আজ।
উচিত যেথায়, পাইবে সেথায়, কবি রসরাজ ॥
(তাই বলি) আজি কি আনন্দ, কি আনন্দ ওরে, হইল ধরায়।
মোহন বাগান, ক্লাবের সভ্যরা, এসেছে হেথায় ॥

মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দির ;
৬৬।১, পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট্।

৯ ভাদ্র '৬১ ; ২৬ আগষ্ট '৫৪

স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে দুর্গা নবমী রাত্রের উৎসবে শ্রীসুধাংশু মিত্রের পুত্রের "পায়রার বিষয়" কবিতা লিখার আব্দার রক্ষার্থে পরদিন প্রাতেই বিজয়া দশমীতে রচিত ও আশিস্ প্রদত্ত।

পায়রা কাব্য।

পায়রার যে হে, কত নাম আছে, জানিবে কেমনে।
করেনি যে জন, পায়রা পোষার, সখ সযতনে॥
মুক্ষি, ম্যাকাউল্, লক্কা জ্যাকাপিন্ আর গেরোবাজ।
সিরাজু ও আছে তাছাড়া নামের পাই আওয়াজ॥
আমার বিদ্যার, দৌড় করি ভাই, এইখানে শেষ।
যারা জানে বেশী, তারা এতে যোগ, দিবেন বিশেষ॥
তুমি আমি বোকা, সবারই হয়, যে সমান ধোঁকা।
সখ যে করেছে, বেশী সেই দিকে, মোদের হে ধোঁকা॥
আমরা যেন হে এ বিষয়ে হব, তার কাছে বোকা।
এ বিষয়ে পারে, হতে সব জান্তা, বুড় এক খোকা॥
কথায় যে বলে, লক্ষ্মীর সে চিহ্ন, ঐ গোলা পায়রা।
নোংরামী এদের, দেখেত কথার, পাইনা কিনারা॥
বিলাতে রাজার প্রাসাদেও হয় এরূপ উৎপাত।
বুঝা যায় এতে মা লক্ষ্মীর নাই কোনই ব্যাঘাত॥
আসল কথাটি হল আমার যে, সখ গেছে চলে।
তোমরা এখন, সবে মিলে নাম, জোগাও এ কালে॥

উপসংহার।

তোমরা সকলে, সহাস্য উল্লাসে দাও ওহে তাই।
উপরোধে আমি, তোমাদের তরে, ইহা লিখি ভাই॥
কল্য রাত্রে মোরে, তোমরা করিলে, এই উপরোধ।
অদ্য ভোরে তাই, করিলাম আমি সেই ঋণ শোধ॥
বন্ধু পুত্র তুমি, আমার স্নেহের পাত্র যে হে হও।
আব্দার করিযা, তাই তুমি মোরে, সব কথা কও॥
হেসে উড়িয়ে যে, কভু দেখি নাই, কোন কথা কও।
বিজয়ার শুভ আশিস জানাই, তুমি তাহা লও॥

বিজয়া দশমী। ২০ আশ্বিন '৬১; ৭ অক্টোবর '৫৪

বিজয়ার কোলাকুলি।

আশা পথে আমি, নয়ন যে ফেলে।
রয়েছি দশমী, আসবে যে বলে॥
বিজয়ার এই, সম্ভাষণ হায়।
না দিয়া কখন, থাকা কি গো যায়॥
নয় হে কেবল, এযে কোলাকুলি।
রাগ অভিমান, সব ভোলাভুলি॥

বাঙ্গালা দেশের, হেন শুভদিন।
মনে রাখে যেন, সবে চিরদিন॥
এস তবে আজ, মোরা সবে মিলি।
করি কোলাকুলি, অন্য সব ভুলি॥

*

শুভ বিজয়া দশমী। ২০ আশ্বিন '৬১ ; ৭ অক্টোবর '৫৩

রসরাজের প্রতি "বিজয়ার শ্রদ্ধাঞ্জলি" বেনামা চিঠির উত্তরে রচিত।

মিঠে কড়া বুলি।

ওহে সোম রসরাজ, কেন হে তোমার গতি।
দেখি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি, কেবল আমার প্রতি॥
মস্তিষ্কের শুদ্ধিতরে, হাসপাতালের গণ্য।
করিয়া আমারে তুমি, নিজেরে মানিছ ধন্য॥
তোমাদের সংসদেরে, হেরিয়া রূপান্তরিত।
দেখে শুনে যে আমিও, তাই হয়েছি বিকৃত॥
আমা সম বাজে মার্কা, রসরাজের কি হায়।
স্থান হবে কভু সেথা, কিংবা কিরূপে কোথায়॥
মাথা মোর নাই বটে, কিন্তু আছে মাথা ব্যথা।
তোমরা আমার কোন, যেন হে কওনা কথা॥
তোমারও হে দেখ্‌ছি মস্তিষ্কের যে বহর।
শুদ্ধিও তাই হয়েছে, অতিশয় যে জবর॥
বাগ্দেবী সরস্বতীর, আদ্যাক্ষর যে 'স'কার।
হয় সাহিত্য সঙ্গীত, আর সমাজ সংস্কার॥
এরাই আমার মন, করে আছে অধিকার।
আমি ওদের সেবায়, থাকি লিপ্ত অনিবার॥
এই কার্য্যেতেই ব্যস্ত, আমি হে মস্তিষ্কবান্।
যবু থবু ঘরে বসা নহে ঠিক অনুমান॥
সমাজ অপেক্ষা উচ্চে, সাহিত্যের স্থান ভাই।
মোর দোষ লইও না, আমি শুধু বলি তাই॥

বুঝেছি তব মস্তিষ্ক বিকৃতি, হয়েছে সেথা।
তবুও তুমি লুকিয়ে কইছ আমার কথা॥
মুখোমুখি পরিচয়, দিয়ে বল তব বুলি।
তা হলে তোমায় যে দি' বিজয়ার কোলাকুলি॥
কলিকাতা হতে তুমি, লিখেছ বেনামা চিঠি।
রাঁচি থেকে তুমি কিহে, এখন পেয়েছ ছুটি।
রাঁচিতেই যে হে তুমি, আমার জবাব চাও।
রাঁচিতেই কি হে পুনঃ, তুমি হইবে উধাও॥
সাম্‌নে থেকে কখন তুমি কওনা যে কথা।
এমন লুকিয়ে তবে, কেন যে নাড় হে মাথা॥
রাঁচি কিংবা কলিকাতা, থাক ঠিক যে গো কোথা।
বল তুমি দয়া করে, আমার খাওগো মাথা॥

২৬ শে আশ্বিন '৬১, ১৩ অক্টোবর '৫৪

বঙ্গদেশের গৌরব ও শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়াম বাদক শ্রীমণ্টু বন্দোপাধ্যায়কে প্রদত্ত—

আনন্দের অভিব্যক্তি।

হারমোনিয়াম হয় হরবোলা ; কেবল রিডের খেলা।
এ মণ্টু বাবুর বেলা কিন্তু ভাই ; সে কথা যায় না বলা॥
রিডের সঙ্গেতে, মিলিয়ে যে গলা ; দেখান স্বরের খেলা।
এত নয় যে হে, ছেলেদের খেলা ; সামান্য যায় না বলা॥
স্বরের বাহার, হারমোনিয়ামে ; নেচে চলে যেন গলা।
বাজানোর এই খেলায়, স্বরের ; সঙ্গে মিশে যায় গলা॥
আমার কথাটি, যায়নাক বলা ; সবারে নিয়েই চলা।
রসরাজের এ, নয়ত হে গলা ; সব মতে চাই বলা॥
হার যে মেনেছে, হায় বুল বুল ; কেনেরির মিঠে গলা।
হারমোনিয়ম কিংবা অরগ্যান ; যায়না কিছুই বলা॥
বাংলার বাদক গৌরব বলিয়া ; তোমারে হয় যে বলা।
আমার সঙ্গেই, সবাই আজি হে ; মেলান তাদের গলা॥

১লা কার্ত্তিক, '৬১ ; ১৮ অক্টোবর '৫৪

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী মান্যবর পণ্ডিত শ্রীজহরলাল নেহেরু মহোদয়ের জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রচিত ও প্রেরিত—

আনন্দোচ্ছ্বাস।

মুখ্য মন্ত্রী হয় ভারতের আজি, নেহেরু জহরলাল।
জন্ম বার্ষিকের, আনন্দ উৎসবে, সবে হয়েছি বেহাল ॥
জহরতেরই লাল যেটি হয়, তাকেই কহে মাণিক।
সাতটি রাজার ধন যে মাণিক, এইটি কহে বণিক ॥
তাই আমাদের জহরলাল যে, সে মাণিকের মাণিক।
তোমরা এখন, ভাল করে ইহা, ভেবে দেখনা ক্ষণিক ॥
কেহ কেহ বলে জহরই বিষ, করেছেন তিনি পান।
আমিও বলি হে, ভুল কভু নহে, তোমার এ অনুমান ॥
শিবের মতন, হলাহল ঠিক, তিনি করেছেন পান।
তা না হলে তিনি, কেমনে সবা'কে, করিবেন পরিত্রাণ ॥
তাই পিতা তাঁর, জগত বিখ্যাত, নেহেরু শ্রীমতিলাল।
রেখেছেন স্নেহে নামটি সুন্দর, মাণিক জহরলাল ॥
কর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইতে, দেশের কল্যাণ তন্ত্রী।
তাই হয়েছেন, ভারতরাষ্ট্রের, জহর প্রধান মন্ত্রী ॥
ইহা ছাড়া আর, বেশী কর্ম্মক্ষম, কোথা পাবে ওগো বল।
এই কথা সবে, তোমরা একত্রে, জোর গলায় হে বল ॥
ইঁনি ছাড়া ওহে, আমাদের আর, দেখি নাহি কোন গতি।
এইরূপই কি ইচ্ছা তব মনে, ওহে জগতের পতি ॥
তব এই শুভ জন্মবার্ষিকীতে, করে সবে যে উৎসব।
রসরাজ আজ, তাইত তুলেছে, আনন্দের কলরব ॥
দেশ ও কর্ম্মের কর্ণধার রূপে, চলেন হয়ে অগ্রণী।
ভগবান নাহি বিমুখেন তাঁকে, এই কথা যেন শুনি ॥
দৃঢ় মনে, সুস্থ, দীর্ঘজীবি হয়ে, করহ দেশের সেবা।
তাহা হতে তোমা, বিমুখ করিবে, হেন জন আছে কেবা ॥
বিভুপদে আমি, কায়মনে সদা, তাই এই ভিক্ষা চাই।
সারা দেশ যেন, দুঃখ কষ্ট হতে, সদাই পায় রেহাই ॥

এই শুভ ব্রত করিতে পালন, নিজে হয়েছেন রাজি।
তাইত আনন্দে আমি ওগো আজ, করিতেছি গলাবাজি ॥
সর্ব্বশেষে তাই জানাইয়া তোমা, শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।
আত্মভোলা এই রসরাজ আজ, মিটাইবে তার আশা ॥
জন্মদিনের এ উৎসবেতে তুমি, পায়রা দিলে উড়ায়ে।
আমিও যে তাই, সেই উপলক্ষে, কবিতা দিচ্ছি পাঠায়ে ॥
শুভেচ্ছা জানায়ে বিদায় লইনু, আজ তবে আমি আসি।
আনন্দ মনেতে বিদায় দাওহে, এবে মুখে নিয়ে হাসি ॥

২৮ কাত্তিক '৬১ ; — সূচীপত্র দৃষ্টে "ত্রিদেব সম তিন নেতা ত্রিলোকে" দেখুন।
১৪ নভেম্বর '৫৪ — ক্রোড়পত্রে, অভিমত পত্রাবলী ২, ১১, ২০, ২১, ২৪ দ্রষ্টব্য।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন চালিত স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রচিত ও বিতরিত মর্ম্মবাণী—

ভূপেন্দ্র স্মরণে।

(১)

ঘোষ বংশ, বড় বংশ, সেই বংশে জন্মেছিলে তুমি।
সে কুলের তিলক যে তুমি হও, জানি তাহা আমি ॥
স্বদেশের ঐতিহ্যকে প্রচারিতে, চর্চ্চা মোর করা।
আমার এ দীর্ঘকাল গবেষণা, তাহারই ধারা ॥
ওয়ারেণ হেষ্টিংস কতবার এসেছেন হেথা।
পরিবার থাকিতেন সাথে তার, হত নানা কথা ॥
ইষ্ট ইণ্ড কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন যে এরা।
তাই দেখি ইহাদের মান সদা সবাকার সেরা ॥
শ্রীত্রৈলক্যনাথ ঘোষ মহাশয়, পিতা তব তিনি।
শ্রীভূপেন্দ্র রাখিলেন নাম তব, শুভ মনে গণি ॥
তুমি ছিলে সকলের বড় প্রিয়, অজাতশত্রু যে।
তাই সবে উচ্চাসনে বসায়েছে তোমারে সমাজে ॥
আমি অতি ক্ষুদ্রজ্ঞানী, বেশী কিছু, নাহি যেগো জানি।
গবেষণা করে তাই, সব কথা লইয়াছি জানি ॥
সঙ্গীতের সমাদর করিতে যে নাহি ছিল আর।
তুমি তারে করেছিলে গলার যে মুকুতার হার ॥

বঙ্গদেশে সঙ্গীতের সম্মিলন, তোমার সৃজন।
হয়েছিল সমাবেশ, প্রাণাধিক আত্মীয় স্বজন॥
সঙ্গীতের মার্গে তব সাধনার, অক্ষয় যে কীর্ত্তি।
অমরত্ব দানিয়াছে তোমারে হে, পূজে তব মূর্ত্তি॥
যারা আছ গানে গুণী ভুলনাহে, ইঁহারে তোমরা।
ভুল যদি, নাম যাবে তোমাদের, দেশ হ'তে হারা॥
তাঁর সেই সঙ্গীতের সম্মিলনী, না থাকিলে পরে।
উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত হে দেশ হতে, যেত দূরে সরে॥
আধুনিক গায়কের সংখ্যাও যে, দলে যায় বেড়ে।
উচ্চাঙ্গেরা হয়ত বা ভোটে তায়, সবে যাবে উড়ে॥
এলোমেলো বহু কথা হয়ত বা, বলিতেছি ওহে।
আমার যে অনুরোধ, মনে কিছু, করো নাগো তাহে॥

(২)

রসরাজ ছন্দেরই এ সব যে, কাব্যে মোর গড়া।
হ'তে পারে যে হে কিছু হয়ত বা, মিঠে আর কড়া॥
এই সব বহু কথা ছেড়ে দিয়ে, এসো দেখি ভাই।
আসলে যে কথা সেটি, এইবার, কিছু বলে যাই॥
আমাদের শ্রীভূপেন্দ্র বাবু হয়, অতি মহাশয়।
একেবারে সাদাসিধে অতিশয়, হন সদাশয়॥
সর্ব্বজনে জানে ইহা মনে মনে, এ কথা নিশ্চয়।
ইহাতে হে নাহি কোন মিথ্যা কিংবা, কোনই সংশয়॥
একাধারে সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান, এর মধ্যে রয়।
ইহা কিন্তু সকলকে মানিতেই, যেহে ভাই হয়॥
মম পিতৃ সমতুল্য হে ছিলেন, শ্রদ্ধার যে তিনি।
পুত্র সম স্নেহ সদা করিতেন, মোরে যেহে তিনি॥
তাই তাঁর এই স্মৃতিবাসরেতে, আজ ওহে মানি।।
শ্রদ্ধা দিয়ে নিবেদন করি পূজা, দিয়ে মর্ম্মবাণী॥
হোক তার হে অক্ষয় স্বর্গবাস, করি যে কামনা।
রসরাজ আমি, আজ প্রাণ ভরে, মিটাব বাসনা॥

৩ পৌষ '৬১ ; ১৯ ডিসেম্বর '৫৪

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ১৬ দ্রষ্টব্য।

আহিরীটোলা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তমশ্রেণীর উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে রচিত ও পঠিত।

আনন্দবাণী।

১। আজি কি আনন্দ, কি আনন্দ ওরে, আজি এ ধরায়।
এ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণী যে খুলিছে হেথায়॥
যে প্রভাবতীর প্রভায় ভরেছে, এই বসুন্ধরা।
তাঁরি নামে এই বিদ্যালয়, হয় অভিহিত করা॥
ডাক্তার মাণিক স্বামী হন তার, ভাগ্যবান তিনি।
সাতটি রাজার ধন যে মাণিক, মোরা তাকে মানি॥
মাণিকের পর চন্দ্র তিনি, একা করে ধরা আলো।
তোমরা যা বল, আমি কিন্তু ওহে, বলব তা ভাল॥
অনেকেই আছে, কিন্তু হেন কাজ, কে করেছ কোথা।
বিদ্যালয় করে হন নাই ক্ষান্ত, উন্নতিতে মাথা॥
স্ত্রীকে যে অমর করিবার তরে, বিদ্যালয় সৃষ্টি।
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, কেটে গেছে তার, জীবনের রিষ্টি॥
আপনারা আজ একত্রে মিলিত হয়েছেন হেথা।
এ বিদ্যালয়ের উন্নতি চাহিয়া, কহি আমি কথা॥
যাঁর নামে সৃষ্টি, তাঁহার উপর পড়ুক সুদৃষ্টি।
এর সৃষ্টিকর্ত্তা, পাবেন বিভুর, শুভাশিস্ বৃষ্টি॥

২। সুকোমল মতি, যত আছে হেথা, ছাত্র ছাত্রীগণ।
হয়েছে এদের, যেন সব পুত্র কন্যার মতন॥
তাই বলি আমি, শিক্ষার্থী বালক ও বালিকাগণ।
শ্রদ্ধা করো সদা, এদের পিতা ও মাতার মতন॥
রাখিবে তোমরা সবে মনে সদা, এই সত্য কথা।
কভু যেন ইহা ভুলেও, তোমরা ক'রনা অন্যথা॥
বামন হইয়া চাঁদে, হাত কভু বাড়াতে যেওনা।
তা হলে এখানে স্থান কভু ওহে, তোমরা পাবেনা॥
মন দিয়া সবে, কর ওহে বিদ্যা, বুদ্ধি উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার হয় এযে, বিদ্যা মহাধন॥

এই ধন কেহ, কভু নাহি যেহে, নিতে পারে কেড়ে।
যতই করিবে দান, ততই যে যাবে ইহা বেড়ে ॥
প্রভাবতী স্মৃতি, তাহার করিয়া অক্ষয় কামনা।
স্থাপন কর্ত্তাকে জানাইয়া শ্রদ্ধা, মিটাব বাসনা ॥
আমার শুভেচ্ছা, জানাইয়া এই, কাব্য করি শেষ।
সবার উদ্দেশ্যে, ধন্যবাদ মোর, জানাই অশেষ ॥

৪ পৌষ '৬১ ; ২০ ডিসেম্বর '৫৪

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী—১১, ১২, ১৪, ১৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমতী দেবারতি (রুনু) দিদিমণির জন্মদিন উপলক্ষে—

আশিস্‌বাণী।

দেবারতি দিদিমণি, জন্মদিন তার আজ।
উঠিতেছে তাই এত আনন্দের আওয়াজ ॥
ছেলে বুড়ো আছে যত, সকলেই আজ মিলে।
বলাবলি করিছে হে, গুণের যে কথা তুলে ॥
রুনু ঝুনু তব গুণ বাজে কানে যে সদাই।
ভালবেসে রুনু নাম, রেখেছিলা বুঝি তাই ॥
গুণাবলী তব শুনে, বিমুগ্ধ যে আমি আজ।
কবিতায় দিই, মোর আশিস্ হে তাই আজ ॥
দীর্ঘজীবি হও তুমি, সুখের যে এ সংসার।
ইহা ছাড়া কুললক্ষ্মী নাহি করে আশা আর ॥
এ কথাটি বলে আমি, এইবার তবে আসি।
সবে মোরে বিদায় যে দাও নিয়ে, মুখে হাসি ॥

১০ পৌষ '৬১ ; ২৬ ডিসেম্বর '৫৪

ছায়া নৃত্যাভিনয় কাব্য।

কালে কালে একি হ'ল, অভিনয়ে পর্দ্দা এল।
অন্দরের পর্দ্দা গেল, মহিলারা ছাড়া পেল ॥
ঘোমটার ভিতরেতে খেমটার চলে নাচ।
ভেবে আর আমি কিছু, পাই নাক তার আঁচ ॥

এ দেখ্‌ছি কায়া ছেড়ে ছায়া সব ধরে ভাই।
ইহা ছাড়া আর কিছু, আমি বুঝি না যে ছাই॥
ছায়া নাট্যে নূতনত্ব, কিছুইত ভাই নাই।
এ হয় ছেলেবেলার ছায়াবাজি শুধু ভাই॥
উদয়শঙ্কর কৃতি, ফুটিয়েছে তাহা ভাই।
তাই আমি তারে মোর, ধন্যবাদ দিয়ে যাই॥
রাজধানী কলিকাতা, কি আশ্চর্য্য এ সহর।
সব কাজেরই হেথা, হয় বড় যে বহর॥
নূতন কিছু হলেই, ফুটে যেন চৌদিকে খৈ।
মহাকলরব আর পড়ে যায় খুব হৈ চৈ॥

"এ উদয় শঙ্করের ছায়া নৃত্যে রামলীলা।
আমিও এ না দেখেই বরেছি যে কাব্যে লীলা।"—রসরাজ।

১৫ পৌষ '৬১; ৩১ ডিসেম্বর '৫৪

New Year's Greetings.

Happy year,
Never fear.
Anger tear,
Th' no tear.
No shame,
Gain fame.
Jealousy give up
Cheer you up.
Brother hood,
Good mood.
Fellow feelings,
Good dealings.
Be frank,
No rank.
Wish Success,
Get access.
Never mind,
Be kind.
High mind,
Not blind.

No matter,
All near.
No fear
All dear
Selfishness
The meanness.
Happy mind,
Never mind.
All's well,
Ends well.
Self help,
All help.
Divine power,
Always shower.
Always cherish,
Never perish.
Rasharaj says,
Right ways.

The composition was sent to Pandit Jawahar Lall Nehru, Prime Minister, Indian Dominian and to the Governor of West Bengal and many other prominent personalities, on Ist January, 1955.*

১৬ পৌষ '৬১; ১ জানুয়ারী ৫৫

*ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ২২, ২৩, ২৫ দ্রষ্টব্য।

আহিরীটোলা প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের
প্রভাবতী স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সতী লক্ষ্মী প্রভাবতী, ভাগ্যবতী তুমি অতি।
সপ্তপতি রাজ্যধন মাণিক যে তব পতি॥
এ গরিমা তব হায়, তুলনা কে কোথা পায়।
প্রভায় যে তব হায়, বসুন্ধরা ভরে যায়॥
তব নাম রক্ষা তরে, বিদ্যালয় শোভা করে।
তব স্বামী রাখে কীর্ত্তি, তব স্মৃতি রক্ষা তরে॥
বিদ্যালয়ে ছাত্রী যারা, নাতনী যে হয় তারা।
তোমারেই করিয়াছে, হৃদয়ের ধ্রুবতারা॥
কীর্ত্তিমান্ হন যিনি, অমরত্ব লভে তিনি।
এই কথা মেনে নিলে দেবাশিস্ পান তিনি॥
প্রভাবতী পুণ্য স্মৃতি রক্ষা করা যে কামনা।
বিদ্যালয় উন্নয়নে, পরাঙ্মুখ হবেন না॥
এই কথা কেবলই কায়মনে সদা স্মরি।
মুখে সবে বল এবে শ্রীগোপাল ও শ্রীহরি॥

১ মাঘ '৬১ ; ১৫ জানুয়ারী '৫৫

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী—১১, ১২, ১৩, ১৫ দ্রষ্টব্য।

বাংলার গৌরবচন্দ্র নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর
৫৯ তম জন্মদিবস উপলক্ষে—

ভাবের অভিব্যক্তি।

১। দেশের বরেণ্য হে সুভাষ চন্দ্র, মোদের তুমি নেতাজী।
তোমারে হারায়ে সারাটি ভারত, পাগলের প্রায় আজি॥
কখন যে গেলে, কোথায় বা গেলে, কি ছলনায় ভুলালে।
তাহার খবর, আজিও যে ওগো, পাকাপাকি নাহি মিলে॥
সবাই আমরা তোমার আশায়, আছি যেগো বুক বেঁধে।
বিরহী আমরা নিরাশাতে আশা, লইয়া মরি যে কেঁদে॥

দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য আজিকে, বাতাস কাঁদিয়া যায়।
স্বরাজ পাবার পূর্ব্বেই নেতাজী, অন্তর্দ্ধান হলো হায়॥

২। তোমার মতন স্বদেশ প্রেমিক, ভূভারতে নাহি মিলে।
বিধির বিধান ছিল বুঝি ভালে, তাই তুমি গেলে চলে॥
তোমার ভক্তেরা সকলে যে মিলে, তোমার স্মৃতিরে পূজে।
ভরতের মত আগুলিয়া আছে, তব অনুচর সেজে॥
তব জন্মদিনে আজি কি আনন্দ, মোদের হয়েছে ভাই।
হরিষে বিষাদ জাগিয়া রহে যে, যবে তুমি হেথা নাই॥
তোমার বিরহে দেশবাসী সবে, বেদনায় মরে কেঁদে?
বিরহী বধূর আসার লগন, গুণিতেছে বুক বেঁধে॥
তব যশ আর উদ্যম পৃথ্বীর, দিকে দিকে যে গো ধায়।
বিশ্বচরাচর তোমারে মাগিছে, তবু দেখা নাহি পায়॥
ফিরে এসো তুমি, দেখা দাও ওগো, হে বঙ্গ রত্ন নেতাজী।
কাতর বেদনা আমা সবাকার, এখন হবে না রাজী?
নিজে তুমি নাহি এলে পরে আর, কে তোমা আনিতে পারে?
সাধ্য কি মোদের, আছে এতটুকু, তোমারে আনিতে ধরে॥

৩। গাছ কবে পুঁতে, গেছ তুমি চলে, ফলে আজি ভার হল।
দেখিবার আগে তুমি তবে ওহে, কেন চলে গেলে বল॥
ইহার কারণ, খুঁজে কোন নাহি কূলকিনারা যে পাই।
এ রসরাজের ঘটে যে গো আর কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই॥
দেশের দুর্ভাগ্য, বিধির বিধান, কি আর করিব বল।
তাইত নেতাজী সুভাষ মোদের, কোথা লুক্কায়িত হল॥

৯ মাঘ '৬১ ; ২৩ জানুয়ারী '৫৫

সূচিপত্র দৃষ্টে "ত্রিদেব সম তিন নেতা ত্রিলোকে" দেখুন।
ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ২, ১৯, ২০, ২১, দ্রষ্টব্য

বালক শিল্প প্রদর্শনী।

প্রস্তাবনা।

এ যে হয় ভাই ছেলেদের শিল্প। ভাবিবেন নাক, ইহা অতি অল্প
ইহা নহে কভু, কেবলই গল্প॥ দেখুন সময়, যদি থাকে স্বল্প॥

বর্ণনা।

এ যে শিশু শিল্প প্রদর্শনী ভাই।
আমাদের কিছু, বলিবার নাই॥
যা করেছে ভাই, খুঁত কিছু নাই।
দেখে আমি তাই, খুসী মনে যাই॥
মোরা নহি বোকা, খাব নাক ধোঁকা।
শুধু জানি এরা কেবলই খোকা॥

জানিও হে মোরা নহে বুড়ো খোকা।
সোজা পথে চল, হয়ো না'ক বোকা॥
সবে মিলি দাও, সানন্দে উৎসাহ।
আনন্দের তাতে, বহিবে প্রবাহ॥

❋

এ যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব উপলক্ষে—

মর্ম্মবাণী।

১। সর্ব্ব ধর্ম্মে, সর্ব্বকালে মহাত্মন্ আছে যত।
মহা আত্মা, মহা প্রাণ, গান্ধীজিও সেই মত॥
বিষ্ণুপ্রিয় প্রহ্লাদের, হেরি কত নির্যাতন।
খৃষ্টধর্ম্মী যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধে হত হন॥
মুসলিম ঐ হাসেন ও হোসেন হত হন।
গান্ধীজিও সেই ভাবে, বরণিল নির্য্যাতন॥

২। যুগধর্ম্মী অবতার মহাপ্রাণ হে গান্ধীজি।
সমতুল্য হতে তব, কেহ নাহি কাজি॥
দেশকর্ম্মী আর নেতা অনেকেই আছে বটে।
তব সম ত্যাগশীলে আর সাধু নাহি ঘটে॥
স্বার্থ ত্যাগ, ক্ষমা ধর্ম্ম নির্ব্বিকার, সাধু ভাব।
এ সবের অভাবেতে পূর্ণ দেখি যে স্বভাব॥
তাই তুমি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বিত অবতার।
ধর্ম্মমূঢ় আততায়ী হরে প্রাণ দেবতার॥

৩। তোমার অ-সহযোগ নির্ব্বিরোধ যুদ্ধমন্ত্র।
ভারতের স্বাধীনতা এনেছিল সেই তন্ত্র॥
মিতব্যয়ী, সমভাব, সাধুতা ও গৃহশিল্প।
এ যে ছিল তব ওগো জীবনের সুসঙ্কল্প॥
যীশুখৃষ্ট ক্ষমাশীল বিদিত তা সর্ব্বলোকে।
তোমারও ক্ষমাবাণী বিকশিত দিকে দিকে॥

হিন্দু আর মুস্লিম দ্বন্দ্বে মন্ত্রী শয়তান।
তব কৃপা নাহি পেলে লভিত কি পরিত্রাণ ॥
কাজীরেও উদ্ধারিল প্রেমানন্দ যে নিমাই।
গান্ধীজি না বাঁচাইলে এও পেত কি রেহাই ॥
তোমার এ অলৌকিক চির মহৎ লীলা খেলা।
কভু কিহে সেই কথা মন হ'তে যায় ভোলা ॥
গুপ্ত হত্যা ফলে তব তিরোধান ধরা হ'তে।
অবতার সম ইহা ভ্রম নহে কোন মতে ॥
ভগবান কি মহিমা খেলিছেন ওগো হায়।
আমাদের বুঝা ভার বিধাতার অভিপ্রায়।
তোমারই ইচ্ছা হ'ক পূর্ণ এই বিশ্বমাঝে।
মোরা দ্বন্দ্ব করে কেন মরি বল মিছে কাজে ॥

৪। গান্ধী তুমি সাধারণ নাহি হও যে মানুষ।
এই কথা সত্য যে গো নাহি কারো কোন হুঁস ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নেতা তবু নও ভোগী।
তব মাঝে বর্ত্তমান সর্ব্ব ত্যাগ যেন যোগী ॥
রণবলে স্বাধীনতা অনেকেই জয় করে।
নির্ব্বিরোধ মন্ত্র নিলে স্বরাজের সিদ্ধি তরে ॥
রণক্ষেত্রে দেখি সবে বর্ম্ম অস্ত্র ধরে করে।
সেই কাজ করেছিলে কৌপীনটি যেহে পড়ে ॥
যোগবল না থাকিলে সম্ভব কি কভু হয়।
বিভুকৃপা ছাড়া ইহা আর কিছু যেগো নয় ॥
অধর্ম্মের বিনাশন অবশ্যই যেগো হয়।
ধর্ম্মকার্য্যে সুনিশ্চিত, সর্ব্বত্রই হবে জয় ॥
রসরাজ এই কথা সর্ব্বত্রই সদা কয়।
জানিবে হে সত্যকাজে নাহি তার কোন ভয় ॥
দেশেরও আজি ভাগ্য নিতান্তই হয় মন্দ।
বিনাশিল কুবুদ্ধিরা সুবুদ্ধিরে করি দ্বন্দ্ব ॥

সূচীপত্র দৃষ্টে "ত্রিদেব সম তিন নেতা ত্রিলোকে" দেখুন।
ক্রোড়পত্র অভিমত পত্রাবলী ২, ১৯, ২০, ২১, ২৪ দ্রষ্টব্য।

১৬ মাঘ '৬১ ;
৩০ জানুয়ারী '৫৫

দেবী সরস্বতী বন্দনা।

১। মঙ্গলময়ী মা ভারতী শুভদে, তুমি যে সকল দুঃখের হারিণী।
তব পাদপদ্মে, মম হৃদি পরে, কর স্থিত ওগো ভুবনমোহিনী ॥
ওগো শুক্লাম্বরা শুভ্র সুহাসিনী তুমি মম প্রাণ মন বিমোহিনী।
ওমা কমলিনী, বীণা সুরঞ্জিতা, তুমি কুঞ্জাসনা সুপ্রীতিভাষিণী ॥
প্রকাশ জননী নয়ন সম্মুখে, মানস মোহন সরসহাসিনী।
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ওগো তুমি মোর, বিদ্যা বুদ্ধি আর জ্ঞানপ্রদায়িনী ॥

২। মা সরস্বতীর আদ্যাক্ষর চার, সে যে গো আমার মনের মোহিনী।
সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজ, সংস্কৃতি সদাই আমার সাধনাসঙ্গিনী ॥
সাহিত্য সাধনা, সংযম আবার, স্বাবলম্বন যে এ চারি শীলনী।
বাগ্দেবী মাতার আদ্যাক্ষর চারি, হয় বিদ্যা বুদ্ধি বিবেক ও বাণী।
অজ্ঞানের জ্ঞান, তুমি হও ওগো, বিশ্বের সবার তিমিরনাশিনী ॥
এ বিশ্বের ঝঞ্ঝা, মাঝে গো জননী, তুমিই সবার নিস্তারকারিণী ॥

৩। ভুলালে সকল জ্বালা দাও মাগো ঝঙ্কারে বীণায় অমৃত প্লাবিনী।
আমরা তোমার অবোধ ছেলে যে, জ্ঞান দাও মাতা অজ্ঞানহারিণী ॥
আরাধনা করি, তোমার জননী, তুমি দীন দুঃখী অধমতারিণী।
অজ্ঞান হরিয়া সকলের ওমা, তুমি হও জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রদায়িনী।
একাধারে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত করহ প্রচার, জ্ঞানের দায়িনী ॥
হয়ে আছ মাতা তুমি বাগ্‌দেবী, রসরাজ হৃদে যে অন্তর্যামিনী ॥

("আসর পত্রিকার" বাণী অর্চ্চনা উপলক্ষে উদ্বোধন ভাষণ জন্য রচিত ও উদ্বোধক হিসাবে পঠিত।)

১৪ মাঘ '৬১ ; ২৮ জানুয়ারী '৫৫

কলিকাতা বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীসুরেশ চন্দ্র তালুকদার এম্, এ, বি, এল, এড্‌ভোকেট মহাশয়ের করকমলে*

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

১। হে উকীল মহাশয়, সুরেশ তালুকদার।
দেখিতেছি তোমার যে, গুণেরও নাহি পার ॥
তোমার হে মন সদা আইনেতে যে নিবেশ।
উকীলরা সভাপতি করিয়াছে তা বিশেষ ॥

ফৌজদারী আদালতে, তোমার যে দক্ষ নাম।
ছড়ায়েছে চারিদিকে, ভরে গেছে সর্ব্বধাম ।।
কত দুর্বৃত্তে যে তুমি, করাইয়া দিয়া সাজা।
উকীলগণের তুমি, তাইত হয়েছ রাজা ।।
আসামীরে নিজগুণে, করায়েছ তুমি মুক্তি।
দিয়া তোমার সুদক্ষ, আইনজ্ঞ সার যুক্তি ।।
বিচারকগণ তাই, তোমারে করে যে ভক্তি।
তোমার বিরুদ্ধে গিয়ে, মিছে নাহি দেয় শক্তি ।।
দুষ্টরে দমন করে, দেশের কর যে হিত।
সাধনা তোমার সদা, সাধু পথে যে নিহিত ।।
এইত গেল তোমার, আইনজ্ঞতার দিক।
সাহিত্যের চর্চ্চায়ও, তুমি আছ যে হে ঠিক ।।
এই কথাই সিদ্ধান্ত, আমি করিয়াছি ঠিক।
ভেবে দেখি ইহা নহে, যে গো কেবলি অলিক্ ।।

২। জমিদারী ও তালুক, সবার গেল যে চলে।
দেশের ঐতিহ্য আদি, ভেসে গেল গঙ্গাজলে ।।
তোমার তালুকদার পদবী কেবলি হায়।
অলিক্ তালুক শুধু, রাখিল বুঝি বজায় ।।
তোমারই গুণমুগ্ধ "রসরাজ" তাই আজ।
এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে, তুলেছে যে আওয়াজ ।।
বিভু পদে আমি সদা, ওহে এই ভিক্ষা চাই।
দীর্ঘজীবি হয়ে তুমি সবে করহ রেহাই ।।
বেশী কিছু বলিব না, এইবার আমি যাই।
আপনাকে জানাইয়া শ্রদ্ধা, ছুটী আমি চাই ।।
তুমি আইনজ্ঞ আর সাহিত্যিক তাহা জানি।
এখন মনে যে আর কিছু যোগায় না বাণী ।।

ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের উদ্যান সম্মিলনে। ২৩ মাঘ, '৬৩; ৬ ফেব্রুয়ারী '৫৫

বন্ধুকন্যা কল্যাণীয়া পূর্ণিমার শুভবিবাহে টেবিল আলো উপহারদান প্রসঙ্গে—

আশীর্বচন।

পূর্ণিমার কাছে, এই আলো নহে
কিছু তুলনায়।
তবু আমি ইহা, তোমায় দিলাম
ইচ্ছা প্রেরণায়॥

অমাবস্যা রাতে, তারকা হে যেন
জ্বলে ক্ষণে ক্ষণ।
মন অন্ধকার, যেন হায় ইহা
নাশে অনুক্ষণ॥

১৩ জ্যৈষ্ঠ '৬১ ; ২৭ মে '৫৪

Acknowledgement and Encouragement.

(ধন্যবাদ ও উৎসাহ দান)

It is your fame,
Not only a name.
You play the game,
We are the lame.
You are the tame,
Nothing to blame.
I have no shame,
Thanks for the same.

All are your credit,
Nothing to debit.
Fancy here is lit
That's the habit.
It is a bit wit,
And a tit-bit.
It is to lit,
And not to hit.

Help & Assistance.

(সাহায্য ও সহায়তা)

Sending you, something,
Be joyous, in receiving.
Something is, bettter than nothing ;
Cheer ye ! and be up and doing.
Contentment, is the thing ;
Qnantity is, nothing.
Self help do, everything ;
Divine help, is the thing.
Sermon is showering ;
You are benifiting.
"Rasharaj" is nothing,
Divine power working.

Fortune (ভাগ্যচক্র)

1. **"Fortune favours the brave : Who is not a knave."**

2. **"An upright & straight forward man ! On him the Divine Curse has ban."**

—Rasharaj Sermon

(1)

Fortune is a thing
None take away ;
Money, any one
Can snatch away.
Catch the fortune,
By the forelock ;
Know he never,
Does any one mock.

(2)

He who is just,
And is a brave ;
Fortune help him,
As like a slave.
Who is unjust
And is a knave ;
Leads own fortune,
On to the grave.

(3)

Some have lucky days,
They do not choose ;
Some have lucky hours,
These they do lose.
The ups and downs,
Do change, like wheel.
So you will must
Have the strong will.

(4)

Fortune. here is,
The fore runner ;
God's will alone
Is its creator,
Always know. He is
Ever ready ;
Rasharaj's belief is
Ever steady.

ত্রিদেব সম ! তিন নেতা !! ত্রিলোকে !!!

(১) মহেশ্বর সম মহাত্মা গান্ধী—স্বর্গে (মৃত)

(২) বিষ্ণুসম পণ্ডিত জওহরলাল—মর্ত্ত্যে (জীবিত)

(৩) ব্রহ্মাসম নেতাজী সুভাষচন্দ্র—পাতালে (লুক্কায়িত)

অর্থাৎ ত্রিবাস !*

* * * * *

* ত্রিদেব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।
তিননেতা—গান্ধীজি, জওহরলাল ও সুভাষ বসু।
ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল।
ত্রিবাস—স্বর্গবাস, মর্ত্ত্যবাস ও অজ্ঞাতবাস।

রসরাজ বিরচিত অবদান।

(১) মহাত্মার মহাপ্রয়াণে—**মর্ম্মবাণী** (পৃষ্ঠা, ৭৭ দ্রষ্টব্য)

(২) পণ্ডিত জওহরলালের জন্মবার্ষিকী উৎসবে

"আনন্দোচ্ছ্বাস" (পৃষ্ঠা, ৬৯ দ্রষ্টব্য)

(৩) নেতাজীর জন্মদিবস উৎসব উপলক্ষে

"ভাবের অভিব্যক্তি" (পৃষ্ঠা, ৭৫ দ্রষ্টব্য)

রসরাজ কাব্য ও সাহিত্যের

নবম প্রকাশনী।

৬৭ নং, পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬
শিবচতুর্দ্দশী

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক;
রসরাজ।
মূল্য—পাঠান্তে অভিমত দান।

৮ ফাল্গুন '৬১ ; ২০ ফেব্রুয়ারী '৫৫

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ২, ১৯, ২০, ২১, ২৪ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমান বিশ্বজিৎ ঘোষের আব্দারে সঙ্গে সঙ্গে রচিত :—

দোললীলা কাব্য।

আজি দোল পূর্ণিমার দিন ওহে, আনন্দ ধরায়।
দোললীলা আনন্দেতে সবে মিলে, মেতেছে হেথায়॥
রাধাশ্যাম সুন্দরের যুগলের, দোললীলা খেলা।
তাঁহাদের অপার যে, মহিমা হে, যায় কভু ভোলা॥
চিরন্তন সে পন্থার অনুযায়ী, উৎসব যে করে।
তাঁহার এ লীলারই সেবা যেহে, করিবার তরে॥
আবীর ও কুম্‌কুম্ আদি সব, পদদ্বয়ে দিয়া।
আনন্দেতে আত্মীয় ও স্বজন স' (হ), ভরায় যে হিয়া॥
তাঁহার এ লীলায় যে মহিমার গুরুত্ব অপার।
আমাদের পক্ষে ইহা হয় ওহে, বোঝা অতি ভার॥
রসরাজ বলে তাই, এ লীলাকে কর নাক হেলা।
জানিবে যে ইহা নহে কেবলই, দোলের রং খেলা॥

দোল পূর্ণিমা ২৪ ফাল্গুন '৬১ ; ৮ মার্চ্চ '৫৫

আড়িয়াদহ শ্রীপাট বাটিতে দোলযাত্রা উপলক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মিত্র মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা প্রসঙ্গে রচিত ঃ—

ভাববাণী।

১। এস এস সুধিবর, ধর প্রীতি উপহার।
অপার আনন্দে আজি পরিপূর্ণ হৃদাগার ॥
তুমি হে ধর্ম্মাবতার, তব করুণা অপার।
মামলায় হয় কত সংসার যে ছারখার ॥
তাব নিবারণ যেগো, কর তুমি চিরদিন।
সবারে করিতে রক্ষা, ব্রত তব অমলিন ॥
রবে এযে হয়ে তব অক্ষয় অমর কীর্ত্তি।
আমাদেরও যে এতে, উপজিল কত স্ফূর্ত্তি ॥

২। সালিশীর মেটামেটি হল সব ছারখার।
মেটামিটিকারী যারা, সকলে মেনেছে হার ॥
আদালতে গেলে পরে, রেহাই নাহিক আর।
দাপটেতে আপনার মানিল তাহারা হার ॥
মিটমাট করা ছাড়া নাহি পেল কেহ ছার।
পথ খুঁজে নাহি পেল—পেলনা কেহই পার ॥

৩। শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মিত্র, ধর্ম্মাবতার যে ইনি।
সবার **মিত্র** সদাই, বিচারেও শ্রেষ্ঠ তিনি ॥
মিত্রতা করিয়া তিনি হতেছেন যে বিকাশ।
এ ভাবেই **জ্যোতি** নাম, করিতেছেন **প্রকাশ** ॥
সবজান্তা স্পষ্টভাষী আমি অতি যে দুর্ম্মুখ।
অপরাধ ক্ষম মোর, ক'র না কভু বিমুখ ॥

২৯ ফাল্গুন '৬১ ; ১৩ মার্চ্চ '৫৫

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺মুরারীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের স্মরণার্থে ৫১তম মুরারী সম্মিলন উপলক্ষে ঃ—

ভাববচন।

হে মুরারী, তুমি যেহে নয় বংশীধারী।
তুমি ওগো হও যেহে মৃদঙ্গের ধারী ॥
যে মৃদঙ্গ ঋষি যুগে ছিল ওগো শুনি।
দক্ষ তুমি ঐ মৃদঙ্গে, তাহা মোরা জানি ॥
স্মৃতি তব পূজি মোরা পঞ্চাশ যে বর্ষ।
শিষ্য তব 'সুবোধ' যে, অতি তার হর্ষ ॥
দেবেন্দ্র দে মোদের যে তাহারেও চিনি।
এ সুবোধ হয় যেহে যোগ্যতর তিনি ॥
'সুবোধ' যে সুবোধই, এই কথা জানি।
ইহা ছাড়া আর কিছু, নাহি যেহে মানি ॥
মৃদঙ্গের গুণে তব, হই যে বিহ্বল।
নিজে ওযে তব গুণে হয়েছে উজ্জ্বল ॥

কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি ছিলে, ইঞ্জিনিয়ার গো।
মৃদঙ্গের একনিষ্ঠ সাধক যে ওগো ॥
তব শিষ্য শিখিয়াছে কত তব বোল।
মৃদঙ্গের বোলে তব হরি হরি বোল ॥
তব নাম অমর যে করিবার তরে।
'সুবোধে'র ব্রত এযে, সাধে নিজ করে ॥
মৃদঙ্গের আচার্য্য যে, হও ওগো তুমি।
মোরা দোহে এক মন রসরাজ আমি ॥
এ মুরারী সম্মিলন, হবে দীর্ঘব্যাপী।
ভগবানে মনপ্রাণ, তাই দিনু সঁপি ॥
এ কথায় বুক বেঁধে, এবে তবে আসি।
বিদায় যে দিন সবে, নিয়ে মুখে হাসি ॥

৪ চৈত্র '৬১ ; ১৮ মার্চ্চ '৫৫
"মুরারী সম্মিলন" উপলক্ষে রচিত ও পঠিত।

প্রীতিরাণী দিদিমণির আব্দারে সঙ্গে সঙ্গে রচিত।*

ডলিমাসীর বিয়েতে—

"কি মজা"!

এতদিনে ফুটল যে, তোমারই বিবাহের ফুল।
তাই মাসি আমি আজি, হচ্ছি এত আনন্দে আকুল ॥
ঢুক ঢুক ঢাক বাজে আর দেখ, বাজে কত শাঁখ।
তাহা দেখি আর ভাবি আমি ওগো, বিয়ের কি জাঁক ॥
বর সেজে, আসবে যে, টোপরটি মাথায় চড়িয়ে।
শাঁখের ঐ আওয়াজ পেয়ে ছুটে, দেখব যে গিয়ে ॥

বর বড়, ক'নে বড়, এই কথা হয় কাণাকানি।
আমারও কিন্তু আর ইহা ছাড়া, নাহি কোন বাণী ॥
আমার যে আব্দার, দাদু আর কি করবে বল।
তাই দাদু সঙ্গে সঙ্গে, এই দেখ পদ্য লিখে দিল ॥
এ বিয়েকে ভাল বলে তবে পাবে, সবে যে রেহাই।
রসরাজ বলেছেন, ইহা যেন জানেন সবাই ॥
কি আনন্দে বিয়ে হল, করে মজা, মোরা দেখে তাই।
সবে মিলি আমরা যে, প্রাণভরে উলু দিয়ে যাই ॥

আহ্লাদে আটখানা
প্রীতি।

১৭ ফাল্গুন '৬১ ; ২১ মার্চ্চ '৫৫

* দাদুর (কবি রসরাজের) শরীর সামান্য জ্বরাক্রান্ত—শুইয়া আছেন। এমন সময় প্রীতিদিদিমণি (২॥০ বৎসর বয়স্কা) আসিয়া আব্দার করিল—"ডলি মাসীর বিয়ে, মা বলেছেন, আপনাকে কবিতা লিখে দিতে হবে—আমি ছাপাব।" পরক্ষণেই উৎফুল্ল হইয়া বলিল "আমি লাফাব, না-না ছাপাব।" দাদু রসরাজ আর কি শুইয়া থাকিতে পারে, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল "দিদিমণি তুমি ঠিক বলিয়াছ—"তুমি লাফাবে আর আমি ছাপাব।" এই বলিয়াই দাদু দিদিমণিকে কোলে বসাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কবিতা রচনা করিয়া দিদিমণির হস্তে দেন। পাওয়ামাত্র আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে তাহার মায়ের কাছে লইয়া যায়। পরে দাদু ছাপাইয়া বিবাহ বাসরে বিতরণ করান।

শ্রীবিজয়কুমার সেনের ভাগিনেয়ী, কল্যাণীয়া চিত্রার কর্ণভেদ উপলক্ষে—

আশিস্-বচন।

হিন্দু ধর্ম্ম, মানে বেদ।
বেদে উক্ত, কর্ণ ভেদ্ ॥
মাতুলের তব জেদ্।
ঘুচাইতে সেই খেদ্ ॥

রাখি নাই ত প্রভেদ্।
বাক্য মোর যে অভেদ।
তাই বলি চিত্রা মণি।
দীর্ঘজীবি, ইহা গণি ॥

সুখে থাক, সদা মানি।
আর কিছু নাহি জানি ॥
রসরাজ বলে আজ।
নাহি লাজ, হাস আজ ॥

১১ চৈত্র' ৬১ ; ২৫ মার্চ্চ '৫৫

দানবীর মহাপ্রাণ রায় শশিভূষণ দে বাহাদুরের করকমলে।*

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাংলার গৌরব, মোদের দে শশী। মহানুভবের নাহি যে তুলনা।
বণিক বংশেতে, জন্মেছ যে আসি॥ ভগবানে ভক্তি, জানাতে ভুল না॥
তব কীর্ত্তি গাহে, তব যে গৌরব। দীর্ঘজীবি হও, এ করি কামনা।
বাঙ্গলা ছাড়ায়ে, গেছে যে সৌরভ॥ ভগবান কৃপা, ছলনা জানেনা॥
বিদ্যালয় তুমি করেছ স্থাপনা। অনাথের নাথ, দরিদ্রের পিতা।
হাসপাতালও করেছ সূচনা॥ তাই তোমা যশ, দিয়াছেন ধাতা॥
এযে নয় শুধু সংসারের খেলা। সংকীর্ত্তি করে যে, অমর হয় সে।
অকারণ নহে যশ দিতে বলা॥ মহাপ্রাণ হলে, বিভু কৃপা আসে॥

১২ চৈত্র '৬১ : ২৬ মার্চ্চ '৫৫

* শশিভূষণ দে স্কুলের বার্ষিক অধিবেশনে ও পুরস্কার বিতরণী সভায় পঠিত ও উপহার প্রদত্ত।

কন্যা পরমকল্যাণীয়া চম্পকলতাকে প্রদত্ত—

"জ্ঞানের আলো" *

উপহার।

"জ্ঞানের আলোটি" দিলুম তোমায়, এর নাহি তুল।
মনের আঁধার, ঘুচাবে ইহাই, এ কথা নয় ভুল॥
তোমার উপর বিভুর কৃপার পড়ুক যে ডালি।
রসরাজ সদা, এই কথা শুধু, বলে যে খালি॥
তা হলে জান্বে, মনে যে জলবে, জ্ঞানের ঐ আলো।
সবাই তখন বলবে তোমায়, এক বাক্যে ভাল॥
এ কথাটি ভেবে, সবাই তোমরা, মনে মেনে চল।
তখন দেখ্বে, সারা দেশ কত উন্নত যে হল॥
এ যে নয় ওহে, ভবের আলোক, জ্ঞানালোক তাই।
এ কথা সদাই, আমি ওহে আজ, সবে বলে যাই॥
অন্তরে সবার, জ্ঞান আছে কিছু, এই কথা জে'ন।
একেবারে কেহ, অজ্ঞান যে নয়, এ কথাই মেন॥

১৮ বৈশাখ '৬২ ; ২২ এপ্রিল '৫৫

* "জ্ঞানের আলো"—জ্ঞানী ও মনীষিগণের তালিকাসহ নাম অন্বেষক আলোযুক্ত শিক্ষাপ্রদ কৌতুককর ক্রীড়ার বাক্স।

The Ocean

At the sight of The Bay of Bengal from Puri Beach. *

1. Description

Roll on, you roll on ;
Blue ocean, you roll on,
Calm in winter ;
Hot in Summer.
Neither you worry ;
Nor you sorry.
Always you drop ;
Never you stop.
For ev'r you flow ;
Always you blow.
Always you work
Even in dark.

2. Feature

Never you, feign ;
Ever you gain,
Shining in noon ;
Shining in moon.
Always in humour ;
Never you murmer.
Shining like gold ;
Beauty so untold.
Diamond like bed ;
Or glass flower bed.
Shining like, anything ;
Diamond is, nothing.

3. Characteristic

Always you dashing ;
White bears rushing.
Steel wire throwing ;
Thunder roaring.
Chang'ng in power ;
God's glory shower.
Always in duty ;
Worker's equity.
True to work ;
Morality in work.
Untired is Sea ;
Always we see.

4. Conclusion

The Divine Power ;
The glory shower.
God's manifestations ;
Not imaginations.
Mov'ng in valour ;
Changing in colour.
Incarnation of activeness
Also is of vastness.
Almighty is eternal ;
Ocean also is eternal,
From it we learn ;
Moral we earn.

* Autumn Full-moon, Puri—1st. Oct. 1955.
শারদ পূর্ণিমা, "গোলাপকুল," পুরী, ১৪ আশ্বিন' ৬২

রাসপূর্ণিমা রাত্রে সমুদ্র সাক্ষাতে ।*

জ্যোৎস্নার রাতেতে, সাগর সৈকতে, সিন্ধুবারি চমকিছে ।
ঝিকিমিকি হাসি, হীরা রাশি রাশি, সদা যেন জ্বলিতেছে ॥
কখন বা মনে, হয় ক্ষণে ক্ষণে, রূপার স্রোত বহিছে ।
পূর্ণিমা চন্দ্রের, দীপ্তির উত্তর, এই যেন হে দিতেছে ॥

ইহাদের কেহ, নহে যেগো হেয়, ইহা যেন জানাইছে।
চন্দ্রেরই ছটা, প্রতিবিম্ব ঘটা, স্ফটিকে যে বাড়াইছে॥
তার ফুলরাশি, ছড়ান তা হাসি, হীরক যেন জ্বলিছে।
সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি, বিধাতা যে তিনি, তাঁর জ্যোতি দেখাইছে॥
তাই ভাবি নমি, রসরাজ আমি, অন্তরে ভক্তি উদিছে।
মোরা নয় বোকা, খাবো নাকো ধোঁকা, স্রষ্টাকে ভুলনা মিছে॥

রাস পূর্ণিমা, পুরী, ১৩ অগ্রহায়ণ '৬২
মিথিলা সেবক পত্রিকার ১৪।১২।৫৭ খৃঃ মৈথিলি ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।
ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ৫৩ দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালার গৌরব ও মুকুটমণি এবং কর্ম্মবীর শ্রদ্ধেয়

কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক বাহাদুরের স্বর্গারোহণে

মর্ম্মবাণী।

বর্ণনা।

ওগো বাঙ্গালার, গৌরব চন্দ্র।
তুমি যে কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র॥
দেব সেনাপতি, কার্ত্তিক বলে।
কর্ম্মবীর তাই, তুমি যে ছিলে॥
কার্ত্তিক পূজার, একই সঙ্গে।
এসেছ তুমিও, এই যে বঙ্গে॥
সেই সে পূজার, বিজয়া কালে।
নিজের জীবন, ডালি যে দিলে॥
ইচ্ছা মৃত্যুই যে, একেই বলে।
তাই বিজয়ায়, গেলে যে চলে॥
পুণ্যাত্মা সকলে, বলে যে তারে।
মৃত্যুর যন্ত্রণা, ধরেনা যারে॥
সেই দৃষ্টান্ত কি, দেখান তরে।
চলে গেলে তুমি, এ লোক ছেড়ে॥
কর্ম্মময় তব, ধন্য জীবন।
কর্ম্মের সঙ্গেই, হ'ল পতন॥
এমন অপূর্ব্ব, মৃত্যু যে হায়।
অতি কদাচিৎও, দেখা যে যায়॥
বণিক কুলের, চন্দ্র ও তাজ।
অস্তমিত হ'ল, সকালে আজ॥

সাধনা।

তোমার সাহায্য ও কর্ম্ম দ্বারা।
বলিষ্ঠ হয়েছে, অভাবি যারা॥
এইরূপ আছে, যে কত শত।
আমি আর সব, বলব কত॥
সুবর্ণ বণিক, আছে সমাজ।
তোমার মত, কে করেছে কাজ॥
বেশী আর বলে, নাই যে কাজ।
তব আশীর্ব্বাদ, আমার তাজ॥

মৃত্যুর পনেরো দিন যে আগে।
আশিস্ দিয়েছ যে ডাক যোগে॥
মোর কবিচন্দ্র যে সম্বর্দ্ধনা।
দিয়েছে তোমায়, এত প্রেরণা॥
আসল গুণিন্ হয় হে যেই।
গুণের আদর, বুঝে যে সেই॥
তুমি গুণে ওহে, কষ্টি পাথর।
দাগ পড়েছে যে, তার উপর॥
যেমন চিনেছ, তুমি আমায়।
তেমন চিনেছি, আমি তোমায়॥
অন্যের কথায়, যে কাজ নাই।
হরি, হরি বল, ওহে সদাই॥

কামনা।

তোমার অক্ষয় স্বর্গেতে বাস।
কভু নাহি হবে, তার বিনাশ॥
তব কীর্ত্তি রবে যে এই ভবে।
চন্দ্র সূর্য্য ভবে য'দিন রবে॥
তব যশ সবে, গাহিবে গান।
শুনে যে মোদের, জুড়াবে কাণ॥
ভারত যে আজ, দুঃখেই ভরা।
আর বেশী কিবা, বলিব মোরা॥

উৎসর্গ কাব্য।

সার্থক সে হইবে হে, মোর এই সামান্য যে পদ্য।
শ্রাদ্ধ দিনে ইহা যদি, উৎসর্গিত হয় ওহে সদ্য॥
সান্ত্বনা যে পাবে মোর, অন্তরের রুদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস।
শ্রাদ্ধকালে যদি ইহা, সকলকে দেয় হে উচ্ছ্বাস॥—কবিচন্দ্র, রসরাজ।

শ্রাদ্ধবাসরে এবং সুবর্ণবণিক সমাজের শোকসভায় উৎসর্গকৃত ও বিতরিত হয়।

রচনা স্থান—"গোলাপ কুল" পুরী, ১৭ অগ্রহায়ণ' ৬২

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ৫৪ দ্রষ্টব্য।

পুরীর সমুদ্রকুলে মনোহর দৃশ্য দৃষ্টে।

পূর্ণিমার গোধুলিতে সাগরের তটে।
এই অপূর্ব্ব সুযোগ, কিহে সদা ঘটে॥
পশ্চিমেতে সূর্য্যদেব যে হে অস্ত যান।
পূর্ব্বে তখনই চন্দ্র যে উদীয়মান্॥
সমুদ্র বক্ষে এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।
চমকিত করে অতি, সবে যে অবশ্য॥
এইরূপ সমভাব আর মিতালি যে।
কোনখানে দেখিতে হে কেহ পাবে না যে॥

এযে দিন ও রাত্রের বিধানের কর্ত্তা।
বুঝাইয়া নিজ নিজ দায়িত্বের বার্ত্তা ॥
দিবাপতি সূর্য্যদেব, ল'ন অবসর।
রাখি রাত্রপতি চন্দ্রে, তার যে দোসর ॥
এযে দেবের পাহারা যেন ওহে ভাই।
ঈশ্বরের আদেশেতে, সদা চলে তাই ॥
নরচক্ষে চন্দ্র আর সূর্য্যের মিলন।
এই শুভদিন ছাড়া, নাহি যে লিখন ॥
এই হয় পূর্ণিমার, গোধুলি লগন।
সূর্য্য ও চন্দ্র দেবের গমনাগমন ॥
অপরূপ দৃশ্য দেখি, আমি যে স্তম্ভিত।
এতে বিভুর কর্ম্মের, পাই যে ইঙ্গিত ॥
অনাদি অনন্তকাল, তিনি যে হে ধরি।
যথারীতি চলেছেন যে হে কার্য্য করি ॥
অনন্ত আকাশ তলে, সিন্ধু বিদ্যমান।
দিবারাত্র সদা গর্জে, নহে ম্রিয়মান ॥
দৈব কর্ম্ম সূচিমত, এমন এ ঠাঁই।
কোথা আমি নাহি আর, দেখিতে যে পাই ॥
এ যে শ্রীভগবানের, লীলা আর খেলা।
কত যে অপার তাহা, যায় কি হে বলা ॥

মাঘীপূর্ণিমা ; পুরী, ১৩ মাঘ '৬২

ক্রোড়পত্র — অভিমত পত্রাবলী ৫৫ দ্রষ্টব্য।

খুকুমণির আব্দারে সদ্য রচিত—

মাছের সখের কবিতা।

জল বিনে মীন, বাঁচে কোন দিন।
ইহা বিধিমত, হতে বহুদিন ॥
সমুদ্রের আছে, কত যে হে মাছ।
মোদের তার যে, কিছু নাহি আঁচ ॥
পুকুর, নদীর, মাছের যে নাম।
মেছোরা যে সব, জানে তার নাম ॥

আগে যে চীনের, ছিল লাল মাছ।
নানা দেশ হতে, এবে আসে মাছ ॥
কেহ সখ করে, রাখে ঘেরা কাঁচে।
জানে যারা পোষে, নাম কত আঁচে ॥
এ নয় কেবল, মাছেরই খেলা।
এ সৃষ্টি কর্ত্তার, হয় লীলা খেলা ॥

১০ চৈত্র '৬২ ; ২৪ মার্চ্চ '৫৬

সাহিত্যতীর্থ কর্তৃক প্রবীণ কথা সাহিত্য সম্রাট শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের ৭৯ তম জন্ম জয়ন্তী সম্বর্দ্ধনা উৎসবে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সাহিত্যের প্রবীণ দেব আপনি এবং কাব্য সাহিত্যের পূজারী আমি। সে কারণ আমি স্বরচিত কাব্য মন্ত্রপাঠে হৃদয়াভিনন্দন জানাইয়া মাল্যদানে পূজা করিব—আজ আপনার এই শুভ ৭৯ তম জন্ম জয়ন্তী উৎসব দিনে।

এস এস সুধিবর,
ধর প্রীতি উপহার।
কি অপার আনন্দেতে
পরিপূর্ণ হৃদাগার॥

এনেছি এ ফুলমালা,
দিতে তব গলে আজ।
তব জন্ম উৎসবকে
সার্থক যে, করি আজ॥

—রসরাজ।

২ বৈশাখ '৬৩; ১৫ এপ্রিল '৫৬

সান্ধ্যশিল্পী কর্তৃক "জোয়ার" অভিনয়ে সভাপতি রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন বিরচিত—

প্রস্তাবনা কাব্য।*

গত বৎসরেতে, ঝড়েরই তোড়ে
'ঝড়' নাটক করেছ।
এবারও তাই ভাবের জোয়ারে
'জোয়ার' বই লিখেছ॥
তোমরা সকলে, সান্ধ্যশিল্পী হও
শুধু অভিনেতা নহে।
সাহিত্য সমাজ, দান এবং ধর্ম্ম
সবই কর যে ওহে॥
দেশের এখন চলেছে যে গতি
অনেকের অবনতি।
সৎপথটি ছেড়ে সদাই কুপথে
চলিয়াছে যেহে গতি॥

বোঝে না প্রথমে ধর্ম্মপথ সদা
যদিও হয় কঠিন।
জানিবে শেষেতে, তাহার ফল যে
না হয় কভু বিলীন॥
কথায় যে আছে, "অতি লোভে তাঁতি,
হয়ে থাকে যে হে নষ্ট।"
তাইত সদাই, সত্য হতে হয়
অনেকেই যে হে ভ্রষ্ট॥
কেহ অতি লোভে কালা বাজারের
জোয়ারে ভেসে যে যায়।
তাইত "জোয়ার" নাটকের সৃষ্টি,
হইল বুঝিবা হায়॥

* * * * *

* অভিনয়ের কার্য্যসূচী তালিকাভুক্ত।

তোমাদের এই, অভিনয় ভাই
হইবে যে গো সফল।
জনগণ যদি, তাহে পায় ত্রাণ
হ'তে দুষ্টের কবল ॥
ঈশ্বরের কাছে, আমি সদাই যে
এই প্রার্থনাই করি।
আজিকার এই, অভিনয় যেন
নাশে হে সকল অরি ॥

জোয়ারের জলে, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে
আসে যে হে গ্লানি।
সেই জোয়ারের জলের তোরেই
ধোয় গ্লানি, তাহা জানি ॥
মঙ্গলময়ের কৃপা হলে যেহে
সবই হয় সম্ভব।
এ রসরাজের সমাধান হবে
হলে জ্ঞানের উদ্ভব ॥

৮ বৈশাখ '৬৩; ২১ এপ্রিল '৫৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসভার উপনির্ব্বাচন। কংগ্রেসপ্রার্থী—শ্রীঅশোক সেন; বিরুদ্ধপ্রার্থী—শ্রীমোহিত মৈত্র। কংগ্রেসের মিছিলযাত্রা দর্শনান্তেই রচিত। তাং ২২-৪-১৯৫৬

১। আমার যে পদ্য।
লেখা হয় সদ্য ॥

২। যখন যা দেখি।
তখন তা লিখি ॥—রসরাজ।

ভোট ভণ্ডুল কাব্য।

ভোট ভোট করে, চারিধারে ভাই, কেবলই হাই হাই।
কংগ্রেসকে যেহে, দেওয়াই চাই, তাহাতে রেহাই নাই ॥
বিরুদ্ধ দলের, ঠেলা ওযে ভারি, তাই লড়ালড়ি করি।
বাই সাইকেলে, * মারে ধাক্কা যদি, বলদের গাড়ী † চড়ি ॥
তখন কি যে হে, হবে ফলাফল, তাহাইত যে ভেবে হায়।
এখন কিছুই, উচিত হলেও, বলা আর নাহি যায় ॥
আবোল তাবোল, যাহা আমি খালি, নিরবধি ভাবি বেশী।
তাই আমি বলি, শূন্য কলসী যে, চিরকাল বাজে বেশী ॥
ভেতর যে ফোক্কা, আর ধাপ্পাবাজি, হয়না কিছুর কাজি।
যদি হতে চাও, আসল যে কাজি, সাচ্চা হ'তে হও রাজি ॥
দলাদলি আমি, নাহি যেহে গণি, তোষামোদ নাহি জানি।
ভাবের আবেগে, লিখে যাই আমি, মনের বিলাস মানি ॥

* * * * *

* **বাই সাইকেল=বিরুদ্ধপন্থী দলের প্রার্থীর প্রতীক্।**

† **জোড়া বলদ=কংগ্রেস দলের প্রার্থীর প্রতীক্ ॥**

মনে যদি কারো, আমার কবিতা, লেগে থাকে কভু ভাল।
তবেই আমার, পূর্ণ হবে আশা, দেখিবে সম্মুখে আলো ॥
কাহার মনেতে, যদি নাহি পারি, দিতে এতটুকু তোষ।
ফিরায়োনা মুখ, কর না আমার, উপর তোমরা রোষ ॥
এ হয় আমার, ভাবের ফোয়ারা, মনানন্দে গাহি গান।
দলাদলি আর, হীনতা নীচতা, নাহি চায় মোর প্রাণ ॥

৯ বৈশাখ '৬৩ ; ২২ এপ্রিল '৫৬

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৪৪, ৫৪ দ্রষ্টব্য।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার সভ্য উপনির্ব্বাচনের ভোটগ্রহণ। কংগ্রেসপ্রার্থী—শ্রীঅশোক সেন। বিরুদ্ধদলপ্রার্থী—শ্রীমোহিত মৈত্র। ভোট গণনার পূর্ব্বেই, ভোট গ্রহণ দিনেই বিরচিত। তাং—২৯-৪-১৯৫৬ দৈবক্রমে শ্রীমোহিত মৈত্র বিজয়ী হইয়াছিলেন।

রাম জন্মাবার পূর্ব্বে রচেছিল রামায়ণ।
গণনার পূর্ব্বে আমি করেছি প্রণয়ন ॥ —রসরাজ।

নির্ব্বাচনীয় রঙ্গলীলা।

বঙ্গ ও বিহার সংযুক্তির তরে যে দাপটে।
অনেকেই হায়, এখনও ওহে, আছে চটে ॥
মোহিত মৈত্রের মিত্রতায় সবে মোহিত যে।
ভোট দিয়াছেন, সবে তাই তাঁরে, সেজে গুজে ॥
সাইকেল * দৌড়ে, সঙ্গে দৌড়ে জোড়া যে বলদ †।
কি যে হায় ওরা করিবে গোড়ায়, যে গলদ ॥
সবাইকে যে হে, তারা করিবারে চায় তুষ্ট।
ফলে কিন্তু অন্য, একেবারে হয়, পথ ভ্রষ্ট ॥
শ্যামও রাখিব, কুলও রাখিব, একি প্রথা।
বল ওহে আমি, কেমনে বুঝিব, এই কথা ॥
যারা ছিল আগে, অ্যারিষ্টক্র্যাটিক্, অবহিত।
তারাই এখন, অপ্রেস্‌ড্ বলে, হে কথিত ॥

*   *   *   *   *

* সাইকেল—বিরুদ্ধপন্থী দলের প্রার্থীর প্রতীক।

† জোড়া বলদ—কংগ্রেস দলের প্রার্থীর প্রতীক।

তাইত এখন, হইতেছ তুমি, হে ধর্ষিত।
যার যাহা কর্ম্ম, ফলও সেরূপ, যে বর্ষিত ॥
মুড়ি মিছরীর দর করিলে যে, ওহে এক।
অসতেরা তাই, দেখি তব গেল, হয়ে এক ॥
তাদের ঠেলায়, কার্য্যক্ষেত্রে যেহে, চলা ভার।
তাইত সৎ যারা, হয়না ঘরের, যে হে বার ॥
আমিও ত তাই, এখন হয়েছি, যে হে বোকা।
সবারই তাই, এখন লেগেছে, যে হে ধোঁকা ॥
ফলের বিষয়, আমি কিন্তু কিছু, নাহি জানি।
ভাবের আবেগে, যাহা মনে আসে, তাই মানি
এযে হয় ওহে, আমার ভাবের, অভিব্যক্তি।
আপনারা শুধু, শুন্‌বেন লয়ে, মনে ভক্তি ॥

১৭ বৈশাখ '৬৩; ২৯ এপ্রিল '৫৬

কোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৪৪, ৫৪ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন।

আগেকার বাক্য ছিল, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"।
এখন যে হয়েছে হে, "অবশ্যই তাহা চাই" ॥
বোনেদের ছিল নাহে, কোন কিছু যে বালাই।
নূতন যে আইনেতে, পড়িয়াছে ধরা তাই ॥
মৃত্যুকর, আয়কর, দিয়ে সবে হয় ক্ষীণ।
ভাইবোনে ভাগ করে, এবার যে হবে দীন ॥
অর্থ আছে যেইখানে, অনর্থও সেইখানে।
মামলার যে সৃষ্টি হয়, ইহা সবে সদা জানে ॥
পুরুষ যে স্ত্রীলোকের বশ তাহা যুগধর্ম্ম।
স্বামী আর বাপেরও বিষয়েতে, পাবে বর্ম্ম ॥
মেয়েরাত আইনেতে, দুই গুণ ভাগ পাবে।
পুরুষেরা হে সবাই, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হবে ॥

স্বাধীনতা মোরা এবে, পাইয়াছি, তাই বলে।
স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, দিচ্ছি যেহে এত তুলে ॥
অবশেষে নিজেদের ফাঁদে সবে, নিজে পড়ে।
ভুগিতে যে হবে শেষে, সবাইকে, জ্বলে পুড়ে ॥
বামাজাতি স্বভাবতঃ, কম বুদ্ধি সবে ধরে।
এইকথা প্রচলিত, বহুকাল যেহে ধরে ॥
তার পর উহাদের, পিছে যদি লাগে কেউ।
তা হ'লেই অনাচার, অনর্থের লাগে ঢেউ ॥

২। এযে কারো পৌষ মাস, কারও বা সর্ব্বনাশ।
মামলায় দালালও উকিলের, মিটে আশ ॥
হিন্দু কোড্ আইনেতে, হিন্দুধর্ম্ম যে অভাগা।
উত্তরের অধিকারী বিল তাতে যে সোহাগা ॥
বিবাহেতে পণের যে, আর নাহি হে বালাই।
বাপেরই বিষয়ের, ভাগে যেগো মিটে তাই ॥
ভাগাভাগি করে মোরা, হচ্ছি যেহে ছারখার।
তবু কিন্তু করিবার, কিছু নাহি অধিকাব ॥
মহারাণী ভিক্টোরিয়া, করিলেন যে রাজত্ব।
নীতি তার, পর ধর্ম্মে, না হইত হে প্রবৃত্ত ॥
স্বরাজ্যের কাজির যে, বিচার তা মোরা গণি।
ধর্ম্ম আর সমাজকে, নিয়ে করে ছিনিমিনি ॥
ঘর ভাঙ্গা চণ্ডীমার, প্রভাব যে হে ভাই।
ভাবিবার বলিবার, কিছুই যে, আর নাই ॥
হিন্দু ধর্ম্ম, সমাজের, দুর্ভাগ্য যে বড় ভাই।
এই ছাড়া আমি আর কিযে বলি, বল তাই ॥
সত্য ন্যায় ভ্রষ্ট হয়ে, পেতেছি যে মোরা কষ্ট।
আইনেতে হতে হবে, দেখ সব হতে ভ্রষ্ট ॥
এ বাংলার ঐতিহ্যত, সব গেছে নিয়ে কেড়ে।
এইবার হিন্দু ধর্ম্ম, সমাজ যে যাবে উড়ে ॥

('রসরাজ কাব্য ও সাহিত্যের ষোড়শ প্রকাশনী'।)

২১ বৈশাখ '৬৩ ; ৪ মে '৫৬

ক্রোড়পত্র — অভিমত পত্রাবলী, ২৮, ৩৩, ৫৪, ৯৬ দ্রষ্টব্য।

ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন মহাশয়ের, "সরলা" অভিনয়ে প্রস্তাবনা কাব্য।

সরল আশিস্ বাণী।

এ "সরলা" নয় গো গোপের বালা, দুধ যোগাইতে যায়।
এ যে রীতিমত নাটক তাইত, অনেক মহরা চায়॥
"মায়ের দাবী" ও "উল্কা" নাটকের কবিতা রচেছি আগে।
"সরলাতে" পুনঃ আমার রচিত, কবিতা যে আজ জাগে॥
পুরী যাত্রা পূর্ব্বে, তোমাদের বহু অনুরোধে যেহে আমি।
রচিয়াছিলাম যে "মায়ের দাবী", বাগ্‌দেবীকে হে নমি॥
লভি "কবিচন্দ্র" আর "কবিরত্ন" উপাধি সেথায় আমি।
প্রত্যাগত আজি, অভিনন্দনও, তাই মোরে দাও জানি॥
কৃতজ্ঞতা পাশে, বদ্ধ আমি ভাই, কেমনে পাইব ছাড়া।
তাইত কবিত্ব, হৃদয় উগারি, দিকে দিকে দেয় সাড়া॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হোক অভিনয়, নটরাজ পদে মাগি।
কায়মনোবাক্যে, প্রার্থনা জানাই, বিভুর আশিস্ লাগি॥
সরল জ্ঞানেতে, সরল প্রাণেতে, 'সরলা' নাটক কর।
আমি রসরাজ, সরল প্রাণেতে, জানাই আশিস্ ধর॥

২৯ বৈশাখ '৬৩ ; ১২ মে '৫৬। ক্রোড়পত্রে অভিমতপত্র ৭৯ দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের সম্পাদক মাধ্যমে সভাপতি ও ৩৯ জন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যের ইং ৩০।৬।৫৬ তারিখের অনুরোধপত্র* প্রাপ্তিতে উক্ত সমিতি হইতে নিজ পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করণে—

প্রত্যাহার কাব্য।

স্বজাতি ও কুটুম্ব যে নারায়ণ, ক'রে তা স্মরণ।
উপরোধ অনুরোধ, তোমাদের, করিয়া বরণ॥
সদস্যের পদ হতে অবসর, মাগিয়াছিনু যা।
"তব ইচ্ছা হোক পূর্ণ" নীতি মানি, ফিরাইলাম তা॥

* ক্রোড়পত্রে অভিমতপত্র ৩৪ দ্রষ্টব্য।

কথা আছে, উপরোধে লোকে নাকি, গেলে যেহে ঢেঁকি
বল দেখি, তাহা আমি, কেমনে হে, দিয়ে যাই ফাঁকি ॥
বলি আমি তোমা সবে, মিলে মিশে কর ওহে কাজ।
হিংসা দ্বেষ ভুলি সবে এক হও, পেয়ো নাক লাজ ॥
দেশের ও সমাজের হিত শুধু, হয় যে হে যাহা।
তোমরাও কায়মনে সদা ওহে, করে যাও তাহা ॥
এ শুভেচ্ছা দিয়া আমি ক্ষান্ত যে গো, হইনু এখন।
ভগবান নিশ্চয়ই বিমুখ না, করেন কখন ॥

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ৩৫ দ্রষ্টব্য।

বাংলার রাজ্যপাল মাননীয় ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের রাজ্যপাল রূপেই সজ্ঞানে মহাপ্রয়াণে—

ভাববাণী।

সদ্য শোকসন্তপ্তবিধুরা বঙ্গের ঈশ্বর প্রাপ্ত রাজ্যপাল সহধর্ম্মিণী মাননীয়া বঙ্গবালা সমীপে*

১। আশ্বাসবাণী।

কাব্যে নমি, কবি আমি, দিলাম কবিতা।
নিবন্ধন বিধির যা, করেছে বিধাতা ॥
বিধির যা, বিধান তা, হয় কি খণ্ডন।
তুমিও গো, কেমনে হে, করিবে লঙ্ঘন ॥
বেশী কিছু, ভেব নাক, হয়ে থাক শান্ত।
এই কথা বলে আমি, হলাম যে ক্ষান্ত ॥
সার্থক যে হবে মোর, কাব্য রচনা।
দিতে পারে যদি কিছু, তোমায় সান্ত্বনা ॥

* মৃত্যুর পরক্ষণেই রচিত ও প্রেরিত।

২। মর্ম্মবাণী।

একি কথা শুনি আজি, এ বেতার বার্ত্তায় যে ভাই।
রাজ্যপাল হরেন্দ্র যে, ইহলোকে এখন হে নাই ॥
হে হরেন্দ্র, হে বঙ্গেন্দ্র, এসেছিলে রাজ্যপাল রূপে।
দেহত্যাগ করলে যে, থাকিয়াই, সেই বিশ্বরূপে ॥
তব শোক, তব তাপ ছড়ায়েছে, এই বিশ্বব্যাপী।
উচ্ছ্বাস যে উথলিছে কেমনে হে, তাহা বল চাপি ॥
তাই বলি দেশব্যাপী, তোমরাই, বল গো হে সবে।
রাজ্যপাল গেছে বহু, স্বর্গধাম, গেছে কেহে কবে ॥
তব যশ, তব ত্যাগ, তোমারই বিদ্যা আর দান।
এ খবর পৌঁছায়নি, ভবে নাহি কোন যেহে কাণ ॥
বিভুপদে আমি সদা, এখন যে এই ভিক্ষা করি।
অবিচ্ছিন্ন চিরানন্দে, সুখে থাক স্বর্গবাস করি ॥
রবীন্দ্রের তিরোধান দিনে গেলে, ছেড়ে এই লোক।
মিলিবে কি তার সাথে, তুমি যেহে, গিয়া স্বর্গলোক ॥

২২ শ্রাবণ '৭৩; ৭ আগষ্ট '৬৬
ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ৮১, ৮২ দ্রষ্টব্য।

ভাই ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মজা দিদিমণির রাজ্যপালীরূপে আগমনে।

আবোল তাবোল।

মন্ত্রী যে কুমার, চিরকুমারীও রাজ্যপাল হায়।
দেশ দেশান্তর হতে যে তোমরা, দেখিবে হেথায় ॥
এ দেশে যোগ্য কি পুরুষ মানুষ, আর কেহ নাই।
প্রবীণা ঐ মিস্ 'পদ্মজাকে' তাই জুড়ে দিল ভাই ॥
পুরুষ পুরুষে লেগেছিল বুঝি, লড়াই হে যেন।
মেয়ে লোক তাই ফাঁকের ঘরে যে, হয়ে গেল জে'ন ॥
কথায় আছে যে "বামা জাতি সদা বাম বুদ্ধি ধরে"।
এখন একথা আর যে এ যুগে, কেহ নাহি ধরে ॥

এ কাব্য প্রসঙ্গে এই কথা কেন, যোগাল যে ভাই।
ইহার কারণ "কবিচন্দ্র" কিছু, খুঁজে নাহি পাই॥
"আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ," কেন তুমি রাখ।
"রসরাজ" তুমি, কেন এতে চুপ না করেই থাক॥
কিছুটা খবর পেলে কাব্যরস, উথলে যে উঠে।
কবিতা অমনি সঙ্গেই যোগায়, আসিয়া যে ঠোঁটে॥
ভাই ফোঁটা নিয়ে, পদ্মজা যে এলে, ওগো দিদি ভাই।
তাই মিছে যে গো খোঁটা দিচ্ছি আমি, তোমায় হে তাই॥
তুমিও ভেব না কিছু মনে, এযে রসিকতা ভাই।
তাই ভাবাভাবি, ইহাতে যে নাহি, কোথা কোন ঠাঁই॥

১৮ কাত্তিক '৬৩ ; ৪ নভেম্বর '৫৬

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫ দ্রষ্টব্য।

'দিদিমা' পাতান কাব্য।

(প্রত্যুত্তর কাব্য)*

দিদিমা তুমি যে কথা, কইছ লুকিয়ে।
আমিও যে তাই যাচ্ছি, কেবল শুকিয়ে॥
তোমারই হয় এই, আশীর্ব্বাদ কাব্য।
মোর পক্ষে হয় যে হে, সর্ব্বদাই সেব্য॥
তাই বলি দিদিমাগো, তুমি সব ভুলে।
সোজাসুজি কও কথা, ঘোমটা যে খুলে॥
দিদিমা যে তুমি হচ্ছ, সেকেলে স্ত্রীলোক।
তোমাদের শিষ্টাচার, হিন্দুর আলোক॥
আমি হচ্ছি "রসরাজ" মধ্যমের লোক।
খালি আমি বলি তাই, যা-হোক তা হোক
দিদিমার সম আমি, করি তোমা জ্ঞান।
বলি আমি যাহা তাহা, যেন হে অজ্ঞান॥

* মূল কাব্য জন্য ক্রোড়পত্রে অভিমতপত্র ৫৩ দ্রষ্টব্য।

আর বেশী বলে ওহে, আর কাজ নাই।
"হরি হরি" খালি বল, ওগো দিদিভাই॥
মন্মথর মন মত, তুমি যে দাদুমা।
'রসবতী' পাতায়েছি, তাইত দিদিমা॥
কার্ত্তিকের পূজা দিনে, রচিনু কবিতা।
লড়ালড়ি হবে, কিবা হইবে শোভিতা॥
রাসযাত্রা পূর্ণিমায়, পাঠানু কবিতা।
ফলাফল কি যে হবে, জানেন বিধাতা॥

৩০ কার্ত্তিক '৬৩ ; ১৬ নভেম্বর '৫৬

'যষ্ঠি মধু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষের প্রতি

দুটি কথা। (রসিকতা)

নব বর্ষের ব্যাগার উপদেশ। (New Year's advice gratis)

যষ্ঠি মধু. কেঠো মধু, চাকের যে মধু তুমি নও।
তাই তুমি, মিঠে কড়া, ভাবের যে এত কথা কও॥
কুমারেশ, সদাবেশ, ভরপুর হয়ে যে হে থাকে!
জানে না যে কুমারেশ* হজম সে করিবে হে তাকে॥
যষ্ঠি মধু সম্পাদক, তুমিই যে কুমারেশ ঘোষ!
সোজাসুজি শুনে যাবে, করিওনা কোন যে হে রোষ॥
দেশকাল, পাত্র বুঝে, সমাধান করা যে হে চাই।
ইহা ছাড়া আর অন্য, কোনরূপ সংগতি যে নাই॥
সত্যপথ, সোজা পথ, এই কথা মেনে যদি চল।
তবে তুমি, বড় হবে, সমতুল্য হবে কেহে বল॥
এতে তুমি, খ্যাত হবে, এই এক সোজা কথা জানি।
ইহা তুমি, জেনে রেখ, হয় যে হে "রসারাজ বাণী"॥

১৭ পৌষ '৬৩ ; ১ জানুয়ারী '৫৭

* লিভারের ও হজমের বিখ্যাত ঔষধ "কুমারেশ"।

শ্রীনারায়ণপ্রসাদ শীল, এটর্ণী মহাশয়ের (৯২ বৎসর বয়সে) মহাপ্রয়াণে, ছোট পুত্রবধূ তরফে উপরোধে বিরচিত।

মর্ম্মবাণী।

"জন্মদাতা হয় পিতা, ইহা যে হে, সর্ব্বলোকে কয়।
নারী কাছে শ্বশুরও পিতৃতুল্য, সদা যে হে হয়।
এই কথা মেনে যদি, সয়ে মিলে, ঠিক ভাবে চল।
সংসারেতে ভাবনা যে তার কিযে, রবে তাহা বল।
সত্য যদি গৃহলক্ষ্মী কুলবধূ, হতে তুমি চাও।
তাহা হলে এই কথা মনে রেখে, সদা চলে যাও।"

—রসরাজ বাণী।

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতা হয় তপ।
এই মন্ত্রে, সবে মিলে, করে যেহে জপ॥
সেই পিতা বাল্যে মোরে, করেন পালন।
এই কথা নাহি কভু, ভুলিব কখন॥
বিবাহের পরে এনু, শ্বশুরের বাড়ী।
পিতামাতা সঙ্গ হতে, পড়ে গেল আড়ি॥
পেয়ে হেথা শ্বশুরের, আদর আহ্লাদ।
আস্তে আস্তে শান্ত হনু, পেলুম আস্বাদ॥
ইহা হয় ঈশ্বরের, অশেষ যে দয়া।
ছাড়া কভু যায় কি হে, বাপ মার মায়া?
পিতৃসম শ্বশুর যে, করেন লালন।
ভুলাইল খেদ মম, তাঁহার পালন॥
কালক্রমে পিতামাতা গেলেন স্বর্গেতে।
পিতামাতা সম তুমি, রহিলে মর্ত্ত্যেতে॥
দীর্ঘকাল ধর্ম্মে কর্ম্মে, রহিয়া বিব্রত।
সংসার যে চালালেন, করে রীতিমত॥
অবশেষে ধর্ম্মে কর্ম্মে, করি সমাপন।
ইহলোক ছাড়ি স্বর্গে করিলে গমন॥
রোগ শোক জরা ব্যাধি, ধরেনি তোমায়।
সজ্ঞানে যে গঙ্গালাভ, হইল হেথায়॥
ইহা হয় তোমার যে জয় যাত্রা সম।
হরি হরি সবে বল, ছাড়ি সব তম॥
অক্লান্ত যে তুমি কর্ম্মী, জানে যে সবাই।
সন্দেহের ইহা মধ্যে নাহি কোন ঠাঁই॥
তব শোকে মোরা সবে, আকুল হয়েছি।
তব স্নেহ ভালবাসা, কত না পেয়েছি॥
সংসারও সাজায়েছ, চেষ্টা যে করিয়া।
বজায় তা করে রেখ আশিস্ করিয়া॥
তোমার যে স্নেহভাষা, ভুলিবার নয়।
এই কথা মোর মনে, সদা যেন রয়॥
কন্যাসম পুত্রবধূ, হই যেহে আমি।
স্বর্গসুখে রহ তুমি, এই বলে নমি॥

১৬ মাঘ '৬৩; ৩০ জানুয়ারী '৫৭

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের মহিলা শাখার পরিচালনায় বিচিত্র "রূপ-সজ্জা" প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠান উপলক্ষে রসরাজের—

"সাদা কথা"।

কথা মোর সাদা।	রূপ আর সাজা।	মোরা করি গর্ব্ব
মনে নেই কাদা ॥	এতে মিলে গোঁজা ॥	তাই হয় খর্ব্ব ॥
এতে আমি বাঁধা।	"তাঁর" ইচ্ছা কর্ম্ম।	ইহা ছাড়া আর।
নাহি কোন ধাঁধা ॥	ইহা কাজ ধর্ম্ম ॥	নাহি বলিবার ॥

২৬ ফাল্গুন ৬৩ ; ১০ মার্চ্চ' ৫৭

প্রবীণ কথা-সাহিত্যসম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের মহাপ্রয়াণে, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ সমীপে প্রেরিত।

হৃদয় বাণী।

সাহিত্য সম্রাট, দক্ষিণারঞ্জন,
চলিলে এ ভব ছেড়ে।
শিশুর সাহিত্য, রাখিবে তোমায়,
সদাই হেথায় ঘেরে ॥
তোমাব সরল, সাহিত্য বাণীতে,
খাইনি কেহ যে ধোঁকা।
তোমার গল্পতে, মুগ্ধ যে হয়নি
নাহিক কোন যে খোকা ॥
দক্ষিণারঞ্জন, সঠিক নাম যে
দিয়াছে তোমায় প্রভু।
আমার কাব্যের, **দক্ষিণা** দিতে যে
বিরত হওনি কভু ॥

আমার লেখার, ছাপ যে রয়েছে,
তোমার মনেতে আঁকা।
আমাব মনকে, **রঞ্জন** করেছে,
কখন হবে না ফাঁকা ॥
আসল গুণী যে, হওগো তুমি হে
তাইত গেয়েছ গুণ।
গুণের কষ্ঠির, পাথর তুমি যে
ভাবিয়া আমি যে খুন ॥
এলোক মজায়ে, চলিলে তুমি যে,
মজাতে স্বর্গের লোক।
আমিও চাহিহে, তোমার শান্তি যে,
সেখানে থাকিয়া হোক ॥

১৭ চৈত্র' ৬৩ ; ৩১ মার্চ্চ' ৫৭

তোমার গুণমুগ্ধ
শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

আমাদের ঠাকুরমা "লাল দিদির" স্বর্গারোহণে—

প্রাণের কথা।

"ঠাকুমার কাছে, পুত্র অপেক্ষা যে, নাতি হয় বেশী মিষ্টি।
টাকার অপেক্ষা, সুদ সবা কাছে, লাগে যেন বেশী মিষ্টি॥
সেইজন্য এই "মায়ার বাঁধন" সংসারেতে হয় সৃষ্টি।
'মায়াজাল' ইহা, হয় তাহা যে হে, ভগবানের রিষ্টি॥"

—কবি রসরাজ।

একি কথা শুনি আজি, হঠাৎ যে হে ভাই।
লাল দিদি এই ভবে, আর যে হে নাই॥
এই ছিলে এই গেলে, একি কথা ভাই।
শুয়ে ছিলে, সেও ভাল, মোরা ভাবি তাই॥
আজ তুমি চলে গেলে, দেখা নাহি পাই।
ভব লীলা সাঙ্গ হল, হরি বল ভাই॥
গোরা আর ভোম্বল যে, নাতি যেহে তাই।
তোমা তরে দুঃখে মোরা, করি হাই হাই॥
পিতা মাতা. করে সদা, লালন পালন।
তুমি সদা করেছিলে তোষণ পোষণ॥
এই কথা মোরা নাহি, কখন ভুলিব।
তব নামে জয় ধ্বনি, সদাই তুলিব॥
তব স্নেহ ভালবাসা, মধুর কি ভাই।
এই কথা মোরা কভু, ভুলিব কি তাই॥
রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, হইতে যে মুক্ত।
স্বর্গলোকে গেলে চলে, হতে সেথা যুক্ত॥
মোরা অতি ক্ষুদ্রমতি, কাঁদি হেথা তাই।
তব মুক্তি সদা যেন, মোরা সবে চাই॥
এই ভিক্ষা বিভুপদে, "সুখে থাক সেথা।"
মোরা যেন এই আশে, সুখে থাকি হেথা।

ইতি শোকসন্তপ্ত
তোমার আদরের "নাতিবৃন্দ"
(উপরোধে বকলমে, রসরাজ বিরচিত)

১৫ জ্যৈষ্ঠ '৬৪ ; ২৯ মে '৫৭

ডাঃ মাণিকচন্দ্র চন্দ্রের উনসত্তরতম জন্ম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিরচিত ও সভায় পঠিত।

"কাব্যে নমি, কবি আমি,
রচি কবিতায়।
জানাইব, মন ভাব,
আজি এ সভায়॥

—রসরাজ।

শুভেচ্ছা বাণী।

গার্হস্থ্য ও ধর্ম্মাসক্ত জীবনের, করি লীলা খেলা।
উপনীত তুমি বয়ঃ সত্তরের, কূলে এই বেলা॥
আগাগোড়া, তব কর্ম্ম নহে কভু, হয় যে নিস্ফল।
নিঃস্বার্থ যে কর্ম্মময়, জীবনে হে, হয় না বিফল॥
বিপত্নীক হয়ে তুমি, হও নাই ধর্ম্মেতে বিচ্যুত।
গৃহিণীর, স্মৃতি তরে, বিদ্যালয় করেছ নির্ম্মিত॥
তাহারই উন্নতির তরে তুমি সদাই বিব্রত।
এই হয়, তব যেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, কেবল নিয়ত॥
বালিকারে শিক্ষাদানে, সমাজের করিলে কল্যাণ।
জনসেবা দেশসেবা, তব যে হে, সদাই ধেয়ান্॥
সত্য কথা, হয় যাহা, সদা তুমি, বল যে হে তাহা।
প্রিয় কিংবা অপ্রিয় তা কভু তুমি, ভাব নাহি তাহা॥
মাণিক ও চন্দ্র এরা দুই যে হে, সদা দীপ্তমান।
তব নামে এই বাক্য হয় যেন, সদাই প্রমাণ॥
চিরসুখে কর্ম্মময় তে জীবন, দীর্ঘ হয়ে থাক্।
এই কথা রসরাজ বিভুপদে, সদা বলে যাক্॥

১৫, আষাঢ় '৬৪ ; ৩০ জুন '৫৭

ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন কর্ত্তৃক "বৈকুণ্ঠের উইল" অভিনয় উপলক্ষে বিরচিত—

উইলের আত্মকথা। (প্রহসন)

"বৈকুণ্ঠের এই উইল", লিখেছে যে শরৎ চন্দ্র।
"কৃষ্ণকান্তেরও উইল" লিখেছে যে বঙ্কিম চন্দ্র॥
আয়, ব্যয়, ধন, মৃত্যুকর আদি, আইনের ঠেলা।
করতে যে হবে, বাঁচিবার তরে, উইল এ বেলা॥
নূতন এই যে, উত্তরাধিকারী, আইন বাঁচাতে।
করিতে হবে যে, উইল সবাকে, এখনি ধরাতে॥
তাহা না হলে যে, ভাই বোন আদি, করে গোলমাল।
অবশেষে তাই, সবাকে হইতে, হইবে বেহাল॥
আদালতের ও উকিল আদির, ভরিবে যে পেট।
লড়ালড়ি করে, সবারই মাথা, শেষে হবে হেঁট॥
কখন কোথাও কর্ত্তা বা গৃহিণী, মরিলেই কেউ।
মৃত্যুকরধারী, উত্তরাধিকারী, তুলে দেবে ঢেউ॥
ভাগাভাগি করে, সবাই হবে যে, একেবারে ক্ষীণ।
উইল না করে, বাঁচাতে পারলে, হতে হবে দীন॥
উইলের প্রাপ্য, কোম্পানীর আয়, বেড়েই যে গেল।
সংসারেব মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অশান্তি, লেগেই রহিল।
এ নয় নাটক বা নভেলের যে, উইল হে ভাই।
অশান্তি কলহ হইতে রক্ষা যে, করিতেছে তাই॥
জানিবে সবাই, এ যে বৈকুণ্ঠের, নয় যে উইল।
বৈকুণ্ঠে যাবার পূর্ব্বেই করতে, হবে যে উইল॥
আইন কানুন, হয়েছে যেরূপ, চলাই যে ভার।
সমাজধর্ম্মকে করছে কেবল, ছার আর খার॥
ব্যথা ও রসের ভিতর দিয়া যে, রসরাজ বাণী।
হিন্দুর ধর্ম্মের সত্য সুর যে হে, তাহা মোরা মানি॥

২৬ আষাঢ় '৬৪ ; ১১ জুলাই '৫৭।

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী ৭৯, ৮৩ দ্রষ্টব্য।

"ইয়ুথ্স এসোসিয়েশনের" প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে বিরচিত ও বার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত।

শুভেচ্ছা বাণী।

আশিস্ সবার, পড়ুক শিয়রে, সত্য দেশকর্ম্মী, হওয়াই চাই।
না হ'লে জানিবে, তোমাদের ওহে ; নাহি কিছুতেই, কোন যে রেহাই ॥
দেশ ও জনের, হিতকর হয় ; যেই সব কর্ম্ম, সেই পন্থা দ্বারা।
এই সবকেই, সদা করিবে হে ; তোমাদের যে হে, জীবনের ধারা ॥
স্বদেশের সেবা, কাব্য ও সাহিত্য ; আর নীতি চর্চ্চা, এদের মাধ্যমে।
তোমরা হে সবে, কার্য্য যে করিয়া ; সদা অগ্রসর, হইবে উদ্যমে ॥
রসরাজের এই, বাণী মেনে ওহে ; মিলে মিশে যদি, ঠিক ভাবে চল।
তোমাদের এই, প্রতিষ্ঠানের হে ; উন্নতির বাধা, রবে কিহে বল ॥

২০ শ্রাবণ '৬৪ ; ৫ আগষ্ট '৫৭

'ফ্লু' জ্বর এবং এটম্ ও হাইড্রোজেন্ বোমার আত্মকথা ও উপচক্ষুবার্ত্তা।

বিধাতার উপর কলম চালনার ফল। (খোদার উপর খোদাগিরি।)

এটমের ফেউ ফ্লু।
দাও ওগো সবে উলু ॥ —রসরাজ।

ফ্লু রোগে ভুগে ভাই, সবে আইঢাই।
কোন দেশে এর ভাই, ছাড় যেহে নাই ॥
বেতারের বার্ত্তা সম, দেশে ধেয়ে যায়।
এটমের বিষ বায়ু, দেশে ছেয়ে যায় ॥
এটম্ ও হাইড্রোর, বোমার পরফ্।
দেশ ও জাতির দেহ, করেছে বরফ ॥
ব্যাপক দেশ ও জাতি, ধ্বংস কর পথ।
ফ্লু এই রোগ যে হে, নিয়েছে শপথ ॥

এটম্ ও হাইড্রোর, বল যাহা হয়।
তাহারা করিবে জেন, পৃথিবী প্রলয় ॥
যুদ্ধই করিবে যদি, সব ধ্বংস করে।
রাজ্যভোগ, সুখ, শান্তি, হবে কার তরে ॥
এটমের হয় কিহে, এই লীলা খেলা।
নিজের বিষেই মরে, হবে ঝালা পালা ॥
দেশকে যে বাঁচাবার, নাহি কোন চিন্তা।
সমূলে যে মারিবার, হয় যেহে হন্তা ॥

বৈজ্ঞানিকেরা করে যে, ধ্বংসের উদ্ভব।
হিতকার্য্য তাহাদের, নয় কি সম্ভব ?
ফুলু এটম্ বোমার, ফেউ যেন ভাই।
এটম্ বেরুলে পরে, কারো রক্ষা নাই ॥
যাহারা এ মারাত্মক, করেছে হে সৃষ্টি।
তাহাদের ধ্বংস করে, ঘোচাও ঐ রিষ্টি ॥
পৃথিবীর মঙ্গল যে, ইহাতে নিহিত।
রসরাজ তাই বলে, ইহাই বিহিত ॥
বোমার প্রভাবে ফুলু, ছড়ায়ে অঙ্কুর।
দেশমধ্যে বসবাস, করাবে পঙ্গুর ॥
স্বাধীনতার এরূপ, হয় কিহে ফল ?
কি কদর্য্য অনাচার, হরি হরি বল ॥
শিক্ষার ও সভ্যতার, দিয়া আমি ধিক্।
বেশী কিছু বলিবার, না পাই অধিক ॥

(২)

পৃথিবীর ধ্বংস যে হে, করিতে যে চায়।
সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্বংস, হইবে যে হায় ॥
আত্মদম্ভ, স্বার্থ তরে, এই কাজ করে।
ভেবে নাহি দেখে তারা, কি যে হবে পরে ॥
পরের মন্দ করলে, নিজ মন্দ হয়।
রসরাজ এই কথা, সবে যেহে কয় ॥
পৃথ্বীপালগণ যদি, কর্ণপাত করে।
এ মহাপ্রলয় হতে, রক্ষা হ'তে পারে ॥
এটম্ বোমার শত্রু, ভাবিয়া নেহাত্।
সমূলে তাহার প্রাণ, করহে নিপাত ॥
পঙ্গু হয়ে বাঁচা হ'তে, মরা যে হে ভাল।
এটম্ বোমার ঠেলা, জানে সবে ভাল।
এ যে হয় চোরাগুপ্তি, আর দগ্ধে মারা ॥
তাই কিহে পালকেরা, দেয় নাহে সারা ?
ইহার অঙ্কুর যদি, না হয় নির্ম্মূল।
পৃথ্বী রসাতলে যাবে, নাহি এতে ভুল ॥
সৃজনের রক্ষা তরে, বলি আমি তাই।
এর মধ্যে আমার যে, কোন স্বার্থ নাই ॥

(৩)

জনগণ মধ্যেতেও, এসেছে কুনীতি।
তাইত হে আমাদের, হতেছে দুর্গতি ॥
দুর্ম্মূল্যের তরে সবে, হয়ে জর জর।
কর ধার্য্যের ঠেলায়, বেঁচে সব মর ॥
ঔষধ আর খাবারে, দিয়াছে ভেজাল।
সবাকার জীবন যে, হয়েছে বেহাল ॥*
জলবায়ু নির্ম্মলতা, বোমা নিল কেড়ে।
সবাকার রোগ শোক, তাই যাচ্ছে বেড়ে ॥
গ্রহ আর চন্দ্রলোক, ছেড়ে উপচাঁদ ॥
জানিনা হে আবার কি, আনিবে প্রমাদ ॥
আগুনের সঙ্গে খেলা, যেন ভয়াবহ।
চন্দ্রালোকের বেলা হে, কি যে করে কহ
জ্যোতির্ব্বিদের অদম্য, ইহার কুফল।
সৃষ্টি কর্ত্তার উপর, নাহি কোন কল ॥
"ম্যাইগন" আদি বাঁধ, দেখি বেঁধে যেহে।
আনিয়াছে বন্যা টেনে, নিয়ে ধরে ধেয়ে।
বিধাতার উপর যে, কলম চালান।
সৃজন উপরে যেন, বিরোধ আনান ॥
রসরাজ সার কথা, বলে সবে শেষ।
বিদ্যা ও বুদ্ধির সব, কার যে হে শেষ ॥

প্রথম উপচন্দ্র প্রেরণের পরদিবস রচিত। ১৯ আশ্বিন, ৬৪ ; ৬ অক্টোবর '৫৭

* ঔষধ ও খাবারে ভেজাল সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ লাহার কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির পদ প্রাপ্তিতে—

উচ্ছ্বাস বাণী।

এস মোর, বন্ধুবর।
ধর প্রীতি উপহার ॥
তোমার এ, নবপদ।
জাতির যে, এ সম্পদ ॥
বিচারক হলে তুমি।
মর্য্যাদাকে রেখ শ্রমি ॥
ছড়াবে হে, সে গৌরব।
বাড়িবে যে, তে বৈভব ॥

উমা মার চরণেতে।
নাম তব এ জগতে ॥
তাঁরই যে, প্রসাদেতে।
খ্যাতি তব, এ ধরাতে ॥
তব খ্যাতি, গাবে সবে।
রসরাজ, চায় এবে ॥
বেশী বলে, কাজ নাই।
শুভেচ্ছা যে, লও ভাই ॥

১৬ অগ্রহায়ণ ; ২ ডিসেম্বর '৫৭।

ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্রাবলী ৯৫ দ্রষ্টব্য।

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী পত্রলেখার (খুকুমণির) শুভবিবাহের আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে—

আশিস্ বাণী।

সংসারী যে, হতে যাচ্ছ, তুমি গো মা
"আশীর্ব্বাদ" যে হে আজ
আমিও যে কায়মনো বাক্যে দিব
আশীর্ব্বাদ সহ তাজ ॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী দু'য়েরই
সেবা কর যেহে তুমি।
"গৃহলক্ষ্মী" হও তুমি, এই বলে,
ভগবানে, নমি আমি ॥

মন সুখে দীর্ঘজীবী হয়ে কর,
সংসারের ধর্ম্ম কর্ম্ম।
ইহা হয়, সংসারের যাত্রার হে,
তোমার যে মহা ধর্ম্ম॥
প্রাণ ভরা আশীর্ব্বাদ দু'কথায়,
করে আমি আজ আসি।
চিরকাল দেখি যেন, প্রাণ খোলা
গাল ভরা, তব হাসি॥

৭ মাঘ '৬৪ ; ২১ জানুয়ারী '৫৮

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী পত্রলেখার (খুকুমণির) শুভ-বিবাহ উপলক্ষে—

রসরাজ বাণী।

(আশীস্ ও উপদেশ।)

আশীর্ব্বাদ করি, তোমাকে যে আমি
আদর্শ গৃহিণী হওয়াই চাই।
সুখেতে সংসার কর্ম্ম যে তোমার
হইবে সাধন, রবেনা বালাই॥
ন্যায় কর্ম্ম যাহা, সংসার ধর্ম্ম তা,
এই বাক্য সদা করিয়া স্মরণ।
অগ্রসর হয়ে, যাবে তুমি চলে,
সবাই তোমায় করিবে বরণ॥
শ্বশুর বাড়ীর, যত গুরুজন,
তাদের সদাই করিবে যতন।
তারাই তব যে, হয়েছে আপন,
এ কথা তুমি যে, ভুলনা কখন॥
নারীর কাছেতে, স্বামীর ভবন,
স্বর্গের সম যে হয় হে গণন।
এ কথা তুমি হে, মনেতে রাখিও,
সুখেতে সংসার হইবে যাপন॥

২৫ মাঘ '৬৪ ; ৮ ফেব্রুয়ারী '৫৮।

৩। গীতি কাব্য।

ভজন।

নাহি জানি সুরতান।
আবেগেতে গাহি গান ॥
ভকতিতে, মোর গান।
পরশিবে তব কাণ ॥
এযে নহে, শুধু গান।
করুণার, তব দান ॥
নাহি জানি সুরতান।
আবেগেতে গাহি গান ॥

রসরাজ রাখে মান।
রচে তব গুণ গান ॥
ইহা বিনে, নাহি জ্ঞান।
আর কোন পরিত্রাণ ॥
এই মোর অবদান।
তোমারি যে, দেয়া দান ॥
নাহি জানি সুরতান।
আবেগেতে, গাহি গান ॥

—ভক্ত রসরাজ।

স্বরাজ সমস্যা ও সমাধান।

(কীর্ত্তন)

সূচনা।

বহুকাল পরে, স্বরাজ মিলিল।
দেখা না হতে হে, পরাণ যে গেল ॥
সুখের লাগিয়া, স্বরাজ চাহিনু।
দুঃখ ছাড়া নাহি, কিছুই পাইনু ॥
জন পরিজন, কাঁদিছে এখন।
জানিনা আরো কি, হবে যে কখন ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি, সদাই বিব্রত।
অন্ন বস্ত্র চিন্তা, সদা রাখে রত ॥

(২)

মুসলমানের ও হিন্দুর দ্বন্দ্ব।
গেল ওহে কত, লোকের যে স্কন্ধ ॥
বঙ্গ তারপর, হল যে হে ভঙ্গ।
পাকিস্থান আর, পশ্চিম সে বঙ্গ ॥
উদ্বাস্তুর হল, ঘন আগমন।
ঘটিল বঙ্গের যে সর্ব্ব শোষণ ॥
নৌকাডুবি হয়ে, হল ছারখার।
আমাদের কিছু, নাহি অধিকার ॥

(৩)

যে এসেছে হেথা, সেই হে মজেছে।
যারা আছে তারা, সকলে ভুগেছে ॥
অন্ন বস্ত্র চিন্তা, অতি ভয়ঙ্করী।
কিসে হবে তাহা, জানেন শঙ্করী ॥
চল্‌বে না কিছু, যে হে জারি জুরি।
যতই বলনা হে গলা বিদরি ॥
এ দুয়ের লোক, মিল হলে পরে।
মিটে যেত সব, যে আপোষ করে ॥

প্রস্তাবনা।

শোষণ তোষণ, নীতিকে আঁকড়ে।
কতকাল চলে, এইরূপ করে ॥
রোগকে কেবল, রাখ্‌লে যে পুষে।
ভীষণ আকার, ধরবে যে শেষে ॥

দুধ কলা দিয়ে, সাপকে পুষিলে।
ছোবল দিবে সে, ক্রোধটি হইলে॥
নিজের ফাঁদে যে, নিজেই সে পড়ে।
মরিবে তখন, জলে আর পুড়ে॥

(২)

ভেতরটি ফোক্কা, মুখে ধাপ্পাবাজি।
কোন দেশে নয়, সে কাজের কাজি॥
দেশের যদি হে, হতে চাও কাজি।
বাহির ভিতর, একে হও রাজী॥
অধিক নিংড়ালে, লেবু হয় তেতো।
শেষে এও হবে, তেতো সেই মত॥
খাল কেটে যে গো, এনেছে কুমীর।
তাই হ'তে হবে এখন অস্থির॥

ভাঙ্গিলে মোহের, এ তিমির ঘোর।
তখনি জানিবে, সমাধান ওর॥

উপসংহার।

আমি নয় তব, যেন পোষা পাখী।
শিখাইবে যাহা, তাই আমি শিখি॥
শিখেছিনু আমি, শুধু সত্য বুলি।
তাই সত্য আমি, কভু নাহি ভুলি॥
তাহে কভু আমি, নাহি হই হারা।
জীবনের সে যে, মোর ধ্রুবতারা॥
উচিৎ কথাটি যে, খালি আমি জানি।
অপ্রিয় বা প্রিয়, কিছু নাহি গণি॥
ক্ষমা করিবেন, ওগো মহাশয়।
আপনি যে হন, অতি সদাশয়॥

স্বাধীনতা দিবস। ১৫ই আগষ্ট '৫২

মিলন গাথা।

নব বর্ষের গান।

নব বরষে।
নব হরষে॥
সবে যে মিলে।
দলে ও দলে॥
চল এগিয়ে।
ভেদ ভুলিয়ে॥
হোক সে পুণ্য।
সবই ধন্য॥

নাহিক দ্বন্দ্ব।
এস আনন্দ॥
তুমি ও আমি।
পুণ্য যে গামী॥
ভাই ও ভাই।
ভেদ যে নাই॥
এই যে শিক্ষা।
বিভুকে ভিক্ষা॥

গলা ও গলি।
সবে যে মিলি॥
দলা ও দলি।
হিংসাও ভুলি॥
নাহি যে ভয়।
হবে হে জয়॥
এ রসরাজ।
বলে যে আজ॥

১৭ পৌষ '৫৯ ; ১ জানুয়ারী '৫৩

ক্রোড়পত্র—অভিমত পত্রাবলী—২২, ২৩, ২৫ দ্রষ্টব্য।

আমার বিদ্যালয়

(ওরিয়েন্টাল্ সেমিনারী।)

(গৌর মোহন আঢ্য কর্ত্তৃক ১৮২৯ খৃঃ স্থাপিত)

যদুলাল মল্লিক কর্ত্তৃক নির্ব্বাণোন্মুখ পরিণতি হইতে রক্ষাকরণ ১৮৬৯ খৃঃ।

বন্দনা।

ধনে মানে যশে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা।
তাহারই মাঝে আছে স্কুল এক, এ নয়কো যা তা॥
গৌর আঢ্য সৃষ্টি এ যে, যদুলাল তাহা রক্ষা করে।
গুণ গানে, চারিদিক সহসাই, উঠে যে হে ভরে॥
পুরাতন স্কুল কোথা, নাহি পাবে, যে বে-সরকারী।
সব সেরা, হয় ওরি– এনট্যাল, এই সেমিনারী॥

বর্ণনা।

'ওরি এনট্যাল এই সেমিনারী'।
শ্রীবনবিহারী, হল সেক্রেটারী॥
নির্ম্মল বাবুগো, যে হেড্ মাষ্টার।
শ্রীরাসবিহারী, তার কর্ণধার॥
অমর বাবুটি, দ্বিতীয় মাষ্টার।
কভু তিনি কারো, ধারেন না ধার॥
অতি পুরাতন, হয় এই স্কুল।
মোদের তাহাতে, নাহি কোন ভুল॥
বাবু গৌর আঢ্য, এর প্রতিষ্ঠাতা।
শ্রীযদু মল্লিক, উদ্ধারের কর্ত্তা॥
রাধাশ্যাম বাবু, শ্রীরাম পণ্ডিত।
অন্য শিক্ষকের, না পাই ইঙ্গিত॥
আমিও ছিলাম পূর্ব্বে সেথা ছাত্র।*
এখন হয়েছি, আমি কবি মাত্র॥
যাহার শিক্ষায়, বিদ্যারে লভেছি।
তাহারে সেবিতে, মানস করেছি॥

অর্চ্চনা।

যাহার কৃপায়, লভিয়াছি জ্ঞান।
বঞ্চিত না হই, তাঁর কৃপা দান॥
বাগ্‌দেবী পদে, এই ভিক্ষা চাই।
অনায়াসে যেন, তাঁর কৃপা পাই॥

৩রা জানুয়ারী, ১৯৫৩

* ১৯২১ খৃঃ ম্যাট্রিকুলেশান্ পাশ।

ওরিয়েন্ট্যাল্ সঙ্গীত।

(রসরাজ বিরচিত)

আমার বিদ্যালয়—"ওরিয়েন্ট্যাল্ সেমিনারী।"

ধনে মানে যশেতে যে গাঁথা, আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে আছে যে হে, স্কুল এক সব স্কুলের মাথা ;
গৌর মোহনের তৈরী সে যে, যদু মল্লিক যে, রক্ষাকর্ত্তা।

কোরাস { এমন পুরাণ স্কুল, কোথাও খুঁজে, পাবে না বেসরকারী।
সকল স্কুলের সেরা, সে যে, এ ওরিয়েন্ট্যাল্ সেমিনারী ॥ }

শিক্ষক ছাত্র আব বাড়ী, কোথায় আছে এমন ধারা,
লেখা পড়াও সেথায় হয়, সবারই চেয়ে, যে হে সেরা ;
তাহার মাঝে, আছে ওহে, খেলার মাঠ, প্রাচীরেতে ঘেরা ॥

কোরাস { এমন পুরাণ স্কুল, কোথাও খুঁজে, পাবে না বেসরকারী।
সকল স্কুলের সেরা, সে যে এ ওরিয়েন্ট্যাল্ সেমিনারী ॥ }

আমি ছিলাম ছাত্র তাহার, এখন হয়েছি কবি ভাই,
যাহার প্রভাবে লভেছি আমি যে, বিদ্যা বুদ্ধি ওহে ভাই ;
এইত সেই এ মোর বিদ্যালয়, নমি যে হে তাকে তাই ॥

কোরাস { এমন পুরাণ স্কুল, কোথাও খুঁজে, পাবে না বেসরকারী।
সকল স্কুলের সেরা সে যে, এ ওরিয়েন্ট্যাল্ সেমিনারী ॥ }

"কল্যাণী কংগ্রেস" কাব্য সঙ্গীত।

আদি পর্ব্ব।

চির কল্যাণীয়া আমার কল্যাণী।
সামান্য নহ'ত তুমি ওগো ধনী !
তোমার অধীনে, আজি মহাসভা।
কতনা সম্ভারে, হও মনোলোভা ॥
তোমার কোলেতে, রচি প্রদর্শনী।
নবরূপে তোমা, সাজাল জননী ॥
জঙ্গল কাটিয়া, নগর রচিল।
তাইত হরষ, মনে উপজিল ॥

আসলে হায়গো, যদি লাগে কাজে।
তবেই বুঝিব, হয়নি'ক বাজে ॥
নূতন বাড়ীতে, যদি পড়ে জল।
জানিবে তবেই, তা ফাঁকির ফল ॥
কংগ্রেসের পতি, ভুগিল যে এসে।
ধর্ম্মের কল কি, নড়িল বাতাসে ॥
একেই যে বলে, সবাই স্বাধীন।
কেহই নয় যে, কারও অধীন ॥

মধ্য পর্ব্ব।

অগুন্তি ভিড়ের, চলেছে যে ঠেলা।
মুখে শুধু তাহা, যায় না যে বলা॥
গেলে সেথা কিছু, যায় নাক দেখা।
দেখিবার দুঃখ, নাহি লেখা জোখা॥
কোথায় যে যাব, নাইক তা জানা।
ভিড়ের ঠেলায়, সে পথ অচেনা॥
একবার যদি, গেছে রেলে করে।
রেল ছেড়ে বলে, যাইতে মোটরে॥

যদি কেহ গেছে, চড়িয়া মোটরে।
সে আসিয়া বলে, প্লেনই ভালরে॥
এ যে ভাল মন্দ, সবই গো ফাঁকা।
সবাই সমান, দেখি পায় ধোঁকা॥
হুজুগে পড়িয়া, ভাসাইয়া দেহ।
যদি যেতে পার, ফিরিবে না কেহ॥
এ ছাড়া আর কি, বলি ওগো বল।
রসরাজ শুধু, ভেবে হন্দ হ'ল॥

শেষ পর্ব্ব।

বঙ্গ বিধানের, আদরিণী কন্যা।
গরবিনী তাই, তুমি যে গো ধন্যা॥
টাকা খরচের, লাগিয়াছে বন্যা।
দেখিতে চলেছে, হয়ে সবে হন্যা॥
দেখে যে আমার, লেগেছে ভাবনা।
চুপ করে থাকা, আর যে যায়না॥
কর্ত্তারা গাহিছে, মানেরই গান।
শুনে আমাদের, যায় যে গো কান॥

আমরা সব যে, হই ক্ষুদ্র বুদ্ধি।
তাই আমাদের, নাই বুঝি শুদ্ধি॥
কত দুঃখ কষ্ট, গেল যেরে চলে।
দেখা যাক শেষে, কিবা ফল ফলে॥
বাঙ্গলা উজ্জ্বল, হইবে অধুনা।
চিরদিনের এ, আমার কামনা॥
বিভু পদে মোর, এই যে প্রার্থনা।
মনস্কাম যেন, বিফল হয়না॥

উপসংহার।

"কল্যাণী" আমার, ভাগ্যে দেখা নাই।
আমি কি করিব, বল দেখি ভাই॥
রাম না জন্মাতে, রচে রামায়ণ।
না দেখে ইহাও, মোর প্রণয়ন॥
ভাঙ্গা হাটে হঠাৎ, পড়েছে যে ছাই।
কেমন করিয়া, বল আর যাই॥

হুজুগও তাই, কেটে গেছে ভাই।
আপ্‌শোষেরও, আর কিছু নাই॥
কর্ম্মভোগ হতে, হয়েছে রেহাই।
এতো বিভুরই, ইচ্ছা যেহে ভাই॥
আমাদের কিছু, করিবার নাই।
দাও শুধু সবে, তাঁরই দোহাই॥

১০ মাঘ '৬০; ২৪ জানুয়ারী '৫৪

কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজের কর্ম্মসচিবগণ ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ উদ্দেশ্যে উড়ো চিঠির উত্তরে সভ্যগণের অনুরোধে বিরচিত।

উড়ো কথার উড়ো খেম্‌টা। (গান)

আড়াল হইতে, এমন করিয়া, কেন ওগো লিখ।
তুমি এত করে, কেন ভাল মন্দ, খবরটি রাখ॥
যদি সত্যবাদী, সম্মুখে আসিয়া, কও তব কথা।
আড়াল ছাড়িয়া, দেখাও চেহারা, খাও মোর মাথা॥
মুখোমুখি হয়ে, বলিবার যদি, থাকে বল কথা।
বিদ্যার বিচার, হয়না লুকিয়ে, যত নাড় মাথা॥
তুমি যদি হও, সবজান্তা কবি, মিটাইব আশ।
দেখা পেলে তব, মুখোমুখি হতে, মনে করি আশ॥
তাই বলি কবি, নিয়ে এস তব, লিখা মিঠা কড়া।
লুকিয়ে থে'কনা, এ যে হয় দেখি, তব মন গড়া॥
অনুরোধে লেখা, নাই কোন স্বার্থ, গর্ব্ব নাহি রাখি।
উপরোধে বলে, গিলে ঢেঁকি লোকে, আমি তাই লিখি॥
আমার যে কোন, দোষ নাই তাই, ক্ষমা কর ভাই।
দেখা পেলে তব, আমি রসরাজ, হাতে স্বর্গ পাই॥
চেনা যদি দাও, রব হয়ে কেনা, লয়ে গবেষণা।
লইও না দোষ, পড়িয়া যে মোর, এ সমালোচনা॥

—১৩৬১ সাল।

প্রত্যুত্তর। (মজার আমেজ)

আমি নয়কো যে হে গোপাল ভাঁড়।
ভাঙ্গিবে তোমরা, মোর যেহে ঘাড়॥
তুমি যদিও হে, হওগো সংসারী।
কেন কথা বল, সব অসংসারী॥
আমাদের বুদ্ধি, বুঝি খুব হাল্কি।
তাইত বুঝিনা, এই সব ভেল্কি॥
আমি রসরাজ, উচিত বলা কাজ।
সবে মিলি এস, নাহি তাতে লাজ॥

দলাদলি আমি, নাহি কিছু জানি।
সত্য মিথ্যা সদা, ভেদ খালি গণি॥
হিতের তরেই, বলি আমি ভাই।
আমার কোনই এতে স্বার্থ নাই॥
ক্ষমা করিবেন, ওগো মহাশয়।
দয়া করে যদি, হ'ন সদাশয়॥

—১৩৬১ সাল।

ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের সভ্যগণ কর্ত্তৃক "মায়ের দাবী" অভিনয় দর্শন জন্য একান্ত আন্তরিক অনুরোধে, রসরাজের পুরী যাত্রা স্থগিত করণ—

কাব্যগান।

১

তোমাদের কথা এড়াতে না পেরে,
পুরী যাত্রা বন্ধ, করেছি যে।
উপরোধে লোকে, গেলে যে হে ঢেঁকি,
আমি তাই রক্ষা, করেছি যে॥
"উল্কা" নাট্য দেখে, উল্কাপাত হ'ল,
তাইত কবিতা, লিখেছি যে।
এ "মায়ের দাবী," অভিনয় নয়,
তাইত থাকিতে, পারিনি যে॥

২

সত্যাগ্রহ পাছে, করিবে বলিয়া,
হাজির আমিহে, হয়েছি যে।
অন্তরেব ডাক, আছে হে যেখানে,
সে ডাক এড়ান, যায় কি যে॥
অন্তরিকতায়, বিধাতা সেখানে
সবই ব্যবস্থা, করেন যে।
বিধির বিধান, কে করে খণ্ডন,
ইহা রসরাজ, কহিছে যে॥

১১ বৈশাখ '৬২ ; ২৫ এপ্রিল '৫৫

নেতৃত্ব।

নেতৃত্ব নেতৃত্ব, যে সবাই কর।
নেতৃত্বের ধার, ক'জন হে ধার॥
নেতৃত্বে লোক যে, আপন হারায়!
নেতৃত্বে পর যে, হে আপন হয়॥
নেতৃত্ব গো হয় না যে কভু শেখাতে।
নেতৃত্ব হয় গো যে হে সামলাতে॥
নিজ প্রতিপত্তি, করিতে জাহির।
সবাই যে হয়ে, আছে হে হাজির॥
"ইন্দ্রত্ব করা যে যাবে" এই ভয়ে।
সবার উত্থান কাজ গেছে বয়ে॥
আমাদের সব হয় মোটা বুদ্ধি।
তাই বুঝিল যে হে এ সূক্ষ্ম বুদ্ধি॥
মহারথিরা না কাকে দিবে স্থান।
সাধারণের যে হবে না উত্থান॥

(বুঝেনা) নেতৃত্ব কেহ না নিতে পারে কেড়ে
যত কর ত্যাগ, যাবে যে হে বেড়ে॥
বলে যে কস্‌বে "সোনা বার বার"।
মানুষে চিন্‌বে যে গো একবার॥
সহায়তা যদি না পার করিতে।
অসহায়তা যে যাও হে সাধিতে॥
আসল কাজি হে, যদি হ'তে চাও।
ভিতর বাহির, পুষ্ট করে নাও॥
নিঃস্বার্থে না কোন, করলে যে কাজ।
সফল হয় না, যে কোনই কাজ॥
আসল নেতৃত্ব, যে করতে চাও।
সকলকে তবে, সহায়তা দাও॥
গেঁয়ো যোগীর যে হে ভিক্ষা মিলে না।
অস্বীকার কেহ, এ কথা করে না॥

গুণের আদর, বিফলে যায় না।
বড় ছোটর হে, বিচার থাকে না ॥
নিজ নিজ ওহে, নিয়েই যে সত্ত্ব।
সবাই এখন, হয়েছে উন্মত্ত ॥
তাই ভাল মন্দ, বিচারটি করা।
সম্ভব কভুও, যায় না হে করা ॥
আসল নেতৃত্ব, যে করতে গেলে।
হিংসা আর দ্বেষ, যেতে হবে ভুলে ॥
তোমার নেতৃত্ব, হে তাহা না হলে।
অচিরে নিশ্চয় যাবে তাহা চলে ॥
এ কথাটি তুমি, যেও না'ক ভুলে।
তব মান তাহে, নাহি যাবে চলে ॥

সত্য যদি বড়, তুমি হতে চাও।
বড়র মতন, কাজ করে যাও ॥
ফাঁকি দিয়ে বড়, যেই হ'তে যাবে।
অচিরে ধ্বংস সে, নিশ্চয় হইবে ॥
নেতা না হইলে, কার্য্যে না সাশ্রয়।
গাছ বিনা লতা, না পায় আশ্রয় ॥
ক্রিয়ার কর্ত্তার, হয় প্রয়োজন।
নেতা তেমনি না, হয় অকারণ।
একা চাঁদ করে, পৃথিবী যে আলো।
কোটি কোটি তারা পারে না যে ভাল ॥
সবার নেতৃত্ব করা ভারী শক্ত।
পারে যারা সত্য, হয়ে আছে পোক্ত ॥

৪, আষাঢ় '৬৩; ১৮ জুন '৫৬

কুলদেবী শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী মাতার প্রতি

গীতি ভজনা। *

হে সিংহবাহিনী ভুবনমোহিনী
শ্রীচরণপদ্ম দাও হে আমায়।
তব কৃপা বিনে এই ত্রিভুবনে
নাহি কেহ যে হে, তরাতে আমায় ॥
তাই যে হে আমি, তোমাকে যে নমি
কি দয়া পূজিব চরণ তোমার।
আমি ওহে তব, ভক্ত যে হে হব
ইহাই আশা যে, রয়েছে আমার ॥
তাই বলি আমি, দয়া কর তুমি
পুরাতে এই যে, কামনা আমার ॥
রসরাজ তাই, বলে আমি যাই।
দাসানুদাস যে আমি হে তোমার ॥

মাঘী পূর্ণিমা। ২ মাঘ '৬৩; ১৬ জানুয়ারী '৫৭

* ২১শে বৈশাখ '৬৫, শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী মাতারও আনুসঙ্গিক দেবদেবীর, কাব্য রচয়িতার গৃহে শুভাগমন উপলক্ষে প্রকাশিত ও বিতরিত হইবে।

ইউথস্ এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক, নেতাজীর ৬২তম জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৮ তারিখের সভায় আবৃত্তি কৃত।

কাব্য সঙ্গীত।

ভারতের নেতা, তুমি নাই হেথা, কি আর কহিব বল।
তাইত মোদের, চোখ যে করিছে, ছল ছল আর ছল ॥
তেইশে জ্যানু'রী, নেতাজী জয়ন্তী, তোমার যে জন্মদিন।
আমরাও সবে, উৎসব যে করি, হয়নি কভু যে ক্ষীণ ॥
আশাপথে আছি, দু'নয়ন ফেলে, তুমি যে আসিবে বলে।
ধৈর্য্য যে মোদের, আর যে থাকে না, তুমি এস যে হে চলে ॥
কত লোকের যে, প্রাণ হ'ল শেষ, তোমার আশায় থেকে।
অন্যদের ভাগ্যে, কিযে আছে তাহা, বলিব যে কোথা থেকে ॥

নেতাজী জন্মদিবস। ৯ মাঘ '৬৩ ; ২৩ জানুয়ারী '৫৮

শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর

মাহাত্ম্য কাব্য।

সিংহবাহিনী, মাহাত্ম্যের কথা ; অমৃত সমান।
রসরাজ রচে,তাহা সব যেহে ; শুনে পুণ্যবান্ ॥
সেবক যে জন, দেবীর মন্দির ; করিয়া হে দিবে।
অক্ষয় পুণ্যও, অর্জ্জন সে জন ; করিবে এ ভবে ॥
যাঁহার কৃপাতে, মোরা সব ওহে ; লভেছি সম্পদ।
তাঁহার মন্দির, স্থাপনা করিয়া ; হই নিরাপদ ॥
আধুনিক এই, পরিস্থিতিতে যে ; অর্থ ব্যবহার।
সেবকের জন্য, ধর্ম্মের কর্ম্মের ; নাহি কোন আর ॥
তাই বলি মোর, পরিকল্পনায় ; দাও সবে মন।
সাহায্য করহ, সবে এই কর্ম্মে ; ওহে সাধু জন ॥
নাহিক ইহার, মধ্যেতে আমার ; আছে নিজ স্বার্থ।
সধার আছে যে, ইহাতে জড়িত ; সব পরমার্থ ॥

আশ্চর্য্যের বিষয়, দৈব বলেই দেবীর নিজ আবির্ভাব তিথিতেই, * এই বৎসর মৎ রচিত ৺সিংহবাহিনী মাতার ইতিবৃত্ত ও মাহাত্ম্য পুস্তক সতঃ প্রথম প্রকাশিত হয় অর্থাৎ বাঁধান হইয়া আসে। সে কারণ, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় ৺দেবী মাহাত্ম্য পুস্তক ৺দেবী শ্রীচরণেই উক্ত মাহাত্ম্য কাব্য রচনা করিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হই।

তোমারই ইচ্ছা যে হে, হোক পূর্ণ; মোর বিশ্ব কাজে।
বল তবে কেন মোরা, দম্ভ করি; মিছে ওহে বাজে॥

—ভক্ত রসরাজ।

* গোবিন্দ দ্বাদশী—৺সিংহবাহিনী দেবীর বৈদ্যনাথ মল্লিকের গৃহে আবির্ভাব তিথি।
২৮ ফাল্গুন '৬৩; ১১ ফেব্রুয়ারী '৫৭

গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যামসুন্দর জীউর (শ্রীশ্রী৺রাজরাজেশ্বর শালগ্রামশিলা সহ) স্বগৃহে শুভাগমন উপলক্ষে সেবায়েৎ রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক কবিচন্দ্র, কবিরত্ন বিরচিত—

আবাহন ভজনা।

আহা কি সুন্দর, শ্যাম গলে মালা।
বামে শোভে রাধা, বনমালী।
সজল নয়নে, যুগল দর্শনে
আনন্দেতে দিনু, করতালি॥
ওহে রাধাশ্যাম, সে মন মোহন,
সকলের দুঃখ, দর্পহারী।
তব কৃপা বিনে, এই ত্রিভুবনে,
নাহি কেহ যে গো, হে কাণ্ডারী॥
মোর যে তোমার, শ্রীচরণ সার,
দাসানুদাস যে হই হায়।
তোমা বিনে আর, নাহি কেহ আর,
করিতে যে ত্রাণ, এ আমায়॥
তাই ওহে হরি, বল দয়া করি,
কেমন করে যে, ভবে তরি।
এ ভবেতে অরি, আমি কি যে করি,
দয়া করে বল, ওহে হরি॥

—ভক্ত রসরাজ।

৬৭ পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬
শুভ ১ বৈশাখ '৬৪; ১৪ এপ্রিল '৫৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—১২৩৩ সালে এই ভজনা রচয়িতার প্রপিতামহ কর্ত্তৃক উক্ত গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠা উৎসবের মহাসমারোহ ও বিপুল অর্থব্যয় সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রের অভিমত—

শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন।

সমাচার দর্পণ, ২৪শে জুন ১৮২৬। ১১ আষাঢ় ১২৩৩ সাল।

"গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মল্লিক কর্ত্তৃক পাথুরিয়াঘাটায় আপন নূতন্ বাটিতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকেই এক এক জোড়া শাল, স্বর্ণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বংশ ৪৫ ঘর গোস্বামীদিগকে এক এক জোড়া গঙ্গাজলী শাল, হীরক অঙ্গুরীয়ক, দুই নর মুক্তার মালা, রূপার চন্দনের বাটি, গরদের জোড় ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন। তৎভিন্ন গঙ্গা বংশ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। তাঁহারাও প্রায় তাদৃশ সমাদৃত হইয়াছেন এবং আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী ও ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও জোড়া শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা ও নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে পূর্ণিমাব দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপে নগদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন। অপর গত দিবস ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালী বিদায় করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল।"

(রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত "সংবাদ কৌমুদী" পত্রিকায়ও এইরূপ খবর প্রকাশিত হইয়াছিল।)

শিব ভজনা স্তোত্র।

হর হর, বোম্ বোম্, তুমি মহাদেব।
জানে সবে, হও তুমি, দেবাদির দেব॥
তোমা সম, সদা তুষ্ট, আর কেহ নহে।
তাই তোমা, আশুতোষ, সকলেতে কহে॥
মন্থনের হলাহল, করে তুমি পান।
সবাকার, বিপদেরে, করিলে হে ত্রাণ॥
নির্ব্বিকার, দিগম্বর, হও তুমি বটে।
তাণ্ডবের নৃত্য যেহে, আছে তব ঘটে॥
তুমি ওহে প্রলয়েরে, আনিতে যে পার।
তাইত হে দেবতারা, ভয়ে থর থর॥

সেই তুমি প্রলয়ের, নিবারণ কর।
ভক্ত তরে তুমি সব, করিতে যে পার ॥
ত্রাণ কর্ত্তা তুমি সদা, ত্রাণ তাই কর।
যখন যা আবশ্যক, সেই মূর্ত্তি ধর ॥
সামান্য যে ব্যাধ তারে, করিলে যে ত্রাণ।
নগণ্য যে জীবনের, হল পরিত্রাণ ॥
মহিমা যে, তব হয়, কতই অপার।
আমাদের পক্ষে তাহা, বোঝা অতি ভার ॥
তব রোষ, সদা তোষ, তাই বোম্ ভোলা।
রস রাজ, তাই আজ, দেয় তোমা মালা ॥
শিবরাত্রি ক্ষণে আসি, রচিয়া এ স্তোত্র।
তব পদে, সমর্পিল, যাহা আছে অত্র ॥
হর হর, বোম্ বোম্, তুমি বোম্ ভোলা।
তাই আমি ভজি আজ, ছেড়ে মোর গলা ॥

শিব চতুর্দ্দশী, ৪ ফাল্গুন ৬৪ ; ১৬ ফেব্রুয়ারী '৫৮

অতিরিক্ত গীতিকাব্য ও ভজনা। (আবৃত্তির উপযোগী)

৪। পরিশিষ্ট।

ভূমিকা।

আত্মদর্শন যে, না করাইয়া হে, কেমনে বলগো থাকি।
না হলে জানিবে, হইবে যে মোর, আত্মাকে দেওয়া ফাঁকি॥

—রসরাজ।

নিজ কাব্য কথা।

১	২	৩	৪
মোর এযে পদ্য।	যোগাযোগ চাই।	বিধি শুধু দক্ষ।	বিভু করে এই।
লেখা হয় সদ্য॥	তানা হলে নাই॥	আমি উপলক্ষ॥	ইচ্ছা যে হে ভাই॥
যথা যাহা দেখি।	হলে শুভক্ষণ।	খেই পেলেভাই।	করিবার তাই।
তথা তাহা লিখি॥	তবে হবে মন॥	লিখে যে হে যাই॥	মোর কিছু নাই॥

ক্রোড়পত্রে—অভিমত পত্রাবলী ১০,১৩,৫০,৫১,৫৭,৬১,৬৭,৭১,৭৫,৭৬,৮৮ দ্রষ্টব্য।

রসরাজের ভাবের অভিব্যক্তি।

এ আমার ভাবের যে, অভিব্যক্তি।
ইহাতেই আর নাহি. কোন যুক্তি॥
ছন্দেরও সব যুক্তি, পাবে মুক্তি।
তবে পাবে, মনোমাঝে যে হে ভক্তি॥
সবায়ের মন পাবে, তাহে শক্তি।
উন্নত যে, হবে তবে, সেই ব্যক্তি॥
এ যে হয়, ঈশ্বরের, সত্য উক্তি।
মোর তাই, নাহি যে হে, কোন শক্তি॥

পুঁথিগত বিদ্যার যে নয় উক্তি॥
রসরাজ ছন্দে পায়, অভিব্যক্তি॥
অন্য কিছু, নাহি খুঁজ এর যুক্তি।
তবে চিন্তা হতে পাবে যে হে মুক্তি॥
আমারও ভাব যে হে পাবে শক্তি।
সকলেই পাবে তবে মোর ভক্তি॥

ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্রাবলী—১০.১৩,৫০.৫১,৬১.৬৭,৭১,৭৫.৮৮ দ্রষ্টব্য।

কবিত্ব বিকাশ। (আত্মকথা) নিজ ছন্দ কথা।

কবি টেনিসন, ছন্দ মিলালেন।
তিনটী চুরুট, পুড়িয়ে দিলেন ॥
আমি রসরাজ, সিগারেট বিনে।
ছন্দ গেঁথে যাই, রস ভরা মনে ॥
এ বাগ্‌দেবীর, বহু কৃপা বলে।
তাহা না হইলে, পাবে কি সকলে ?

(২)

উচিত যেখানে, ভাবি আমি যাহা।
বিচার করিয়া, বলি সদা তাহা ॥
বাজে কথা ওহে, বলা কিন্তু ভাই।
আমার কুষ্টীতে, লেখা কোথা নাই ॥
নাহি জানি কোন, এ ছন্দের দ্বন্দ্ব।
এ হয় আমার, প্রাণেরই ছন্দ ॥
শুনে যদি ভাল, লাগে কারো কানে।
তবেইত হবে, আনন্দ এ প্রাণে ॥
ছন্দকে করিয়া, এতটুকু হেলা।
কখন চলেনা, সঠিক যে বলা ॥
তাইত করিতে, ছন্দেরই ইষ্টি
আর্ষ প্রয়োগের, হইয়াছে সৃষ্টি ॥
সার্থক হইবে, "রসরাজ ছন্দ"।
পাঠক পাঠিকা, পাইলে আনন্দ ॥

(৩)

ধন্যবাদ দিয়ে, সবারে অশেষ।
আজি কার মত, কথা করি শেষ ॥
আমি হই ওগো, অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানী।
বিশদ ভাবের, নাহি কিছু জানি ॥
দোষ যদি করে, থাকি নাহি জানি।
ক্ষমা চাহি আমি, করে জোড় পানি ॥
ভয়, দ্বিধা, স্বার্থ, আর আছে ত্যাগ।
একে বুঝি ওহে, কহে অনুরাগ ॥
তাই ওহে আজ, আমি রসরাজ।
করে যাই কাজ, নাহি পাই লাজ ॥
এযে হয় মোর, কবিত্ব বিকাশ।
আর কোথা কোন, নাহিক নিকাশ ॥

ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্রাবলী—৫—১০,১৩,১৮,২৬,২৭,৩৮—৪৩,৪৫—৬১,৬৬—৭১,৭৪—৭৬, ৭৮,৯৬ দ্রষ্টব্য।

*　　*　　*

৫। উপসংহার।

ভনিতা।

আত্ম-গোপনে হে, পাপ যে অর্শায়।
আত্মকাহিনী যে, দি তাই হেথায়॥ -রসরাজ।

আত্মকাহিনী।

(১)

কালি, কলম, রং, আর হাতে তুলি।
ব্যবহার জানি, কিছু নাহি ভুলি॥
কাব্য আর চিত্র, তাও সব জানি।
সাহিত্যকেও ত খুব যেগো মানি॥
বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃতের, শিক্ষা।
সমভাবে আমি, পাইয়াছি আখ্যা॥
ইহাই যে হয়, জীবনের সূচী।
সমভাবে সদা, মোর সবে রুচি॥
কাঠের দ্রব্যের, কারুকার্য্য জানি!
রিপুকারু কার্য্য, তাও আমি গনি॥
গীত বাদ্য হয়, অতি মোর প্রিয়।
সাধনা তারও, হয় মোর শ্রেয়॥**
প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি।
ইহাই আমার, বিভুদানে সিদ্ধি॥
বৈষয়িক বুদ্ধি, মামলাতে জ্ঞান।
ইহাতেও নহি, কখন অজ্ঞান॥
গৃহ সংস্কারের, এই যে বিজ্ঞান।
ইহাতে আছে হে, ভালই যে জ্ঞান॥
"লগ্নে চাঁদা"† ছেলে আমি যে হে ভাই।
সর্ব্ব কর্ম্মক্ষম, হইয়াছি তাই॥
এই নাকি হয়, মোর অতি বল।
বলে শাস্ত্র দেখি জ্যোতিষির দল॥

(২)

ক্ষুদ্র কায়া যত, দ্রব্যের চয়নে।
"ছোট মহল"* যে, খ্যাতি হে ভূবনে॥
ঘুড়ি ও টেনিস্, খেলারও ভক্ত।
বিলিয়ার্ডে আছি, আমি অনুরক্ত॥
ব্যায়াম করিতে ও অশ্বারোহণে।
পটুতা যৌবনে, মোটর চালনে॥
সাইকেল চড়া, আমি বড় পক্ষ।
ফটোগ্রাফিতেও, হই আমি দক্ষ॥
কাব্য ও সাহিত্য, আব শিল্প কার্য্য।
আয়ত্বে আমার, সব অনিবার্য্য॥

** পৃষ্ঠা ৩০,৩৩,৩৪ দ্রষ্টব্য।

† লগ্নে চন্দ্র থাকা সময় ভূমিষ্ট।

* অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় দ্রব্যাদির ৪৫ বর্ষব্যাপী বিপুল সংগ্রহ ও আশ্চর্য্যকর চয়ন ও কাঁচের আলমারিতে সংরক্ষিত "ছোট মহল" (Miniature Gallery) শ্রীরাসবিহারী মল্লিক কর্ত্তৃক সংগৃহিত, ইহা উল্লিখিত আছে।

গৃহ নির্ম্মাবার, ও নক্‌সার কল্প ;
কল কৌশলেও, নাহি হই অল্প ॥
হোমিও চিকিৎসা, তাতেও যে দক্ষ ।
অন্তরে আমার, তাই যে হে লক্ষ্য ॥
সিংহবাহিনীর, ইতিহাস স্তব ।
মাহাত্ম্যের কথা, করেছি উদ্ভব ॥
বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, করি গবেষণা ।
দীর্ঘ কালের যে, আমার সাধনা ॥
যদুলাল আর, দেব রামকৃষ্ণ ।
সখ্যতা লিখেছি, হয় অতি উষ্ণ ॥
বংশ ইতিহাস, করেছি রচনা ।
"বংশ গৌরবকে", তোমরা ভুলনা ॥
"কবিতা মঞ্জুষা" রচনা হে মম ।
প্রাণের পিয়াসা, পূর্ণ করা সম ॥

(৩)

নীচতা শঠতা, মিথ্যা তোষামোদ ।
ইহাতে আমি যে, সদাই অবোধ ॥
অন্যায় দেখিলে, কারো কোথা ভাই ।
বিদ্বেষেতে আমি, যেন জ্বলে যাই ॥
দেশের সেবায়, হয়ে আমি ব্রতী ।
কর্পোরেশনেও লভিয়াছি খ্যাতি ॥
উচিত বক্তা যে, আমি সদা ভাই ।
এ দোষের জন্য, ক্ষমা তব চাই ॥ ::
সাময়িকী যাহা, তাহা যদি পাই ।
কাব্যেতে তখন, লিখি আমি তাই ॥

যখনি যে বলে, যে বিষয়ে যাহা ।
কাব্যেতে তখনি, লিখে দিই তাহা ॥
হিতাহিত যাহা, তার বিবেচনা ।
পাঠক করেন, মনেতে গণনা ॥
বিচারিয়া বুঝি, "কবি রসরাজ" ।
আমারে দিয়েছে, যে হে তারা তাজ ॥
শ্রীক্ষেত্রে রচনা, যত আছে মোর ।
টুটিয়াছে স্বপ্ন ও মায়ার ঘোর ॥
পুরীতে রচিত "কাব্য ও কাহিনী" ।
ভাব ও ভক্তির, পূত নির্ঝরিণী ॥
পুরীবাসী মোরে, কহে সবে মিলি ।
জয়দেব আর, শ্রীচৈতন্য বলি ॥
দেয় "কবিচন্দ্র" আর "কবিরত্ন" ।
উপাধি আমারে, করি অতি যত্ন ॥

(৪)

জগন্নাথের যে, ইহা অতি দয়া ।
সবার শুভেচ্ছা, দেয় মোরে ছায়া ॥
ইহা ভিন্ন আর, নাহি কিছু মানি ।
ধন্যবাদ দিই, করে জোড়পাণি ॥
এ হয় বিভুর, করুণা যে ভাই ।
আমার কিছুই, নিজস্ব যে নাই ॥

(৫)

খোলাখুলি বলি, আমি সদা ভাই ।
আত্মগোপনের, নাহি কোন ঠাঁই ॥
পরিস্থিতি যত, বর্ণিয়া অশেষ ।
আত্মপ্রকাশ যে, করিলাম শেষ ॥

নিজ জন্ম তিথি দিবস ; রথ যাত্রার শুভ অষ্টাহ মধ্যে । ২৭ আষাঢ় '৬২ ; ১১ জুলাই '৫৬ ।

:: ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্র ৮০ দ্রষ্টব্য ।

ক্রোড়পত্রে অভিমত পত্রাবলী—৪—৮,১০,১৩,১৮,২১;৩২,৩৪,৩৮,৩৯,৪৪,৪৭—৫৪,৫৭—৬০,৬২,৬৪,৬৭,৬৮,৭১,৭৫,৭৮—৮০,৮৬,৮৮,৯৩,৯৬ দ্রষ্টব্য ।

৬। কাব্যে প্রত্যুত্তর।

আসল হে গুণী জন হয় যেই।
গুণেরই আদর যে বোঝে সেই।
মন হচ্ছে কষিবার যে পাথর।
দাগ পড়ে তাই তার যে উপর॥

—রসরাজ।

(১)

মাননীয় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সাংবাদিক প্রবর সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার শুভেচ্ছাপূর্ণ পত্র পাইবামাত্রই আমার অন্তর, যিনি আসল কবিচন্দ্রঃ রসরাজ উৎফুল্ল হইয়া যে ভাবের অভিব্যক্তি দিয়াছে তাহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। নিজগুণে গ্রহণ করিবেন। যথা :—

শুভ ইচ্ছা পত্র তব করিনু গ্রহণ।
আছে যাহা সব দিয়া করিব বরণ॥
হে সাংবাদিক প্রবর! তে আশীসবানী।
মম জীবনের ইহা সম্পদ যে গণি॥
প্রকৃতই গুণীজন ওহে হয় যেই।
গুণের আদর ভাল বোঝে শুধু সেই॥
আসল জহুরী তাই, হয় বুঝি যেই।
জহরতের কদর বোঝে যে হে সেই॥
রাজার পূজা যে খালি স্বদেশেতে হয়।
বিদ্বানের পূজা কিন্তু সর্ব্বদেশে হয়॥
এখন হে রাজা কিন্তু নাহি যে হে রয়।
বিদ্বানের কভু নাহি, রহে যে হে ভয়॥
একা চন্দ্রেই পৃথিবী করে যে হে আলো।
"কবিচন্দ্র" তাই মোরে, করে যে হে দিলো॥
আপনিত সাহিত্যের জহুরী যে ভালো।
মত দিয়েছেন, এ যে, বাঙ্গালার আলো॥
আপনি হচ্ছেন যে হে কষ্টির পাথর।
দাগ পড়েছে যে তাই তাহার উপর॥ বিনীত—

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক

গোলাপফুল, পুরী ৫ই নভেম্বর, ১৯৫৫ (রসরাজ)

(২)

চিকিৎসকপ্রবর শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, ডি ; এফ্ এস, এম্, এফ্ সমীপেষু।

আপনার পত্র * আমি পাইনু যখন।
মাথায় যে তুলি আমি লইনু তখন ॥
আপনার আশীর্ব্বাদ অমূল্য সে ধন।
এই চিন্তা মোর মনে জাগে অনুক্ষণ ॥
ইহা ছাড়া রাখিবার নাহি যোগ্য ঠাঁই।
এই কথা আমি তাই, ভাবি যে সদাই।
রোগ মুক্ত করেন যে চিকিৎসা করিয়া
শুভেচ্ছাও ফলিবে যে অশুভ হরিয়া ॥

নির্ণয় যে কর রোগ, পরীক্ষা করিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর তাই, বুঝিয়া যে হিয়া ॥
তব বাক্য অন্য সম নহে কভু ভাই।
চিকিৎসার শাস্ত্র আছে এর মধ্যে ঠাঁই ॥
"রসরাজ" রসকথা সদা বলে যাই।
এর মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব খুঁজে পাবে ভাই ॥
এই কথা বলে আমি চুপ করি মুখ।
চোখাচোখি হলে পরে, খুলিব এ মুখ ॥

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক
(রসরাজ)

১২, অগ্রহায়ণ '৬৩ ; ২৭, নভেম্বর '৫৬

* ক্রোড পত্রে অভিমত পত্র ৮৪,১৯,২৮,৮৬ ও ৪৯

(৩)

অধ্যাপক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ, সমীপেষু।

আপনার অভিমত। মোর কাছে অমূল্য রতন।
ভাল করে রাখিয়াছি, তাহা আমি করিয়া যতন ॥
আপনি যে লইবেন [illegible] মোর ধন্যবাদ।
তাহা হলে ঘুচিবেহে আমারযে সব অবসাদ
গুণীজন না হলে যে এ গুণের আদব কি বুঝে ?
অন্য লোক তাহা কভু নাহি পায় খুঁজে আর খুঁজে ॥

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক
(রসরাজ)

১২. অগ্রহায়ণ '৬৩ ; ২৮ নভেম্বর, '৫৬

+ ক্রোড় পত্রে অভিমত পত্র—৫৪,৮৭ দ্রষ্টব্য।

৭। অতিরিক্ত (উপরোধ ও উপলক্ষণে অধ্যায়ের)

কল্যাণীয় শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর রায়ের শুভ-বিবাহ উপলক্ষে—

আশীর্ব্বাণী।

আশিস্ তোমায় করি যেহে আমি।
আদর্শ কর্ম্মী যে, হওয়াই চাই॥
না হলে জানিবে, তোমার যে আর।
নাহি যে কিছুতে, কোনই রেহাই॥
ন্যায় ও ধর্ম্মের হিতকর হয়।
যেই সব কর্ম্ম, সেই পন্থা দ্বারা॥
এই সবকেই করিবে হে সদা।
তোমারই যেহে, জীবনের ধারা॥
কাব্য ও সাহিত্য, দেশের সেবা।
আর নীতিচর্চ্চা, এদের মাধ্যমে॥
তুমি যে হে সদা কার্য্য যে করিয়া।
অগ্রসর হয়ে, চলিবে উদ্যমে॥
রসরাজের এ বাণী মেনে তুমি।
মিলে মিশে যদি, ঠিক ভাবে চল॥
তোমার যে এই সংসার যাত্রার।
উন্নতির বাধা, রবে কিসে বল॥
বিভু পদে আজি সদা হয় মোর।
অন্তরের যেহে, এই নিবেদন॥
দীর্ঘজীবি হয়ে সদানন্দে থাকি।
গার্হস্থ্য জীবন, করহে পালন॥
কায়মন বাক্যে আশীর্ব্বাদ করে
আমিও তবে হে, এখন যে আসি।
তুমিও আমাকে আসিতে বল হে
সহাস্যে বাজায়ে, বিদায়ের বাঁশী॥

ত্রিভবন। (অতুলনীয় সমাবেশ)

বরভবন—"রাজাস্পার্ক", কাশীপুর। (মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কেন্দ্র)
কন্যাভবন—"মার্ব্বেল প্যালেস্", চোরবাগান (মা অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান কেন্দ্র)
রচয়িতা ভবন্—"সাহিত্য তীর্থ", পাথুরিয়াঘাটা। (মা সরস্বতীর অধিষ্ঠান কেন্দ্র)

বিবাহ দিবস—২৩শে ফাল্গুন ১৩৬৪ ; ইং ৭।৩।৫৮

রসরাজ কাব্য ও সাহিত্যের দ্বাবিংশ প্রকাশনী।

অভিমত ও প্রশংসা পত্রাবলী।

সবাই সমান, কেহ নহে কম।
"বসুধৈব" হয় যে, "কুটুম্বকম্"

এই মন্ত্র ওহে, করিয়া স্মরণ।
সবা পত্র আমি, করিনু বরণ॥
—রসরাজ।

(১)

আপনার সমবেদনার বাণী আমাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়েছে।

আপনার সহানুভূতি ও আশীর্ব্বাদ আমাদের জীবনের পরম সঞ্চয়।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। (স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্রের পুত্র) প্রফেসার ও পি এইচ. ডি।
ইং ৭-৩-৫৩।

(১ ক)

.........পুরীবাসীরা যে "কবিচন্দ্র" ভক্তি উপহার দিয়া তোমাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে, ইহাতে আমাদের জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি তোমাকে দীর্ঘকাল দেশের ও দশের কার্য্য করিবার জন্য সুস্থ শরীরে রাখেন। **শ্রীকার্ত্তিকচরণ মল্লিক**, কলুটোলা রাজবাটী
ইং ৩০. ১০. ৫৫

(২)

......সংবাদ পত্রে আপনার সম্মানের সংবাদ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনার এই সম্মান বাঙ্গালীর সম্মান। আমার মনে হয়, আপনি কলিকাতায় ফিরিলে এই উপলক্ষে আপনাকে সম্বর্দ্ধিত করা সঙ্গত। **শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ**
লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ইং ২-১১-৫৫

(৩)

স্নেহভাজন রসরাজ; সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মুকুটমণি, পরম ভাগবত শ্রদ্ধাভাজন কুমার কার্ত্তিক বাবুর বিরহে আমরা সত্যই আজ মুহ্যমান।..................সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ এখনও সাজগোছ করিতেছেন। কবে আসরে নামিবেন, জানি না। কিন্তু রসরাজ নীরব কেন?.........রসরাজের "রসভাণ্ডার" দীনবন্ধু দাদার দধিভাণ্ডারের মত অফুরন্ত জানিতাম। রসের দৈন্যই কি রসরাজের নীরবতার কারণ? যাহা হোক, আশা করি, রসভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আসরে অবতীর্ণ না হইলে, নামের কলঙ্ক

হইবে।·········আশা করি সমাজের শোক সভায় পাঠের জন্য উপযুক্ত কবিতা দিবেন।* **শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র**, এম. বি, ইং ২৮-১১-৫৫

(৪)

আপনার পত্র † ও কবিতা পাইয়া প্রীত হইলাম। আপনি কবে কলিকাতা ফিরিবেন? এখানে সম্বর্দ্ধনার প্রয়োজন—আপনার প্রাপ্ত সম্মানের অনুরূপ করিতে হইবে।···**শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ**, প্রবীণ সাংবাদিক ও বাচস্পতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইং ১৬-১১-৫৫

(৫)

······আপনি মল্লিক বংশের কুলতিলক! আপনার দ্বারা মল্লিক বংশের লুপ্ত বা সুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রবুদ্ধ হইবে। **ডাঃ শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র** এম, বি, ইং ৯-১১-৫৫

(৬)

······Your lucid and expressive style of poems is much appreciated by the readers·········**Srinibash Ramanuj Das.** Secy, Raghunandan Library and Mahanta Maharaj of Emar Matha, Puri. 16. 1. 56

(৭)

···············I herewith send you my warm appreciation and greetings of the genuine poetical faculties with which you have been endowed through the Grace of Almighty. ·········As I told you earlier your genius will one day be recognised by our country. It gives me much pleasure to recollect the conversations about the merits of the lines spontaneously composed by you while I lounge on the Puri sea-beach, particularly of your smiling face············**Gopal Chandra Dash.** Puri. 19. 2. 56.

* মর্ম্মবাণী—পৃষ্ঠা ৮৯ দ্রষ্টব্য।

† উত্তর পত্রের জন্য, ৬। "কাব্যে প্রত্যুত্তর" অধ্যায় সূচীপত্র দৃষ্টে দ্রষ্টব্য।

(৮)

......Students' Union এর মেম্বারগণ যে আপনাকে Welcome address দিয়াছে তাহা পাইলাম। উহারা যে আপনার গুণমুগ্ধ, তাহা উহাদের লেখা আনন্দোৎসব পড়িলেই বোঝা যায়। উহা পড়িয়া আমার খুবই আনন্দ হইল। আমি শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি "বাণী" আরাধনায় গৌরবের উচ্চাসনে আরূঢ় হউন। ইতি আপনাদের **মণি মহারাজ (স্বামী জ্ঞান স্বরূপানন্দ)** সভাপতি, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, পুরী, ইং ২০-৩-৫৬

(৯)

......আপনার সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকাতে দেখে খুসি হইয়াছিলাম। আপনার সম্বর্দ্ধনাতে আমি গৌরবান্বিত। ভগবান আপনাকে অধিক যশস্বী করুন।

ডাঃ গৌরাঙ্গচরণ পাত্র, সম্পাদক, "উৎকল কেশরী" পুরী, ইং ২-৪-৫৬

(১০)

"যা তোমার ভাল।"

দর্শন তব মিলে নাই আজও,
সৌরভ এনেছে গুণের
সর্ব্ব সৎকর্ম্মের উৎসাহী হায়
সার্থক করিলে জন্মের ॥
লোক রাখে তব রসরাজ নাম,
কবিতার বহর দেখে।
কত মিল খুঁজি, জড়ো কর তুমি,
যাহা সাধারণে না লেখে ॥

যদু মল্লিকের বংশধর তুমি,
তাঁর আশীস্ পাওয়াতে।
বহু অর্থ প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও
বন্ধ বেপথে যাওয়াতে ॥
তোমাদের গৃহ তীর্থস্থান সম,
শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণে
সে দেবভূমি রহিয়াছে আজও
পরিণত তা পীঠ স্থানে ॥

তাই বলি আমি দেশবাসীগণে
যা তীর্থ স্থানে পরিণত।
সেই তীর্থবাসী করে সংযম,
যা পাওয়া দুর্লভ কত ॥

হে রসরাজ হইও অগ্রণী,
করহ মুক্ত হস্তে দান।
তোমার দানের পুণ্য পরশেই
হবে তাহার অবদান ॥

ভগবান চান পবিত্র ধনীর
মহাদানের মধ্য দিয়া
সর্ব্ব সৎকর্ম্মের পুণ্য প্রচারে
যখন গলে তাঁর হিয়া ॥

আশীস্ তোমার পুড়ুক শিয়রে,
দানবীর হওয়া চাই।
যাহাতে দু'হাতে বিলাইতে পার,
মোরা চাহিলে যেন পাই ॥

ডক্টর হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, ডি, এস্, সি, (লণ্ডন) চেয়ার হোল্ডার ও প্রফেসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ইং ২৮-৮-৫৪

(১১)

............সময়োচিত একটি হাস্যোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি অথবা পাঠ করিয়া ছাত্রীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।......

............**ডাঃ শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র**। এম. বি।—৩০. ৯. ৫৪

(১২)

............গত ছাত্র ও ছাত্রী সম্মিলনীর বিবরণী মুদ্রণের জন্য সমাচারে পাঠাইয়াছি। তাহাতে আপনার নামোল্লেখ আছে। বিদ্যালয়ের দিকে কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন। **ডাঃ শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র**। এম. বি.—৮. ১০. ৫৪

(১৩)

............আপনার কবিতা আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। আপনি যদি পারেন, তবে আপনার সংকলনের একখানা কপি পাঠাইয়া দিবেন।......**শিশির রায়**। কোষাধ্যক্ষ, **বেঙ্গল ক্লাব ; বোম্বে**—২৪. ১০. ৫৪

(১৪)

............Opening Ceremony হিসাবে একটি অধিবেশন হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে একটি উপযোগী শুভাশিস্ শীর্ষক কবিতা লিখিতে হইবে। ......**ডাঃ শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র**। এম. বি. ইং ২৬. ১১. ৫৪

(১৫)

............এই যে (যদিও আমারই উদ্দেশ্যে লিখিত) অভিনন্দন কবিতাটি তাহা কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীগণের উপযোগী হইয়াছে ; যে হেতু প্রত্যেকেরই উহা সহজ বোধগম্য হইবে। অভিনন্দন কবিতাটিকে গদ্যে পরিণত করিলে, উহা সত্য কথা এবং সারগর্ভ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা হইবে।......**শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র**। **এম.** বি। ইং ১. ১. ৫৫

(১৬)

I was glad to receive your verse tribute to the memory of the late Bhupendra Krishna Ghosh which I have read with pleasure.

I also read with appreciation, your earlier composition on the technique and spirit of music kindly presented to me at the celebration of the recent death anniversary of Bhupendra Babu. **Dr. Srikumar Banerjee**, Professor and Chair-holder, Cal. University, 7. 1. 55

(১৭)

With due respect I am sending herewith the copy of the noble ovation which you have given me as an honour of the All India Cycle Tour.······**Santu Ghosh**, Asst. Editor, Ashore Patrika. 14. 1. 55

(১৮)

Appreciation

To

Rasharaj Rashbehary, Mullick, the Poet.

Music and poetry have always thrilled the heart of Bengal since the dawn of history. In the midst of her tragic troubles, the flowers of the muses have kept the country vibrate and rediant.

We accordingly welcome with open arms, the rise of a brilliant star on the horizon. I of course, refer to our friend an imaginitive idealist **Rasharaj**. His poems are instinct with life vitality and sweetness, and have already challenged comparison. They are subtle without being abstruse, they ara rich in humour, without being prosaic, they are human, without bring common place.

Sincerity, and conscience—the two angels that bring to

the poet the wonders of the poetic dream, are clearly revealed here and bring the deepest delight.

"Rasaraj has vision and intuition."

I sincerly wish him God's speed. **Suresh Chandra Talukdar** M. A. B. L, Advocate. President of the Bar Association, High Court, Cal. 30. 1. 55.

(১৯)

মাননীয় শ্রীরাসবিহারী মল্লিক মহাশয়ের (রসরাজের) লিখিত পদ্য কয়েকটি পড়িয়া আমি নিজে ও আমার বহু বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধব অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। তবে গান্ধী ও জহরলাল নেহেরুর হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ নীতির জন্য তাহাদের স্তুতি কবিতা পাঠে মনে হইল রসরাজ মহাশয় তাহার কবিত্ব শক্তির অপপ্রয়োগ করিয়াছেন। তদপেক্ষা তাঁহার মহান্ বংশ অনুযায়ী ধর্ম্মবিষয়ক ভগবৎ স্তুতিবাচক পদ্য রচনা করিলে তাঁহার কবিত্ব শক্তি সার্থক হইবে ও বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে পরমানন্দ দান করিবে। রসরাজের জয় হউক। **শ্রীনলিনারঞ্জন সেনগুপ্ত,** এম, ডি; এফ্, এস্; এম্, এফ্; (শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।) ইং ২২. ৬. ৫৫.

(২০)

আপনার মহাত্মাজী, নেতাজী ও জহরলালজীর উপর রচিত কবিতাত্রয়ী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি কবিতার মাধ্যমে ভারতের তিনটি প্রখ্যাত দেশনেতার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করিয়া আমাদের সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। আপনার ভাষা ও ভাবের সরলতার ভিতর দিয়া আপনার অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা ফুটিয়াছে। আপনার 'রসরাজ' উপাধি আপনার রসিক সুলভ সহৃদয়তার পরিচয়। আশা করি আপনার সার্থক রচনাবলী বাঙ্গালীর নৈরাশ্যক্লিষ্ট মুখে আবার আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিবে। আপনার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কবিতাগুলিও খুব উপভোগ করিয়াছিলাম। **শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**; এম, এ; (ভূ, পূ,) এম্, এল, এ. প্রফেসর ও সাহিত্যে ডক্টর। ইং ৫. ৪. ৫৫।

(২১)

'ত্রিদেব সম,' ত্রয়ী সম্বন্ধে বর্ষশেষের মনোমদ উপহার ব্যক্তি এবং দেশকে।
—রসরাজ বিরচিত অবদান— 'মর্ম্মবাণী' 'আনন্দোচ্ছ্বাস' ভাবের অভিব্যক্তি।

রসরাজ কাব্যে বিরাজিত রস কল্পনার সৌন্দর্য্যে মুক্তগতির উচ্ছলতায় এবং প্রাণের স্পর্শে অন্তরকে সুরস করে। হৃদয়াভিনন্দন। **শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার**, শিশু ও কথা সাহিত্য সম্রাট। ১৪ই চৈত্র ১৩৬১।

(২২)

নববর্ষের—

হৃদয় সম্ভাষণ

স্নেহ নিলয়ে সুকামনা।—

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। শিশু ও কথা সাহিত্য সম্রাট, ১লা বৈশাখ ১৩৬২

(২৩).

নব বরষের মিলন গাথা

ছোট্ট কথাগুলি ছন্দে বাঁধা।—

আদরের তব সম্ভাষণ।

পত্রযোগে পেনু আজ

ধন্যবাদ রসরাজ

দীর্ঘ হ'ক তোমার জীবন

কল্যাণময় হ'ক্ তোমার জীবন। **শ্রীগোপীনাথ নন্দী**, এম্,এ; বি, এল; এড্‌ভোকেট। ২৪শে বৈশাখ ৬২

(২৪)

শ্রীমান রাসবিহারী মল্লিক, তোমাব কবিতা পাঠ করিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভগবান তোমাদিগের মঙ্গল করুন। আশীর্ব্বাদক, **শ্রীদুনিয়ালাল মল্লিক,** ৩০, বৈশাখ ১৩৬২

(২৫)

D. O. No. 68G.

Secretary to the Governor, West Bengal.

Raj Bhavan, Calcutta.

The 6th. January 1956.

Dear Sir,

The Governor desires me to convey sincere thanks for your kind message of the New Year.

—Yours faithfully **P. B. Sengupta**, Deputy Secretery to the Governor.

To Sri Rashbehary Mullick

(২৬)

……………আপনার পিতা মহাশয় "রসরাজ" আমার অন্যতম আকর্ষণ তাঁহার সহিত সেদিন ক্ষণকালের সাহিত্যালাপে আনন্দ পাইয়াছি। শুভার্থী **জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**। সাহিত্যানুরাগী, ও ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ (অবসর প্রাপ্ত) ইং ২৮. ৪. ৫৬

(২৭)

…………Your poet off all your publications the moment these are out of press all such papers are most carefully preserved in my Library and exhibited to visitors of all category, you are most worthy son of your worthy grand father. May Divine Grace protect you for all times to come hereafter—Rai Saheb **Bata Krishna Banarjee**. F. R. E. S. (London) C. D. O (Thomond Ireland Advocate (H. C. Cal) 1. 5. 56

(২৮)

মাননীয় রসরাজজী; আপনার উপাদেয় কবিতা পড়িলাম। সময়োপযোগী হইয়াছে। পুরীধামে আপনার সম্মানলাভে, বিশেষ আনন্দিত হইলাম। **শ্রীনলিনী-রঞ্জন সেনগুপ্ত** এম্, ডি; প্রসিদ্ধ ও প্রধাণ চিকিৎসক। ইং ৫. ৫. ৫৬

(২৯)

সুহৃদ্বরেষু,

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত রসোপহার। দেশ প্রফুল্ল হইবে। ভবদীয় **শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র মজুমদার**, শিশু ও কথা সাহিত্য সম্রাট। ২৯. ১. ৬৩

(৩০)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার গত নির্ব্বাচন উপলক্ষে রচিত দুইটি রস কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। ভোট যুদ্ধের উপহাস্য দিকটাই যে আপনার নিকট ধরা পড়িয়াছে

ইহাতে আপনার রসিক চিত্তেরই পরিচয় পাইতেছি। ডক্টর **শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**, এম এ ; এম-এল-এ প্রফেসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৯.৫.৫৬

(৩১)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রেরিত দু'টি রসরচনা পেয়ে সুখী হ'লাম। পুরীতে বাংলা অক্ষরে যে ফলক বসিয়েছেন আশা করি উড়িয়া অক্ষর নয় বলে, কারো আপত্তি হবে না। অখণ্ড ভারত ভুলে, দেখি আমরা যেন খণ্ডচৈতন্যের বশ আছি।

উত্তর কলিকাতা ভোটাভুটির রহস্য বিষয়ে ঠিকই লিখেছেন—

শ্যাম ও রাখিব এবং কূল ও রাখিব।
এই কথা বল ওহে, আমি কেমনে বুঝিব ?

ডক্টর **শ্রীকালিদাস নাগ**, এম-এ, ডি লিট্। ইং ১৫-৫-৫৬

(৩২)

সাদর নিবেদন,

আপনার "ভোট ভণ্ডুল কাব্য" ও "নির্ব্বাচনী রঙ্গলীলা" কবিতা দুইটি পাঠ করিয়া যেমন হাসিলাম, তেমনই মন প্রশংসায় পূর্ণ হইল যে, সত্য কথা বলিবার লোক এখনও আছে। এখন মনে করিতে হইবে—আপনার বাণী

যদি হ'তে চাও হে অলস
ভেতর সাচ্চা করতে হবে রাজী॥

এবং সত্যই মুড়ি মিছরীর একদর হইতে চলিয়াছে। আপনার লেখনী ধন্য হউক।
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রবীন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ইং ২২-৫-৫৬

(৩৩)

সুহৃদ্বরেষু, আপনার রচিত "হিন্দুর উত্তরাধিকার"
ব্যথা ও রসের ভিতর দিয়া দেশের অন্তরের সত্য সুর। **শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার**, শিশু ও কথা সাহিত্য সম্রাট, সাহিত্যাশ্রম। ২৯-২-৬৩

(৩৪)

মাননীয় কাব্যসাধক,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনার কার্য্যকারী সমিতির সদস্যপদ হইতে অবসর গ্রহণের, সভাপতি মহোদয়ের বাসভবনের বিগত অধিবেশনে যথারীতি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল—উপস্থিত ৩৯ জন সদস্য সকলেই একবাক্যে

বলিলেন যে আপনার ন্যায় সদানন্দ রসসাগরকে আমরা হারাইতে একান্ত অপ্রস্তুত। সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের অনুরোধে আমি লিখিতেছি যে, আপনি আপনার পত্র প্রত্যাহার করিলে বাধিত হইব। **শ্রীকেশবকৃষ্ণ সেন**, সম্পাদক, কলিকাতা সুবর্ণবণিক সমাজ। ইং ৩০-৬-৫৭

"প্রত্যাহার কাব্য" উপরোধ ও উপলক্ষণে অধ্যায় পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

(৩৫)

Your poetry written on the occasion of your with-drawing the resignation letter from the samaj. It was a magnificent one. I shall see you shortly. Hope you are keeping well. **Bijoy C. Sen**, Secretary, Students Union. **17. 7. 56**

'প্রত্যাহার কাব্য' উপরোধ ও উপলক্ষণে অধ্যায় পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

(৩৬)

............সমাচারে জাতীয় সংবাদে সত্তর প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল এবং যাহাতে শ্রাবণ সংখ্যায় বাহির হয় তাহার স্থান রাখিতে প্রিয় বাবুকে বলিয়াছিলাম। এই প্রকার সংবাদ প্রত্যেক স্বজাতির ঘরে ঘরে যাওয়া উচিত। **শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন**, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুবর্ণবণিক সমাজ ও সম্পাদক সুবর্ণবণিক সমাচার ইং ২২-৭-৫২

(৩৭)

......A full report of the meeting should be published in our monthly magazine "Subarna Banik Samachar" for the information of our community. **Woodhab Chandra Mullick**, 30. 4. 54

(৩৮)

কবি শ্রীরাসবিহারী মল্লিক রসরাজ,

স্নেহাস্পদেষু, আপনার ১৯-৮-৫৪ তাঃ পত্রলিপি এবং তৎসহ পুস্তকদ্বয় ও একটী কবিতা উপহার পাইয়া পরম প্রীতি সহকারে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।...... ......৺বাণী দেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া স্বয়ং ধন্য হয়েন নাই; পরন্ত

সমাজের এবং মল্লিক কুলের মুখোজ্জল করিয়াছেন। আশা করি, আশীর্ব্বাদ করি এবং শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, সাহিত্য চর্চ্চায় আরও অগ্রসর হউন। স্বুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনীর অভাব নাই; অধুনা উচ্চশিক্ষিতেরও অভাব নাই; উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞও আছেন, কিন্তু স্বর্গীয় 'বড়াল' কবির পরে আর কেহ সাহিত্য সেবায় অগ্রসর হন নাই। বহু বহু পূর্ব্বে স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্মানিত সমালোচক ছিলেন। ডাঃ **শ্রীমাণিকচন্দ্র চন্দ্র**, এম, বি। ইং ২৬-৮-৫৪

(৩৯)

Dear Sir,

I am desired to acknowledge receipt of your letter dated the 31st. December 1954 and its enclosures addressed to the Governor of West Bengal.—(Sd.) **P. B. Banerjee** Dy. Secy to **the Governor. Hon'ble Dr. Harendra Coomer Mukherjee. 4.1.55.**

(৪০)

মহাশয়,

শ্রদ্ধা নমস্কারান্তে বিনীত নিবেদন এই যে আপনার প্রেরিত যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা পুস্তিকাখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি একখণ্ড পুস্তিকা আমাকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করায় আমি ধন্যবাদ সহকারে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।......তাঁহার সম্বন্ধে আরও বহু কিছুই জানিবার ইচ্ছা হয়। যাহা হউক, আপনি বিভিন্ন সূত্র হইতে বিবিধ তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করিয়া যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের জীবন বৃহৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনার অভিপ্রায় নিশ্চিত সফল হইবে এবং দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে পিতামহ (যদুলাল), "দাদুর" (ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের) আশীর্ব্বাদ আপনারা এবং আপনার পরিবারবর্গের উপর নিরন্তর পূর্ব্বাপর বর্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। ৺ঠাকুরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আপনার উদ্দেশ্য সফল হউক—লেখনী জয়যুক্ত হউক। **শ্রীঅসিতনাথ রায়চৌধুরী**, পোঃ শিবহাটী, ২৪ পরগণা। ইং ১০-১-৫৫.

(৪১)

............"স্বাধীনচেতা বাগ্মী যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা" খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। এই পুস্তিকাখানি সুন্দরভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। অল্প পরিসরে বহু জ্ঞাতব্য জিনিসে উহা পূর্ণ। আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। তখনকার দিনের একটি মনোজ্ঞ চিত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এরূপ পুস্তিকা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ছাত্রদের সাহিত্য পুস্তকে এই সব জীবনীর স্থান পাওয়া উচিত। পরমহংস দেবের প্রসঙ্গও বড় ভাল লাগিল। শুভাকাঙ্ক্ষী **শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক**, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রধান শিক্ষক ও কবি। ৪ঠা বৈশাখ ১৩৬২।

(৪২)

বাবাজীবন,

স্বর্গীয় যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের জীবন চরিত্র এবং কবিতা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ শ্রীপ্রজাপতিনী মল্লিক বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের পাশ করা বৌ; সেও তোমার কবিতা পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ পাইয়াছে এবং তোমার কবিতা ও গ্রন্থ পাঠ করিতে বাসনা করে। অতএব তাহাকেও যদ্যপি এক কপি দাও তাহা হইলে অপাত্রে পড়িবে না। **শ্রীদুনিয়ালাল মল্লিক**। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০ পৌষ '৬১।

(৪৩)

......আপনার "স্বাধীনচেতা বাগ্মী যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা" গ্রন্থপাঠে মাত্র আনন্দিত নয়, লাভবান হইলাম। দেশের উদয় প্রহরের সমাজের এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যুগের—আকাঙ্ক্ষিত চিত্রের সহিত কমলা, ভারতী এবং শক্তির আশীসপূত কৃতী পুরুষের এই চারিত্রিকী জাতির স্থায়ী দীপ। স্বগৃহ হইতে কীর্ত্তিমানের জীবনালেক্ষ্য আকার পাইয়াছে খুব কম; আপনার শ্রম ও তর্পণ দেশের গভীরতম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে। এ গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত হউক, এ বাসনাকে বারণ করা কঠিন। ইতি ভবদীয় **শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার**, শিশু ও কথা সাহিত্য সম্রাট। ১৭ মাঘ ১৩৬১।

(৪৪)

............আপনার রচিত কবিতা দুইটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে আপনিও বঙ্গভাষা জননীর অন্যতম প্রিয় সন্তান।..................আপনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়েরই বরপুত্র। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘ পরমায়ু,

অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য এবং আপনাদের বংশের—মুখোজ্জ্বলকারী করুন। ইহাই এই বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।—**শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়**, প্রবীণ সাহিত্যিক, ঝামাপুকুর, ২৫শে মাঘ, ১৩৬১।

(৪৫)

বন্ধুর দান, "কাব্য ও কাহিনী"
এলো যবে মোর কাছে।
দেখ্‌লেম যেন, "রসরাজ"
(মোর) সম্মুখেই বসে আছে॥
ভুলে গিয়েছিনু, সকল যাতনা
রসের সাগরে ডুবি।

সার্থক তব 'রসরাজ' নাম
পড়ি আর মনে ভাবি॥
তব ভালবাসা, ভুলায়েছে মোর
রোগ যন্ত্রণা ভোগ।
আশীস্ জানাই, বন্ধু, তোমার
'জয় জয়কার' হোক।

আশীর্ব্বাদক **শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়**, ৮০ বৎসর বয়স্ক কাব্য ও সঙ্গীত গুণগ্রাহী। ইং ১৯.১০.৫৬।

পুনঃ আপনার বিরচিত "কবিতা মঞ্জুষা" ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রতীক্ষায় রহিলাম। বিজয়।

(৪৬)

সুহৃদ্বরেষু—

৺বিজয়ার মধুর উপহার কবিরত্ন রসরাজের সরস এবং সবিবরণ "কাব্য ও কাহিনী" গভীর আনন্দ দান করিল।

৺বিজয়ার অন্তরগাঢ় প্রীতি সম্ভাষণ। রসধারা নিত্য অগ্রসর হউক। নিবিড় হৃদয়ে **শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার**, শিশু ও কথা সাহিত্য সম্রাট। ইং ২০.১০.৫৬

(৪৭)

I beg to acknowledge your grand publication "Kabya O Kahini" which is just in hand......I have started a file for you in my Library and always give widest possible—publicity of your most valued writings. You are an old friend of mine in the Oriental Seminary, the institution which has produced numerous well-known people in

different walks of life. It is indeed gratifying to find that you are one of them.

May God bless you and crown your poetic efforts with success and you receive recognition in the hands of our National Government.—**Raishaheb, Batakrishna Banerjee,** Advocate, F.R.E.S (London), C.D.O. (Ireland) —26.10.56.

(৪৮)

প্রিয়বরেষু—

আপনার "কাব্য ও কাহিনী" উপহার পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বইখানিতে বহু রসধারার আস্বাদ পাইলাম। আপনি সত্যই "রসরাজ" বটেন। **শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক**, প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও কবি।

(৪৯)

প্রিয় কবিচন্দ্রজী, আপনি দীর্ঘজীবি হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে, সমাজের ও জাতির বহু কল্যাণ হইবে। আপনি যে ভাবে এত দুঃখের বাজারে লোক সুখের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আপনার শ্রী, কীর্ত্তি ও দয়া সবই আরও বর্দ্ধিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

কবিচন্দ্র বলিয়া আরম্ভ করিয়া কবিরত্ন বলিয়া সমাপ্ত করি। **শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত**, প্রধানতম চিকিৎসক, এম ডি, এফ, এস, এম, এফ—১.১১.৫৫

প্রত্যুত্তর কাব্যপত্র জন্য উপসংহার অধ্যায় (২) দ্রষ্টব্য।

(৫০)

......আপনার পুস্তিকা আদ্যোপান্ত সাগ্রহে পাঠ করে তৃপ্তি পেয়েছি। আপনার লেখার ধারা অভিনব। তবে বোধ হয় পুরাণো দিনের কবি গানের রেশ এতে মেলে।

ব্যাকরণ চরিতা
নহে তব কবিতা।

হৃদয় ও লেখনী
সোজাসুজি সৃজনী।

তাই এর মূল্য—
নহে কারো তুল্য॥

—কাব্য ও সাহিত্যগুণগ্রাহী **শ্রীজীমূতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**, ২.১১.৫৬

কবি রসরাজের প্রতি—

অভিনন্দন পত্র।

আজি সুপ্রভাতে (তব) "কাব্য কাহিনী" সাথে
হ'ল মোর দরশন।
দেখে পদ্য ছন্দ, পাইনু আনন্দ
হরষিত হল মন॥
বাঙ্গলার কবি, অস্তমিত রবি
যে দিনেতে হয়েছিল।
ভেবেছিলাম হায়, কি হবে উপায়
ভারত (বুঝি) অন্ধকার হল॥
তব "কাব্য কাহিনী" পাঠ করি আমি
প্রমাণ পেলেম তার॥
ভারতেতে আজ কবি রসরাজ
ঘুচাইল (সে) অন্ধকার॥

হে গুণী! যেই জন তব গুণ বুঝিতে নারিবে।
সোণা ও পিতল সমতুল্য সেই জন দিবে॥
যেই জন তব গুণ বুঝিতে পেরেছে।
তুমি পাইবে আদর সে গুণীর কাছে॥
ফুলের সৌরভে, বন করে আমোদিত।
কাব্যরসে তাই, দেশে হইলে বিদিত॥
অর্থ আছে যে জনার, পূজে তারে দেশে।
বিদ্বানেরে পূজা করে, স্বদেশে বিদেশে॥
কাব্যরসে মজাইছ, ওহে রসরাজ।
তাই তুমি পেলে পূজা, উড়িষ্যাতে আজ॥
বঙ্গের গৌরব তুমি, তাই আকিঞ্চন।
এমন কিছু গড়, যেন শান্তি নিকেতন॥
ধন্য হইবে কবি, এ নব ভারতে।
রহিবে অমর হয়ে, তুমি এ জগতে॥

—ডাঃ **শ্রীরসিকলাল শীল**, নিউ ব্যারাকপুর, ২.১১.৫৬

(৫২)

………………আপনি উড়িষ্যায় ৺পুরীধামে সুধী সমাজ কর্তৃক যে **"কবিচন্দ্র"** উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন ইহা বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের বিষয়। আপনার বহুমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করুক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। **শ্রীতারাপদ ঘোষ এম. এ.** অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, ৬. ১১. ৫৬।

(৫৩)

যে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্ঘ্য জগন্নাথে করেছে নিবেদন,।
তাহা যে তাঁহার পাদপদ্মে হইয়াছে সমর্পণ ॥
মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা অর্ঘ্য, উর্দ্ধলোকের কাজ।
তাহাতে তোমার অক্ষয় পুণ্য, হয়েছে রসরাজ ॥
কি আর কহিব, কি আর লিখিব, নাহি লিখিবার।
আশীস্! শ্রেষ্ঠ কবির আসন করিবে অধিকার—সস্নেহ **"দাদু মা"**

(৮৭ বৎসর বয়স্কা লেখিকার কাব্য ও কাহিনী পাঠান্তে কাব্যে অভিমত)
২৯শে কার্ত্তিক '৬৩

উক্ত কাব্যের উত্তরের জন্য "উপরোধ ও উপলক্ষণে" অধ্যায়ে "দিদিমা পাতানো কাব্য" পৃষ্ঠা ১০০ দ্রষ্টব্য।

(৫৪)

আপনার প্রেরিত 'কাব্য ও কাহিনী' আমার দিল্লীর ঠিকানায় আসিয়াছে।…… ………………আপনার হিন্দু জাতির দুর্দ্দশা—"হিন্দুর উত্তরাধিকারী আইন" ও "ভোট ভণ্ডুল" কবিতা দুইটি আমার ভাল লাগিল। আমি দেখিতেছি কাব্যকাননে বিচরণ করিয়া অনেকগুলি সুগন্ধি কুসুম আপনি চয়ন করিয়াছেন। আপনার কাব্য ও কাহিনীর মধ্যেও আপনার প্রতিভার পরিচয় দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। রাসপূর্ণিমায় সমুদ্রের দৃশ্য ও কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিকের মহাপ্রয়াণ প্রভৃতি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

উড়িষ্যা হইতে "কবিচন্দ্র ও কবিরত্ন" উপাধিতে আপনি ভূষিত হইয়াছেন। আমার মনে হয়, যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য সমাদর হইয়াছে। আপনার এই উপাধিলাভে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি।

উৎকল ও বঙ্গের মধ্যে চিরদিনই একটি প্রীতিপূর্ণ আদান প্রদান চলিয়া

আসিতেছে। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিয়া সেই প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করেন। আবার সেই দৃশ্য আপনার সম্বর্দ্ধনায় দেখিলাম। আপনি আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। প্রফেসর **শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র**, রায় বাহাদুর এম. এ. ১৭. ১১. ৫৬.

প্রত্যুত্তর কাব্যপত্র জন্য পৃষ্ঠা ১২৮ দ্রষ্টব্য।

(৫৫)

My dear Mr. Kavi Chandra Mullick,

I am confident that you have got my earlier letter, conveying my humble appreciation of your poetical ability to compose beautiful small poems off hand. Yesterday a galaxy of young educated Oriya boys assembled here in my house to discuss about your book "Kavya O Kahini" We generally felt ourselves genuinely impressed on the quality of your monumental compositions, while you were at Puri, particularly where you have described "sunset" and "moon-rise" at a single line—

Purnimar godhulite sagarer tate
Eiapurba sujog ki sada ghate
Paschimete suryadev je asta jan
Purbe takhan he Chandra je udayaman
Samudra bakshe he ek apurba drisya
Chamakita kare ati, shabe je" abashya

We are desirous that your above book should be presented to the Orissa dailies for acclaiming their opinion thereon......**Gopal Chandra Dash** Puri, 18. 11. 56

(৫৬)

..............ভগবৎ সন্নিধানে প্রার্থনা করি যে তিনি আপনাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন ও সুস্থ রাখুন এবং আপনার লেখনী প্রসূত কাব্য ও গানে আপনার কবিরত্ন উপাধি সার্থক করিয়া তুলুন। শুভানুধ্যায়ী **শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** মৃদঙ্গরত্ন (সাহেব) পোঃ জনাই, ১২ই কার্ত্তিক ১৩৬৩

..............Your compositions have stirred the brains here viz. the professors and the Lawyers' bar, as Prof. R. K. Roy has been eloquently saying of your compositions, as well as Sri. Govinda Misra, once your lawyer here. We have been discussing of your natural lines, which have been a source of inspiration to the youngsters and other writers.

My humble opinion is that it is extremely valuable to round out the pages containing your masterly impressions. It is through this type of intellectual exchanges that the outlook comes andnearer nearer and is bound neatly, more closely together. It is thus that knowledge grows from more and more and your blessed life along with it the Bengali literature is enriched. The aim of your writings is defined in terms of the present day needs of our life—also your classical masterpiece expositions, outlining the ancient virtues of loyalty, sensitivity to beauty, humility, breadth of view point and patience. It is that in those lines, exprsssed in the book "Kavya O Kahini", so naturally composed by you, in course of your stay here in your house that the humanistic studies—the concern for the ultimate, reaches the human spirit of all ages to come. I sincercly hope that the above expositions of the quality of your lines has been accurately fathomed, sitting here ....I have been genuinely impressed by the forceful expression of your lines, such that all others here have gathered to pay our humble respect for your natural gift to the Vani.—**Gopal Chandra Dash**, Puri, 30. 11. 56

..............Meanwhile these young admirers of your songs want to celebrate at a seminar in which the various angles of your forceful compositions will be analysed in details. As you know such type of symposiums are proudly necessary. Had these been done in the life time of Shakespeare, Milton, they would have given more contributions to the literature. So, it is a seminar here, with your presence or blessings. Details are following.—**Gopal Chandra Dash**, Puri, 7. 12. 56.

(৫৯)

.........the best thing would be to **hold a seminar** here —a type of platform where selected people will be invited and discuss the merits of your natural lines, collected in the booklet, "Kavya O Kahini." Such type of Symposiums are welcome to poets. **Mr. Bernard Shaw** had the pleasure to invite people and hold such type of things many times in his life time. By such discourses, the poet is appraised of the inner flow of his lines. So that he solidly contributes deeper and deeper to the literatures. As you have been endowed with such rare gifts, I humbly suggest for your kind consideration, the feasibity of holding such a seminar. Eminent persons will be invited for joining the deliberations.........I have gone through your straightforward lines written on the occassion of assumption of charge by **Sreemati Naidu**, as the Governor of Bengal. Each line of it is enabled with simplicity of expression and thought-provoking. How deeply you have assimilated the blank in your lines, is a quality expression.—**Gopal Chandrs Dash**, Puri, 8.12.56

(৬০)

"মাতৃভূমি" রবিবার (৯-১২-১৯৫৭) পুরী, উড়িষ্যা

কাব্য ও কাহিনী (বঙ্গলা)

রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক, কবিচন্দ্র, কবিরত্নঙ্ক দ্বারা পুরী প্রবাসরে রচিত, কবিতা এবং পুরীরে তাকর সম্বর্দ্ধনা ও তদীয় উত্তর পুস্তকাকারে মুদ্রিত। মূল্য আদি অন্ত পাঠ ও প্রাপ্তি স্বীকার। কবি রসরাজ একাধারররে লক্ষ্মী ও সরস্বতীঙ্ক প্রসাদ লাভ করিছন্তি। তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকর কাব্য রসামোদ তাঁকর রসরাজ পদবিকু সার্থক করুছি।

(৬১)

মাননীয় রসরাজ রাসবিহারী বাবু,

আপনার কাব্য ও কাহিনী পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ কবিলাম। ভগবানের কিছু দান না থাকিলে কেহ কবি হইতে পারে না। আপনার উপর পরমেশ্বরের দান আছে, নহিলে এইরূপ কল্পনা ও ভাব কিরূপে জন্মিবে? পুরীতে আপনি বাঙ্গালীর নাম করিয়াছেন। পুরীগৃহে সাগর সৈকতে বসিয়া আপনার কাব্য ও কাহিনী আরও প্রচারিত হউক এই আমার আন্তরিক কামনা। **Dr. G. Panja MB. (cal) D. Bact. (London) F.N.I.F.D.S. (London).— 23.12.56.**

(৬২)

......অদ্য সন্ধ্যায় রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা সম্বন্ধে কবিতাটি পাইলাম। উহা যথার্থই কালোপযোগী হইয়াছে। এর মধ্যে আছে অনেক কিছু বুঝিবার, ধরিবার। অন্ততঃ আমি রসবোধ ছাড়া অন্যভাবের কিছুটা ইঙ্গিত পাইয়াছি। বাহিক রসের প্রলেপের মধ্যে পাইয়াছি প্রচ্ছন্ন শিক্ষাপ্রদ ইঙ্গিত। খোলাখুলি বলিলে বা লিখিলে রসভঙ্গ হইবে। দশের ও সমাজের শিক্ষাপ্রদ এইরূপ কবিতা লেখা বহুকাল পূর্ব্বে **(অমৃতবাবুর কালে)** রেওয়াজ ছিল। অন্ন চিন্তায় সকলই একে একে অন্তর্ধান হইয়াছে। আপনার লেখনী হইতে লুপ্তধারা যে পুনঃ প্রসৃত হইতেছে, এইটা আশার কথা।......যদি অনুমতি দেন "পদ্মজা" কবিতাটী স্বুবর্ণবণিক সমাচারে পাঠাই। আপনি স্বয়ং পাঠাইলে ভালই হয়। কবিতাটীর বহুল প্রচার আবশ্যক। সমাচারে যা তা কবিতা মুদ্রিত হয়। আপনার কবিতা মুদ্রিত হইবার যোগ্য। নমস্কার, শুভেচ্ছা জানাই। **ডাঃ মাণিক চন্দ্র চন্দ্র,** এম, বি, ২১-১২-৫৬

(৬৩)

I was thinking of you when your nice poem on Hon'ble Sm. Padmaji Naidu, our illustrious Lady Governor reached my hand. The nation should be grateful for your such excellent poems covering time, pace and circumstances. You should supply a clipped file to all your friends and admirers and each poem to be sent as soon as published to enable them to preserve in their file systematically.......Uuless this is introduced people would face great difficulty in properly preserving your such thought provoking nice poems. I pray to the Almighty for keeping your poetic genius alert at all times.—Rai Saheb **Bata Krishna Banerjee**, Advocate F.R.E.S ; C.D.O. (Ireland) 15.12.56.

(৬৪)

......**Matrubhumi, a leading daily of Orissa reviewed your masterly compositions.** I am enclosing herewith the same dated 9th. December 1956 (magazine section) for favour of your esteemed perusal. **The english version of** the same is given below—

"Kavya-O-Kahini (in Bengali), written by Rasharaj Sri Rashbehari Mullick", Kavichandra, Kaviratna in memory of his last visit to Puri, along with his reception at Puri, his reply thereon have all been blended in a book-form. Price complete perusal and acknowledgement of receipt. Kavichandra has gained the favour of Lakshmi and Saraswati simultaneously along with it, his finely woven luxurious lines genuinely testify his titles."...... It gives me much pleasure to recollect your illuminating discussions on the various aspects of poetry with specific reference to your compositions and of your goodself. As you know, a poet requires leisure-practice, confidence, personality and a first rate brain. Your masterly expositions of various classical thoughts tell how you have for-

gotten your shyness and thereby acquired confidence (Vide your recent lines of the poem composed on the assumption of Sreemati Naidu as the Governor of Bengal). Your first rate fore personality and the quality in original of your brain are evident in your lines. Re. the seminar it is a proud privilege for posts to be favoured with such ones in their life time. My genuine appreciation of your forceful lines only prompted me to hint your goodself, the feasibility of holding one such, as was repeatedly done, in the case of Mr. Bernard Shaw at short intervals. Due to the grace of Almighty. You have been endowed with rare practical ability to accurately compose lines which appeal both to the listner as also the reader. It is up to your goodself to ventilate your esteemed opinion as to whether it will be appropriate to hold.

One such in your honour when we will be holding such, naturally both local and of calcutta will be invited, thereby your lines will be glorified for the posterity.······· Rightly so, your beautiful lines deserve to be analysed in the proper way to say a line or two about a poet or a poem is not at all exhausted. It is only when repeated attempts are made in inner good quality on the poet and the poems convey. I am glad you have been deeply busy with the work of collecting the glory and antiquities of Goddess Singha Bahini......who knows your public bona fide acclamation of the hidden ability may be due to your past 30 years' research on the same noble work.········**Gopal Chandra Dash**, Puri, 17.12.56

(৬৫)

রসরাজের—"ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আবোল তাবোল" রসে ও ভাবে সুমধুর।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শিশু ও কথা সাহিত্যসম্রাট, সাহিত্যাশ্রম—
১২ পৌষ ১৩৬৩

(৬৬)

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মল্লিক রসরাজ মহাশয়ের "কবিচন্দ্র" ও "কবিরত্ন" উপাধি লাভে

আনন্দোচ্ছাস ও শুভেচ্ছাবাণী।

পড়িয়া যতনে তব 'কাব্য ও কাহিনী'।
বাসনা জাগিল, দিতে পদ্যে লেখা বাণী॥
জানি রচি নাই, পদ্য কভু এ জীবনে।
তথাপি প্রয়াস এই শ্রদ্ধা নিবেদনে॥
নীলাচলে "গোলাপকুলে" করি বসবাস।
করিয়াছ তুমি তারে কবিত্ব আবাস॥
পুরীতে "রসরাজ" হইলে 'চন্দ্র কবি'।
যশমান লভিলে হইয়া 'রত্নকবি'॥
শুনিয়া মোদের মন হল বড় খুসী।
জানাতে শুভেচ্ছা, তাই ধরিয়াছি মসী॥

সুস্থ থাক তুমি লভিয়া দীর্ঘজীবন।
সার্থক কর তোমার কবিত্ব সাধন
কবিত্বে হইয়া তুমি জয়দেব সম।
আনন্দ বিতর, এই আকিঞ্চন মম॥
কবিতায় হেরি তব ধর্ম্মে অনুরাগ।
নিবেদি, রাখিও তাহা সর্ব্বত্র সজাগ।
করিতেছি বিভুপদে, সতত প্রার্থনা।
তোমার কল্যাণ সদা করিয়া কামনা॥

ইতি গুণমুগ্ধ—**শ্রীহরিপদ নাগ,** ভবানীপুর, ১.১২.৫৬

(৬৭)

রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন আমার মত বন্ধুদিগের আগ্রহে তাঁহার কতগুলি কবিতা "কাব্য ও কাহিনী" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাতনের সহিত নূতনের সম্মিলনের যে ক্ষমতা—তাহার রচনার বৈশিষ্ট্য, তাহা প্রায় প্রত্যেক কবিতায় সপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ। তিনি বাণীর একনিষ্ঠ সাধক অথচ বর্ত্তমান কালের ঘটনা ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সচেতন। আবার রস রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাহার আরও অনেক রচনা প্রকাশিত হয় নাই। আশা করি সে সকল সংগৃহীত অবস্থায় প্রকাশিত হইবে। প্রবীণতম সাংবাদিক ও সাহিত্যিক **শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,** ৮.১.৫৭

(৬৮)

প্রিয় রসরাজ,

আপনার আপনার রচিত কাব্য ও কাহিনী কয়েকদিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। তাহার পদ্যগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনি কবিচন্দ্র ও কবিরত্ন উপাধি পাইবার উপযুক্ত পাত্র।......আশা করি আপনার লিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইলে দেখিতে পাইব।—**শ্রীউদ্ধব চন্দ্র মল্লিক,** ইং ৯.১.৫৭

(৬৯)

প্রিয় রসরাজ,

আপনার পুরীর বর্ণনাময় "কাব্য ও কাহিনী" পুস্তকখানি পাইয়া এবং আদি হইতে অন্ত অবধি গভীর উৎসাহের সহিত পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছি আপনার লেখনীপ্রসূত সরল, সুন্দর কাব্য রসধারায়, দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর কাব্য সৃষ্টি করিয়া আমাদের আনন্দ দিবেন এই আশা মনে পোষণ করি এবং সেইজন্য শ্রীভগবানের নিকট কামনা করি আপনার সুদীর্ঘ জীবন।— নমস্কারান্তে বিনীত আপনার গুণমুগ্ধ ও স্নেহভাজন **শ্রীবিজয়কুমার সেন,** সেক্রেটারী, ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ১০.২.৫৭

(৭০)

Dear Mr. Kavichandra Mullick,

I had been to **Prof. R. K. Ray M. A**, (Secy. Akadamy of Literature Orissa Govt.). He told me that he had been very deeply pleased by going through your illuminating natural lines, collected in "the book Kavya-O-Kahini".……Also, he expressed his satisfection by your humble appreciation of decorating your esteemed self by Kavichandra in modest recognition of the poetical faculties with which you have been endowed through the grace of the Almighty. He lovingly remembers those minutes, when he voiced his regards to your above abilities in the public meeting. (Your "Kavichandra" investitude.)…… **Gopal Chandra Dash,** Puri, 12.1.57

(৭১)

……আপনার "কাব্য ও কাহিনী" পুস্তক ও অন্যান্য কবিতা সমূহ পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। কবিতা অনেক দেখা যায় বটে, কিন্তু আপনার কবিতার ন্যায় সুন্দর, সরস, সুললিত ও প্রাণস্পর্শী অথচ সহজ ভাষায় লিখিত এবং সময়োচিত শিক্ষাপ্রদ এরূপ প্রয়োজনীয় কবিতা অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সহজেই বোধগম্য, তাইত এত রম্য। আমি কায়মনোবাক্যে আপনার ভাবধারার

ও কবিত্ব প্রতিভার প্রশংসা করি। আপনার "রসরাজ কাব্য ও ছন্দ" এ ধরায় অমর হইয়া থাকিবে তাহা নিঃসন্দেহ। **শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়,** লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ও প্রবীণ ডাক্তার, (হোমিও) বালি, ১১ ফাল্গুন, ১৩৬৩

(৭২)

সুবর্ণবণিক উচ্চশিক্ষা সাহায্য ভাণ্ডার শ্রীরাসবিহারী মল্লিক মহাশয়কে

অভিনন্দন

এস জয় গৌরবে হয়ে মণ্ডিত,
সন্তানগণ মার—মহিমান্বিত,
জয় যাত্রার আলো জ্বলা পথে,
চরণ চিহ্ন আঁকি।
শাশ্বতী সমা কীর্ত্তি কমলা
ভাস্বর হেম জ্যোতিরঞ্চলা
সৌম্য উদার ললাটে তোমার
জয়টিকা দিল আঁকি।
জনসমাজের বাণীরূপে আজ,
আমাদের এই সমাজ মাঝ,
আসন লভেছ, নিজ গরিমায়
তোমরা হে করমবীর।

কণ্ঠে গভীর বজ্র বিষাণ,
ন্যায় সত্যের ধ্রুব সম্মান,
ঘোষে যেন সদা অকুণ্ঠ স্বরে
উন্নত রাখি শির।
তোমরা যে মরমী স্নেহাতুর প্রাণ,
নিঃস্বের তরে আনো কল্যাণ—
কলুষ স্বার্থ লাঞ্ছিত হয়ে
লুটায়ে পড়ুক পায়।
বিজয়াভিযান নন্দিত করি
ওঠে জয়গান ব্যোমে বায়ুভরি—
সভ্যগণ ক্ষীণ অভিনন্দনে
বন্দনা গীতি গায়॥

৮ই বৈশাখ ১৩৬৪ —**সভ্যবৃন্দ**

(৭৩)

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পুণ্যশ্লোক যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা আমায় পাঠিয়েছেন, সেইজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আপনাকে জানাই, আর অনুরোধ করি যে, শীঘ্র দীর্ঘজীবন কথাও আপনি প্রকাশ করুন।

১৮৪৪ থেকে ১৮৯৪ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে একদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পারিষদ শিষ্যাদির আবির্ভাব ; আবার পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর (যতীন্দ্র সৌরীন্দ্র মোহন) বাড়ীতে কবি নাট্যকার মধুসূদনের সৃজনীশক্তির বিকাশ ; সেই সঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা কলিকাতা কর্পোরেশনের আদিপর্ব্ব (প্রাক্ সুরেন্দ্রনাথ যুগ) ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভ ও শিক্ষার

অবস্থাদি কত বিষয়ের সমাবেশ আপনি করেছেন, আপনার ক্ষুদ্র জীবনীর মধ্যে, সেইজন্য আমি আপনার সাধুবাদ করি।···ডক্টর **কালীদাস নাগ**, এম, এ, ডিলিট, ইং ২৯-৪-১৯৫৭

(৭৪)

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সম্প্রতি আপনার লিখিত "কাব্য ও কাহিনী" নামক পুস্তকটা কোন পরিচিত লোক মারফৎ হস্তগত হইল এবং তাহা পাইবামাত্র পাঠ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আদ্যপান্ত পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। আপনার ভিতর যে সাহিত্যিক প্রতিভা আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং আপনার লেখার ভিতর আরো একটি জিনিস লক্ষ্যে পড়ে, তাহা হইল এই যে, লেখার প্রতিটি ছত্রে ভগবৎ ভক্তি উদ্রেক হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয়, আপনার প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ আছে; সেই কারণে আপনার লেখার মধ্যেও তাঁর পূর্ণ প্রকাশ।

শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন ও আপনি আপনার লেখনীর মধ্যে দিয়া তাঁহার নাম দিকে প্রচার করুন। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।—ভবদীয় **শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত** ২৫. ২. ৫৪

(৭৫)

আসর পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ—নবম সংখ্যা। ১৩৬৪ সাল।

পুস্তক সমালোচনা

কাব্য ও কাহিনী—শ্রীরাসবিহারী মল্লিক, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন।

"কাব্য ও কাহিনী" কবিতা গ্রন্থটিতে প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার সমন্বয় সাধনের বিচিত্র প্রয়াস লক্ষিত হয়। সরল ও সরস ছন্দে রচিত এঁর কবিতাগুলির অন্তরে বাস্তব সমাজের অনুপম রূপ পরিপুষ্ট হয়েছে। কাব্যের মধ্য দিয়ে, তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে "মনে রাখিবে, আমরা সবে হই যে ভাই ভাই" এই ভ্রাতৃত্বের মধুর সম্বন্ধ গড়ে তুলেছেন। কাব্যের ভাষা ও ছন্দ বড় কথা নয়—তার আবেগ ও অন্তর্গত মানব প্রেমের ক্ষীরধারাই প্রাণ। রাসবিহারী বাবুর প্রাণখোলা হাস্যরসের কাব্যধারা ও মানব প্রেমের ঐ ধারাকেই বয়ে নিয়ে চলেছে। এই প্রাণের টানের জন্যেই তার মানব দরদী কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পুরী রাইজিং ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভ্যগণ তাঁকে যে "কবিচন্দ্র" উপাধি দিয়েছেন তা সত্যই গৌরবের?

পুরীর সাহিত্যিক মণ্ডলী কবি রসরাজ মহাশয়কে খুব শীঘ্রই এঁর কবিতা সম্বন্ধে একটি কবি-সমালোচনা সভার আয়োজন করবেন বলে জানিয়েছেন। এ সংবাদ সত্যই আনন্দের।

(৭৬)

······রসরাজের কবিতা ভাবোদ্দীপক এবং রসাঢ্য। রসজ্ঞ মাত্রেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। কামনা করি,—ইহার কবিত্বের খ্যাতি, প্রার্থনা করি ইঁহার দীর্ঘ জীবন।—···**শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মৃদঙ্গরত্ন** জনাই, (হুগলী) ২৯ ফাল্গুন ১৯৬১

(৭৭)

আপনি প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় যদুলাল মল্লিকের সুযোগ্য ও বরণ্যে বংশধর। জ্ঞানে, গৌরবে, অর্থে বিত্তে, দানে, ধ্যানে যে, বংশ একদা তৎকালীন বঙ্গসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং আপনিই সেই মহাপুরুষের সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ও যোগ্য অধঃস্তন। ঔদার্য্যে, স্বীয় কাব্য সৃজনী প্রতিভায় ও ন্যায়-পরায়ণতায় আপনি আমাদের দৃষ্টান্তস্থল। গুণমুগ্ধ—ডাঃ **শ্রীকৃষ্ণদাস দাস**। বরাহনগর ইং ৪-১১-৫৫

(৭৮)

আধ্যাত্মিক কবি শ্রীরসরাজ প্রশস্তি।

তুমিই যে রসরাজ।
সবাই যে বলে আজ॥
তোমার যে কবি শক্তি।
ঈশ্বরেতে এযে ভক্তি॥
তব গুণ যে কথন।
(বলে) শেষ হয় না কখন॥
তোমার যে কাব্য সুধা।
নাশ করে সব ক্ষুধা॥
"রসরাজ" তব ছন্দ।
দেয় মোরে কি আনন্দ॥
রসরাজ তাই ছন্দে।
লিখি আমি মনানন্দে॥

(এ যেন) গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।
(হায়) অন্য ছন্দে সব খাজা।
মাইকেল, রবীন্দ্র আজ।
তুমিই যে রসরাজ॥
তোমার এ হাস্যরস।
সবাকেই করে বশ॥
তোমার যে মর্ম্মবাণী।
(যেন) ঈশ্বরের নির্ঝরিণী
প্রাণাবেগ সদা আসে।
মলিনতা সব নাশে॥
দেয় মোর সর্ব্বকার্য্যে।
উৎসাহ অনিবার্য্যে॥

তব পূত কাব্য ধারা।
　　(সে যে) বিভুরই সুধাধারা ॥
তোমার যে গুণ কত।
　　মুখে আর কব কত ॥

তব কাব্যে যে রচন।
　　পাই যেন অনুক্ষণ ॥
সকলের ক্ষুধা তোষে।
　　বরষণ সুধা ভাষে ॥

গুণমুগ্ধা—"খুকুমণি" (**পত্রলেখা ঘোষ**) পাথুরিয়াঘাটা ১২ই চৈত্র ১৩৬২।

(৭৯)

ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়নের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ৩১ নাঃ ৩৪ তম বাৎসরিক অভিনয়ে উপর্য্যুপরি চারি বৎসর রসরাজ শ্রীরাসবিহারী মল্লিক কর্ত্তৃক থিয়েটারের নাট্যবস্তুর অনুরূপ ও উপযুক্ত প্রহসন কবিতা রচনার জন্য * ও অত্যাশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া **কবি রসরাজকে কাব্য বিজয়ের জয় জয়ন্তী উপহার স্বরূপ** (চ্যাম্পিয়ান-সিপ) **রৌপ্যপদক প্রদান করেন।**)

উক্ত সভায় "বৈকুণ্ঠের উইল" অভিনিত হয় এবং হাইকোর্টের বিচারপতি মান্যবর **শ্রীবি. কে. গুহ,** আই সি এস্ মহাশয় সভাপতি হইয়া আলোচ্য বর্ষের অভিনয়ের অনুরূপ প্রহসন "উইলের আত্মকথা" কবিতা রচনার জন্য মুগ্ধ ও আনন্দিত হইরা কবি রসরাজকে অভিবাদন জানাইয়া কবি হস্তে রৌপ্য পদক আনন্দে প্রদান করেন। **চারু কারু কার্য্যযুক্ত রৌপ্য পদকে** নিম্নরূপ খোদিত আছে। যথা :—

"**জয়তু রসরাজ কাব্য।**

রসরাজ রাসবিহারী মল্লিক, কবিরত্ন, কবিচন্দ্রের কাব্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রদত্ত হইল।"

The note in the 34th Annivarsary Report of the Students Union, reads as follows :—

Special Award of Honour (Championship)

"A special medal is being awarded to our worthy Vice Presideat, Rasharaj Rash behary Mullick, Kavichaudra, Kaviratna, as a taken of high appreciation aud admiration for his appropriate poems.

*	১ম অভিনয়	উল্কা, "ভাবের অভিব্যক্তি"	— রচনা পৃঃ	৬১ দ্রষ্টব্য
	২য় ,,	মায়ের দাবী, "কাব্যগান"	— ,, ,,	১১৭ ,,
	৩য় ,,	সরলা, "সরল আশিস্ বাণী"	— ,, ,,	৯৭ ,,
	৪র্থ ,,	বৈকুণ্ঠের উইল, "উইলের আত্মকথা"	,, ,,	১০৬ ,,

"**Samaj.**" (Orissa newspaper.)
Cnttack 28 Sept 1957.

Poet honoured.

Sri Rashbehari Mullidk of Pathuriaghata has been honoured with a silver medal bp the students Union of Calcutta. Previously he was given the title "Kavichandra by the Liberaty circle of Puri.

(৮০)

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক ইং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি চারি বার সসম্মানে সর্ব্বোচ্চ ভোট লাভ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ২নং ডিষ্ট্রিক্টের এসোসিয়েট মেম্বর মনোনীত হয়েন এবং কৃতিত্বের সহিত জনসেবা করিয়া কর্পোরেশনের অল্ডার-ম্যান ও মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর (নেতাজীর সহিত মতদ্বৈত হওয়ায় স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের এই প্রার্থী আর হন নাই।

(উদ্ধৃতি)

যুগান্তর

কলিকাতা—মঙ্গলবার ১১ই ডিসেম্বর ১৯৫১ সাল।

প্রাসাদপুরী কলিকাতা (১২)

শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীর অর্চ্চনাপীঠ পাথুরিয়াঘাটা মল্লিক বাড়ী।······

যদুমল্লিক (রোড)······রাস্তার নতুন নামকরণ নিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে একটা মুখরোচক বিসম্বাদ কাণে এলো। মল্লিক বাড়ীর বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত রাস বিহারী মল্লিক জনসাধারণের তরফ হইতে এই নামকরণের আবেদন পেশ করেন। শোনা যায় প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল কোন একজন ধনী মাড়োয়ারী—তার নামে রাস্তা হলে ত্রিশহাজার টাকা দান করতে রাজী ছিলেন তিনি। কর্পোরেশনে তৎকালীন সভ্যদের দোদুল্যমান ভাবগতিক দেখে রাসবিহারী বাবু নাকি জানান, টাকা তিনিও দিতে রাজী আছেন এবং বেশীই দিবেন, কিন্তু টাকা দিয়েই যদি পথের নাম ক্রয় করিতে হয়, তবে তাঁর বর্ত্তমান ঝাড়ুদরের নামে এই রাস্তা হবে। সত্যি মিথ্যে জানিনে, কিন্তু যদু মল্লিক রোড়ের পাশে পাথুরিয়াঘাটার উপর এই তিন মহল আট্টালিকার সাম্নে দাঁড়িয়ে ওই মানুষটির কথা স্মরণ করলে তাঁর বংশধরদের এই রাগটুকু অস্বাভাবিক মনে হয় না।

(৮১)

Amrita Bazar Patrika dated 11. 8. 56

Condolence Messages.

Bangabala Mookerjee thanks friends and well wishers

Shrimati Bangabala Mookherjee gratefully acknowledges the messages of condolence of love and homage received from friends and well-wishers after her sad bereavement. She hopes that they will kindly appreciate her inability to send individual replies in the present circumstances and will accept her grateful thanke through the mediance of preso.

(৮২)

The poem composed by you on the demise of Dr. H. C. Mookerjee the Governor of Bengal. It is an excellent one.

Bejoy Chandra Sen, M.R.A.S, F.R.S.A.
Secretary. Students Union. 14, 8. 56

(৮৩)

I went through it, alongside the lovely poem on taxation, composed by you. The Student's Union has only re-discovered your immortal faculties. I assume there was regular invitations for the function. (I did not receive it. Any way). I am geuninely sorry that I could not be present while the function (special award of Championship Medal to you) was held there, so that there would have been an opportunity to analyse some characteristics of your National lines. Your graceful lines deals so frankly with the situation on the forefront.

The first very few lines startle the listeners with the realisation that here was something original and powerful

and simultaneously the simplicity of your goodself is more evident. The remarkable fact is that without transcending the limits of symbolism, it nicely manages to involve by implication, the theme on the horizon. The poem is a major voice in its way (and is different from your earlier writings :—Gopal Chandra Das, Herogohiri, Sahi Puri. 19. 9. 1957.

* ক্রোড়পত্র অভিমত পত্রাবলী ৭৯ দ্রষ্টব্য।

(৮৪)

কবিবর,

আপনি এক পাক, দুই পাক, তিন পাক, খাইরাও হাসিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মত রসহীন লোকের তিন পাক এর পূর্ব্বেই সব রস নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; এক পাক দুই পাকেই শেষ হইয়াছে। আপনার প্রাণ ধরফ করিলেও আপনি হাসিতেছেন ও হাসাইতেছেন। এই নির্ম্মল আনন্দে থাকুন, আপনি দীর্ঘজীবি হউন। (ডাঃ) **শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন**, এম ডি, ইং ১৯. ৯. ৫৭

(৮৫)

বন্ধুবরেষু,

আপনি সপরিবারে ৺ বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানিবেন।

"করধার্য্যের ঘানি" পাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেজন্য ধন্যবাদ।

আয় হ'তে কর বেশী
বিচার হে কোন দেশী।

স্বদেশী "রামরাজ্যের" নয় তা বলাই বাহুল্য; খুব সময়োপযোগী আপনার কবিতা।—প্রীতিমুগ্ধ **শ্রীকালিদাস নাগ** ইং ৬. ১০. ৫৭.

(৮৬)

কবিবর রাসবিহারী
তোমায় দিই বলিহারী
সকল অবসরে কর চিত্ত বিনোদন।

মা জগদম্বার কৃপা মাত্র
অবসর পাওয়া মাত্র
কলম হ'তে ঝরে পড়ে, কবিতা মোহন॥

ডাঃ **শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন** এম্ ডি। ৯১, চৌরঙ্গী, ইং ১২. ১০. ৫৭

(৮৭)

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নমস্কার—

আপনার অনুগ্রহ লিপি পাইলাম। আমার বিজয়ার সম্ভাষণ জানিবেন।

আপনার "কর ধার্য্যের ঘানি" পড়িয়া তৃপ্ত হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে করধার্য্যের ঘানির পেষনে সারা হইতেছি। **শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র,** ইং ১৪. ১০. ৫৭

(৮৮)

শ্রদ্ধাপদেষু

আপনার ৺ বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও সঙ্গে সঙ্গে সরস কবিতার উপহার পাইয়া বিশেষ প্রীতি হইলাম। আপনি আমার ৺ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিবেন। আপনার সমস্ত কবিতাই রসের অফুরন্ত, নির্ঝর, দুঃখের ঘানি হইতেই পিষিয়া রস বাহির করে। এ সম্বন্ধে আর নূতন অভিমত কি দিব।

আশা করি কুশলে আছেন। প্রীতিবদ্ধ—**শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** ১৫. ১০. ৫৭

(৮৯)

সাদর বিজ্ঞাপন,

আপনার কবিতা উপভোগ করিলাম। আপনি আমার ৺ বিজয়ার সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। আশা করি, সকল কুশল। **শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ** ইং, ১২. ১০. ৫৭

(৯০)

বাবা,

ঘরকন্নার কাজে একটু অবসর পেলেই আপনার কবিতাগুলো নিয়ে পড়ে থাকি। "কবিতা মঞ্জুষার" রূপ নিয়ে আজ কবিতাগুলি বেরুতে চলেছে শুনে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনার এই শুভ কাজে আমি আমার অভিনন্দন জানাই।

সরল ভাষায়, গল্পের ছলে দেশের অনেক কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের খবর আপনার কবিতায় পাওয়া যায় বলে, ছোট বড় সকলের কাছে খুব প্রিয়।

ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা যে আপনার এই প্রচেষ্টা সফল হোক্, আর রসরাজ-দরদী মানুষ আপনার অন্তরের সঙ্গে পরিচিত হোক। আপনার স্নেহের **কনকলতা** (কনু); **মিসেস্ বি. কে. রায়,** ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল। ১৫ কার্ত্তিক, ১৩৬৪

(৯১)

University College of Law
Darbhanga Building
Calcutta—12:

মাননীয় কবিবর রাসবিহারী মল্লিক রসরাজ সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার প্রদত্ত দুইখানি পুস্তক শ্রীমান বিশ্বজিৎ ঘোষের মারফৎ পাইলাম। আপনার প্রণীত কাব্যগ্রন্থখানি (পুরীর কাব্য ও কাহিনী।) আপনার অমূল্য রসবেত্তা ও অপূর্ব্ব কবিত্ব প্রতিভার পরিচায়ক এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অপর গ্রন্থখানিকে (যদুলাল মল্লিকের জীবন কথা) একটি ঐতিহাসিক সঙ্কলন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

আমাদের মাসিক সাহিত্যবাসরে আপনার কাব্যগ্রন্থ যথারীতি পাঠ ও আলোচনা করা হয় এবং তাহা উপস্থিত ছাত্র ও সুধীমণ্ডলীর প্রভূত প্রশংসা লাভ করে। সমবেতগণ আপনার উত্তরোত্তর কাব্য প্রতিভা স্ফুরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট কামনা করেন।

আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা আপনার অসীম প্রীতি, স্নেহ ও করুণা হইতে বঞ্চিত হইব না। জগদীশ্বর আপনার স্বাস্থ্য ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন—ইহাই একমাত্র কাম্য।

আপনার একান্ত বশংবদ

রামরতন ভট্ট্যাচার্য্য।—সম্পাদক, সাহিত্যবাসর। ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

(৯২)

পরম মাননীয়েষু আপনার "করধার্যোর" রস রচনা বেশ ভালো লাগ্‌লো।—আশা করি কুশলে আছেন।—স্নেহধন্য **শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক**। কোগ্রাম, বর্দ্ধমান ইং ২-১২-৫৭

(৯৩)

মাননীয় কবিরত্ন মহাশয়,

আমি আপনার নিকটে অপরিচিত, আপনি আমায় চেনেন না কিন্তু আপনার প্রতিভা আমাকে আপনার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে। আপনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছেন ওর থেকে আপনার সুলিখিত "কাব্য ও কাহিনী" পুস্তকটি আমার হস্তগত হয়েছে। পুরীর

শ্রীসদাশিব বাবু ও আমরা কয়েকজন সাহিত্য আলোচনা করবার সময় সদাশিব বাবু আপনার গুণাবলীতে লেখার ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও সেইদিন আপনার রচিত "কাব্য ও কাহিনী" পুস্তকটি আমায় দিলেন। আমি বইটি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করলাম ও বারংবার পড়ছি। বাস্তবিক আপনার কবিতাগুলি খুব উপাদেয় ও মর্ম্মস্পর্শী কবিতাগুলি পাঠ করলে মনে হয় পুরীর সমুদ্রধারে আপনি একটি নবযুগ সৃষ্টি করে তুলেছেন। সরল শব্দ দ্বারা এ রকম কবিতা বাংলা সাহিত্যকে ধন্য করেছেন ও বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় অবদান। আপনার প্রতিভা ও কবিত্ব বাংলা সাহিত্যে একদিন বিপ্লব সৃষ্টি করবে, এতে সন্দেহ নাই। আপনার রচিত ললিত পদ্যাবলি এবং সুচতুর উপমাবলি দ্বারা আপনি একদিন বাংলার বিখ্যাত অমৃত সন্তান হবেন। আমি আপনার পদ্যাবলিগুলি উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করবার কল্পনা করেছি; আপনার সদয় অনুমতি পেলে সেগুলি অনুবাদ করার কাজে হস্তক্ষেপ করবো। জগন্নাথদেবের ইচ্ছায় আশা করি, আপনার মত গুণী ও মহান্ উদার ব্যক্তি অনুমতি দিতে বারণ করবেন না। আর একটি আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনার রচিত অন্যান্য কাব্য ও কবিতাগুলি, আমায় পাঠালে বিশেষ সুখী হবো।

এই সব আপনার নামে আমরা উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করবো। জগবন্ধুর কৃপায় কখনও আপনার সঙ্গে সাক্ষাত হলে, এই নিয়ে আলোচনা করে নিজে ধন্য মনে করবো। (আমি বাংলা পড়তে পারি কিন্তু দুঃখের কথা আমি ভালভাবে লিখতে পারি না, সেই জন্য আমার বন্ধু দ্বারা এই চিঠি লিখলাম। যদি কিছু ভুল ত্রুটী থাকে মার্জ্জনা করবেন।

আশা করি শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের কৃপায় ছেলেরা সহ শারীরিক কুশলে আছেন।) আপনার সদা শুভানুধ্যায়ী—**শ্রীবিশ্বনাথ সত্‌পতি** জগন্নাথ বল্লভ এণ্ডাউমেণ্ট—(মঠ) পুরী, উড়িষ্যা ইং ২২।১২।৫৭

(২৪)

কবি রসরাজ সমীপে উড়িয়া ভাষায় সাধুবাদ কবিতা :—

দেখি নাহি কেবে বদন কমল।
টানিলে না তব প্রতিভা কেবল॥
দেখি নাহি তব নূতন মূরতি।
আসি পুরীধামে রাখিল কিরতী॥

তুম বিরচিত এ "কাব্য ও কাহিনী" ॥
সহসা যে, দৃষ্টিরে পড়িলা সে মনি॥
কি রচি কবি, তুমে সুপুরুষ;
বারংবার পড়ি চিত্ত করে তোষ॥

গোলাপ নিলয়ে করিল রচনা ;
দেখিবাকু রহিগলা মো কামনা ॥
জানিলি হে গুণতব রসরাজ।
বালিরে গোলাপ ফুটাইছ আজো ॥
তুমি হে গুণমণি কবি রতন।
সাহিত্য সেবারে কর কেতে শ্রম ॥
এ দেশ বুঝিব গুণ তব দিনে।
সুমধুর ভাষা লভিবে হে জনে ॥
আজি এতিকিরে নেউছি বিদায়।
জগদীশ তব করন্তু বিজয় ॥

আপনার সদা শুভানুধ্যায়ী—**শ্রীবিশ্বনাথ সত্‌পতি** পুরী।—ইং ২২।১২।৫৭

(৯৫)

My dear Sri Mullick,

Indeed it was kind of you to write to me as you did. on the occasion of my elevation to the Bench. May I say how much I appreciate it ?—Yours sincerely.

U. C. Law Bar-at-Law.
Judge-High Court—Cal. 28. 12. 57

(৯৬)

শ্রদ্ধাপদেষু,

মাঝে মাঝে আপনার রচিত কবিতা পেয়ে থাকি ও পড়ে আপনার রচনা শক্তিতে মুগ্ধ হই। হালে পেলাম আপনার "হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন"।* নির্ম্মম সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একেই আমরা আজ নানা রকমে বিপর্য্যস্ত = তার উপর এইসব। শ্রীভগবান আপনার প্রাণে অপূর্ব্ব রসমাধুরী সৃজন করেছেন—যার উৎস হোল এই সব রচনা। যাঁরা সাহিত্য রসপিপাসু, তারা ইহা নিরবধি পান কোরবেন ও পরিতৃপ্ত হবেন, এই বিশ্বাস করি। আপনাকে যে বিলাস ব্যসন স্পর্শ করে নাই এবং সারস্বত জীবন যাপন করে থাকেন, ইহা বড় কম কথা নয়। আপনার অনাড়ম্বর সরল জীবন যাপন আমাকে মুগ্ধ করেছে। ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই করুণা। শ্রদ্ধা জানিবেন। ইতি—**অমরনাথ মুখোপাধ্যায়,** উত্তর পাড়া রাজ্য। সভাপতি, উত্তরপাড়া মণ্ডল কংগ্রেস ; ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, শ্রীরামপুর ; জীবন সদস্য, বিশ্বভারতী ; ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, উত্তরপাড়া পৌরসভা ইত্যাদি···

২১।১।৫৮

* সূচীপত্র দৃষ্টে 'উপরোধ ও উপলক্ষে' অধ্যায়ে "হিন্দু উত্তরাধিকার আইন" পৃষ্ঠা ৯৫ দ্রষ্টব্য ;

(নাম পত্র ইত্যাদি ১২ + ১৬৪ = ১৭৬ পৃষ্ঠা সর্ব্বসমেত।)